সুয়ূতী (রঃ) বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হামযা (রাঃ) ও অন্যান্য শহীদগণ সালামের জওয়াব দিয়েছিলেন, যা লোকেরাও শুনেছিল এবং আবদুল্লাহ আমর ইবনে হারামের কবর থেকে কোরআন পাকের তেলাওয়াত লোকেরা শুনেছে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার তিনি বাকী কবরস্তানে গমন করে বললেন ঃ "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর" (কবরবাসীগণ, তোমাদের প্রতি সালাম)। আরও বললেন ঃ আমাদের এখানকার খবর এই যে, তোমাদের স্ত্রীরা দ্বিতীয় বিবাহ করে নিয়েছে। তোমাদের শহরগুলোতে অন্যরা বসবাস করতে শুরু করেছে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ বন্টন করে দেয়া হয়েছে। গায়েব থেকে জওয়াব এল ঃ হে ওমর, আমাদের এখানকার খবর এই যে, আমরা যে সব কর্ম পূর্বে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো পেয়ে গেছি। আমরা যা ব্যয় করেছিলাম, তার উপকার পেয়ে গেছি, আর যা যা ব্যয় না করে ছেড়ে এসেছি, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা ক্ষতি ভোগ করছি।

সুয়ূতী বলেন ঃ সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী বুযুর্গগণ মৃতদের কথা শুনেছেন—এ সম্পর্কে আমি অনেকগুলো রেওয়ায়েত সন্নিবেশিত করেছি।

বায়হাকী বলেন ঃ মৃত্যুর পর কথা বলা সম্পর্কে সহীহ্ সনদ সহকারে একাধিক রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে। সেমতে আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন যে, মুসায়লামার হাতে নিহত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ কথা বলে এবং মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ, আবূ বকর ও ওছমান সম্পর্কে আল আমীন ও আর রাহীম বলে। সে হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেছে, তা আমি জানি না।

হযরত হামযা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি তার ছাগলের দুধ দোহন করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এক পিয়ালা দুধ নিয়ে আসত। কিছুদিন সে দুধ নিয়ে এল না। তার পিতা এসে বলল যে, তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি চাও যে, আমি তোমার পুত্রের জীবিত হওয়ার জন্যে দোয়া করি? না তুমি সবর করবে এবং কিয়ামতের দিন তোমার পুত্র তোমাকে হাত ধরে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করাবে? লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহর নবী, আমার জন্যে কে এরূপ করবে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার পুত্র তোমার জন্যে এবং প্রত্যেক মুমিনের জন্যে তার পুত্র এটাই করবে।

মূক ও অন্ধদেরকে সুস্থ করা

শিমার ইবনে আতিয়্যা রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জনৈকা মহিলা তার যুবক পুত্রকে নিয়ে আগমন করল এবং বলল ঃ আমার এই

পুত্র জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? যুবকটির মুখ খুলে গেল এবং সে বলল ঃ আপনি আল্লাহর রসূল।

হাবীব ইবনে ফুদায়ক বর্ণনা করেন ঃ তার নেত্রদ্বয় সম্পূর্ণ শুভ্র ছিল এবং কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। তার পিতা তাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হল কেন? সে বলল ঃ আমার পা সাপের ডিমের উপর পড়ে গিয়েছিল। এতেই আমার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু পড়ে তার উভয় চোখে ফুঁ দিলেন, আশি বছর বয়সেও তিনি সুঁইয়ে সূতা লাগাতে পারতেন। অথচ তার নেত্রদ্বয় পূর্ববৎ শুভ্র ছিল।

অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত মোজেযা

মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, যার পায়ে ঘা ছিল। কোন চিকিৎসাই কার্যকর হচ্ছিল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অঙ্গুলি তাঁর থুথুর উপর রাখলেন, অতঃপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ মাটির উপর রেখে ঘায়ের উপর রেখে দিলেন এবং বললেন ঃ

باسمك اللهم ربق بَعْضِنَا بِتُرْبَةِ اَرْضِنَا يَشْفِىْ سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا –

অর্থাৎ, মোহাম্মদ ইবনে হাতেব রেওয়ায়েত করেন, আমার হাতে উত্তপ্ত হাঁড়ি পড়ে যাওয়ায় হাত জ্বলে যায়। আমার জননী আমাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি পোড়া জায়গায় থুথু দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন ঃ

اَذْهِبِ الْبَاْسِ رَبِّ النَّاسِ —এই আমলের বরকতে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই।

শারজীল জু'ফী রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আমার হাতে গিরা পড়ে গেছে, সে কারণে তলোয়ারের কবজা এবং ঘোড়ার লাগাম ধরতে অসুবিধা হয়। হুযূর (সাঃ) আমার হাতে ফুঁ দিলেন এবং পবিত্র হাত গিরার উপর রেখে তালু দ্বারা মালিশ করলেন। তিনি যখন তাঁর হাত তুললেন, তখন সেখানে গিরার চিহ্ন মাত্র ছিল না।

আবূ সুবরা রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আরয করলেন ঃ আমার হাতে গিরা থাকার কারণে উটের লাগাম ধরতে কষ্ট হয়। হুযূর (সাঃ) একটি তীর আনালেন এবং সেটি দিয়ে গিরার উপর মৃদু আঘাত করতে লাগলেন এবং তার উপর হাত বুলালেন। অবশেষে গিরা বিলীন হয়ে গেল।

আবইয়ায ইবনে হাম্মাল বর্ণনা করেন যে, তার মুখমণ্ডলে দাদ হওয়ার কারণে মুখমণ্ডল সাদা হয়ে গিয়েছিল। এক রেওয়ায়েতে আছে— দাদে তার নাক খেয়ে ফেলেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন এবং মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিলেন। এরপর রাত হওয়ার পূর্বেই দাদের চিহ্ন মাত্র ছিল না।

হাবীব ইবনে ইয়াসাক রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে এক যুদ্ধে শরীক হলাম। আমার কাঁধে তরবারির এমন আঘাত লাগে যে, আমার হাত ঝুলতে থাকে। আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি যখমের উপর তাঁর থুথু লাগালেন। ফলে, যখম শুকিয়ে গেল এবং আমি ভাল হয়ে গেলাম। অতঃপর যে আমাকে তরবারি মেরেছিল, তাকে আমিই হত্যা করলাম।

বায়হাকী আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তার মাথা ও মুখমণ্ডল ফুলে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত রেখে তিনবার এই দোয়া করলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَذْهِبْ عَنْهَا سُوْءَهُ وَفُحْشَهُ بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِيْنِ عِنْدَكَ

অর্থাৎ, এই দোয়ার বরকতে তার ফুলা খতম হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, এক মহিলা তার পুত্রকে নিয়ে এল এবং আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্র সকাল-বিকাল আহারের সময় পাগল হয়ে যায়। তার মুখে রুচি নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাত তাঁর বুকে রাখলেন এবং দোয়া করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বমি করল। বমির সাথে হিংস্র জানোয়ারের কাল বাচ্চার মত কি একটা বের হয়ে গেল। অতঃপর সে সুস্থ হয়ে গেল।

বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ এক মহিলা তার পুত্রকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এসে বলল ঃ আমার এই পুত্র আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে, কেমন রোগা। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে সে মরে যায়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি দোয়া করছি, যাতে সে সুস্থ ও

বড় হয়ে একজন সাধু ব্যক্তি হয়ে যায় এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করতে করতে শাহাদত বরণ করে। এরপর জান্নাতে চলে যায়। সেমতে তিনি দোয়া করলেন। সে সুস্থ ও বড় হয়ে একজন সৎলোকে পরিণত হল এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করে শহীদ হয়ে গেল।

রেফাআ ইবনে রাফে' বর্ণনা করেন, চর্বি গিলে ফেলার কারণে আমি এক বছর রোগে ভুগে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি তাঁর পবিত্র হাত আমার পেটে বুলালেন। আমার বমি হল এবং সেই চর্বি হলুদ রঙের হয়ে পেট থেকে বের হল। এরপর কখনও আমার পেটের অসুখ হয়নি।

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রুগ্নাবস্থায় আমাকে দেখার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আবূ বকর (রাঃ) আগমন করেন। আমি তখন বনী সালামায় ছিলাম এবং এত বেশী রুগ্ন ছিলাম যে, কাউকে চিন্তে পর্যন্ত পারতাম না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পানি আনিয়ে উযূ করলেন এবং কিছু পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। আমি সুস্থ বোধ করলাম এবং বললাম ঃ আমি আমার ধনসম্পদ কি করব? তখন – يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ الخ আয়াতখানি নাযিল হল।

মোয়াবিয়া ইবনুল হাকাম বর্ণনা করেন, পরিখা খননকালে আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। আমার ভাই আলী ইবনুল হাকাম পরিখার উপর দিয়ে তার ঘোড়া চালাতে চাইলে তা সম্ভব হল না এবং প্রাচীরে লেগে তার পায়ের গোছা চূর্ণ হয়ে গেল। আমরা তাকে ঘোড়ার পিঠে রেখে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তার গোছায় হাত বুলালেন। অতঃপর ঘোড়া থেকে নামার আগেই সে সুস্থ হয়ে গেল।

ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণ করা

এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসা ছিলাম। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এসে পিতার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। ক্ষুধার তীব্রতায় তাঁর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাত তাঁর বুকে হার পরিধানের জায়গায় রাখলেন। অতঃপর অঙ্গুলি খুলে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مُشْبِعَ الْجَاعَةِ وَرَافِعَ الْوَضِيْعَةِ اِرْفَعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ

এমরান বলেন ঃ হযরত ফাতেমার মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে

গেল। পরে আমি তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি বললেন ঃ এমরান, এখন আমি ক্ষুধাতুর নই। বায়হাকী বলেন ঃ এমরান পর্দার আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে দেখে থাকবেন।

আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে আমার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করলেন। আমি যখন সেখানে পৌছলাম, তখন খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম। সম্প্রদায়ের লোকেরা রক্ত পান করছিল। তারা আমাকে বলল ঃ এস, পান কর। আমি বললাম ঃ আমি তোমাদের কাছে এজন্যেই এসেছি, যাতে তোমাদেরকে রক্ত পান করতে নিষেধ করি। তারা আমার কথা শুনে হাসতে লাগল এবং আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাল। আমি দারুণ ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলাম এবং তদবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে কেউ এসে আমাকে দুধের একটি পিয়ালা দিল। আমি দুধ পান করলাম। ফলে, আমি খুব তৃপ্ত হয়ে গেলাম। আমি যাদের কাছ থেকে ফিরে এসেছিলাম, তাদের একজন অন্যজনকে বলল ঃ আমাদের কওমেরই এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে ভাল করিনি। তাকে কিছু পানাহার করানো উচিত। অতঃপর তারা আমার কাছে খাবার নিয়ে এল। আমি বললাম ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে পানাহার করিয়েছেন। এরপর আমি তাদেরকে পেট খুলে দেখালাম। এই পরিস্থিতি দেখে তারা মুসলমান হয়ে গেল।

বায়হাকী ছাবেত, আবূ এমরান জওফী ও হেশাম ইবনে হাসসান থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ উম্মে আয়মন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তার কাছে পাথেয় ছিল না। রাওহা পৌছার পর তীব্র পিপাসা অনুভব করেন। উম্মে আয়মন বর্ণনা করেন, আমি শোঁ শোঁ বায়ু চলার শব্দ শুনলাম। মাথা তুলে চেয়ে দেখি সাদা রশিতে একটি বালতি বাঁধা আছে এবং আকাশ থেকে ঝুলছে। আমি বালতিটি নিয়ে নিলাম এবং পানি পান করলাম। এরপর থেকে আমি ভীষণ গরমের দিন রোযা রাখি এবং রৌদ্রে ঘুরাফেরা করি; কিন্তু মোটেই পিপাসা অনুভব করি না।

হযরত বেলাল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি এক ঠাণ্ডা সকালে আযান দিলাম। নবী করীম (সাঃ) গৃহ থেকে বের হয়ে এলেন। মসজিদে অন্য কোন মুসল্লী উপস্থিত ছিল না। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ বেলাল, লোকজন কোথায়? আমি আরয করলাম ঃ অত্যধিক শীতের কারণে আসেনি। তিনি দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُمُ الْبَرْدَ —হে আল্লাহ, তাদের শৈত্য দূর কর। বেলাল (রাঃ) বলেন ঃ এরপর আমি সকাল বেলায় মানুষকে পাখা করতে দেখেছি।

হযরত সাফীনা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কেউ তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নাম "সাফীনা" (জাহাজ) রেখেছেন। এরূপ নাম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে কোথা গেলেন। সাহাবীগণের কাছে তাদের আসবাবপত্রের বোঝা ভারী মনে হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর সকলেই নিজ নিজ আসবাবপত্র চাদরে রেখে দিল এবং আমার পিঠে তুলে দিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুলে নাও। তুমি সাফীনা। এরপর থেকে আমি এক থেকে সাত উটের বোঝা পর্যন্ত বহন করি। আমার কাছে ভারী মনে হয় না।

মানুষের বিস্মরণ ও বাজে কথার অভ্যাস দূর করা

বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন—একবার নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের কে তার কাপড় বিছাবে, যাতে আমি তাতে আমার কথাবার্তা ঢেলে দেই? সেমতে আমি আমার কাপড় বিছিয়ে দিলাম। তিনি আমাদের সাথে অনেক কথা বললেন। এরপর আমি আমার কাপড় গুটিয়ে নিলাম। আল্লাহর কসম, এরপর আমি যত কথা শুনেছি, ভুলিনি।

বুখারীর রেওয়ায়েতে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে অনেক হাদীস শুনি এবং ভুলে যাই। তিনি বললেন ঃ চাদর বিছাও। আমি চাদর বিছালাম। তিনি চাদরের দিকে হাতে ইশারা করলেন এবং বললেন ঃ গুটিয়ে নাও। আমি চাদর গুটিয়ে নিলাম। এরপর আমি কখনও তাঁর কোন কথা বিস্মৃত হইনি।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ইয়ামনে প্রেরণ করতে চাইলে আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি যুবক। আপনি আমাকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করতে চাইছেন। অথচ বিচারকার্য সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। হুযূর (সাঃ) আপন পবিত্র হাত আমার বুকে মেরে এই দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَلْبَهٗ وَثَبِّتْ لِسَانَهٗ হে আল্লাহ, তার অন্তরকে পথ দেখাও এবং জিহ্বাকে সংহত রাখ। সেই সত্তার কসম, যিনি বীজ অংকুরিত করেন, আমি দু'ব্যক্তির মধ্যে যে রায় দিয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ করিনি।

আবূ উমামা রেওয়ায়েত করেন ঃ এক মহিলা পুরুষদের সাথে অশ্লীল ও বাজে কথাবার্তা বলত। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এল। তিনি তখন ছরীদ খাচ্ছিলেন। মহিলা তাঁর কাছে ছরীদ চাইলে তিনি দিয়ে দিলেন। সে বলল ঃ আপনার পবিত্র মুখ থেকে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাও দিলেন। সে খেয়ে ফেলল। এরপরই তার মধ্যে লজ্জাশীলতা এত প্রবল হল যে, সে আমৃত্যু কারও সাথে অশ্লীল বাক্যালাপ করেনি।

তীর নিক্ষেপের ক্ষমতা

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে সালামা ইবনে আকওয়া বলেন ঃ বনী আসলামের কিছু লোক পরস্পরে তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের কাছে যেয়ে বললেন ঃ তীরন্দাজ একটি উত্তম খেলা। তোমরা তীরন্দাজ কর। সালামার সাথে আমি থাকব। একথা শুনে সকলেই হাত গুটিয়ে নিল এবং বলল ঃ আপনি সালামার সাথে থাকলে আমরা তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারব না। সে আমাদেরকে হারিয়ে দেবে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তীরন্দাজ কর তো, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকব। অতঃপর সকলেই সমগ্র দিন তীরন্দাজী করল; কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না।

কংকর ও খাবারের তাসবীহ পাঠ

হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একাকী বসে ছিলেন। আমি এসে তাঁর কাছে বসে গেলাম। এরপর আবূ বকর (রাঃ) এসে সালাম করলেন এবং বসে গেলেন। এরপর হযরত ওমর (রাঃ), এরপর হযরত ওছমান (রাঃ) আগমন করলেন। হুযূর (সাঃ)-এর সামনে সাতটি কংকর ছিল। তিনি সেগুলো তুলে হাতের তালুতে রাখলেন। অমনি কংকরগুলো তাসবীহ পাঠ করতে লাগল এবং মৌমাছির গুনগুন্ রবের মত আওয়াজ উত্থিত হল। তিনি সেগুলো মাটিতে রেখে দিলে আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দু'টি কংকর হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হাতে রাখলেন। আবার তাসবীহ পাঠের আওয়াজ শুনা গেল। তিনিও রেখে দিলে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এটি নবুওয়তের খেলাফত।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাতে কংকর তুলে নিলে তারা তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। আমি নিজ কানে সেই তাসবীহ শুনেছি। অতঃপর তিনি কংকরগুলো যথাক্রমে হযরত আবূবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর হাতে দিলেন। প্রত্যেকের হাতেই কংকরগুলো তাসবীহ

পাঠ করল এবং আমরা শুনলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কংকরগুলো আমাদের সকলের হাতে দিলেন। কিন্তু তাসবীহ পাঠের আওয়াজ শুনা গেল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হাযরামূতের রাজন্যবর্গ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করেন। তাদের মধ্যে আশআছ ইবনে কায়সও ছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমরা মনে মনে একটি বিষয় চিন্তা করেছি। আপনি বলুন, সেটি কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা তো অতীন্দ্রিয়বাদীর কাজ। আর অতীন্দ্রিয়বাদী জাহান্নামে যাবে। আশআছ বললেন ঃ তা হলে আমরা কিরূপে বিশ্বাস করব যে, আপনি আল্লাহর রসূল? হুযূর (সাঃ) তাঁর হাতের তালুতে কয়েকটি কংকর নিয়ে বললেন ঃ এই কংকরগুলো সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর রসূল। অতঃপর কংকরগুলো তাঁর হাতে তাসবীহ পাঠ করল এবং তারা বললেন ঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই খাবার তাসবীহ্ পাঠ করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি এর তাসবীহ্ বুঝেন? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। এখন এই খাবারের পাত্রটি ঐ ব্যক্তির নিকট রাখ। পাত্র রাখা হলে লোকটি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! নিঃসন্দেহে এই খাবার তাসবীহ পড়ে। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটে রাখা হলে সে-ও তাই বলল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাত্রটি ফিরিয়ে দিলেন। কেউ বলল ঃ পাত্রটি সকলের সামনে এসে গেলে ভাল হত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ যদি পাত্রটি কারও কাছে যেয়ে চুপ হয়ে যেত, তবে মানুষ তাকে গোনাহের কলংক দিত। অথচ এটা সমীচীন নয়।

খায়ছামা রেওয়ায়েত করেন ঃ আবুদারদা কোন বস্তু রান্না করছিলেন। হঠাৎ হাঁড়ি তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে তাসবীহ পাঠ করতে লাগল।

কায়স রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ দারদা ও কিছু লোক একটি খাঞ্চায় আহার করছিলেন। হঠাৎ খাবার ও খাঞ্চা উভয়টি তাসবীহ পাঠ করতে থাকে।

বৃক্ষ-কাণ্ডের ফরিয়াদ

বুখারীর রেওয়ায়েতে জাবের (রাঃ) বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একটি খেজুর কাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করলেন। জুমুআর দিন তিনি খোতবা দেয়ার জন্যে মিম্বরে চলে গেলেন। তখন খেজুর কাণ্ডটি শিশুর ন্যায় কান্না জুড়ে দিল। তিনি মিম্বর থেকে নীচে নেমে কাণ্ডটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে শিশুর ন্যায় অভিমান করতে লাগল। রাবী বলেন ঃ কাণ্ডটির কান্নার কারণ এই যে, তার কাছে যে যিকর হত, সে তা শুনত।

দারেমীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দার পিতা বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একটি বৃক্ষ-কাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন। অতঃপর তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করা হলে তিনি যখন মিম্বরের দিকে যেতে লাগলেন, তখন বৃক্ষ-কাণ্ডটি উষ্ট্রীর ন্যায় অভিমান ও ফরিয়াদ করল। তিনি আপন পবিত্র হাত তার উপর রেখে বললেন ঃ তুই চাইলে আমি তোকে পূর্বের জায়গায় স্থাপন করব এবং তুই আগের মত তরতাজা হয়ে যাবি। আর যদি চাস, আমি তোকে জান্নাতে রোপণ করে দেব, জান্নাতের নহর তোকে সিক্ত করবে এবং আল্লাহর ওলীগণ তোর ফল খাবে। উত্তরে কাণ্ডটি দু'বার বলল ঃ ভাল, আমি এটিই কবুল করলাম। কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কাণ্ডটি কি বলল? তিনি বললেন ঃ সে জান্নাতে রোপণ করাকে পছন্দ করেছে।

হযরত উবাই ইবনে কাবও একইরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বৃক্ষ-কাণ্ডের কাছে খোতবা দিতেন। তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করা হলে তিনি যখন তার উপর দাঁড়ালেন, তখন বৃক্ষ-কাণ্ডটি এমনভাবে ফরিয়াদ করল, যেমন উষ্ট্রী তার বাচ্চার জন্যে করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বর থেকে নেমে তার কাছে এলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সে চুপ হয়ে গেল।

বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি বৃক্ষ-কান্ডের কাছে খোতবা দিতেন। যখন তাঁর জন্যে মিম্বর তৈরী করা হল, তখন তিনি মিম্বরে চলে গেলেন। এ কারণে বৃক্ষ-কাণ্ডটি ফরিয়াদ করে। হুযূর (সাঃ) তার কাছে এলেন এবং তার উপর হাত বুলালেন। এতে সে চুপ হয়ে যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস, সহল ইবনে সা'দ সায়েদী ও হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকেও এমনি ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

আমর ইবনে সওয়াদ বলেন ঃ ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীকে এমন মোজেযা দেননি, যেমন নবী করীম (সাঃ) কে দিয়েছেন। আমর বলেন ঃ আমি ইমাম শাফেঈকে বললাম ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিত করার মর্তবা দান করা হয়েছিল। ইমাম শাফেঈ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হুযূর (সাঃ)-কে বৃক্ষ-কাণ্ডের ফরিয়াদ করার মর্তবা দিয়েছেন, যা মৃতকে জীবিত করার চাইতে উচ্চস্তরের মোজেযা।

দোয়ায় দরজার চৌকাঠ ও গৃহ প্রাচীরের আমীন বলা

আবূ উসায়দ সায়েদী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ আগামী কাল সকালে তুমি এবং তোমার ছেলে গৃহে উপস্থিত থাকবে যে পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে না আসি। আমার প্রয়োজন আছে। সেমতে তিনি পরের দিন সকালে তাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কাছাকাছি হয়ে যাও। যখন তারা উভয়েই কাছাকাছি হয়ে গেলেন, তখন হুযূর (সাঃ) তাদের উপর নিজের চাদর ফেলে দিলেন এবং এই দোয়া করলেন ঃ يَارَبِّ هٰذَا عَمِّىْ وَصَرَابِىْ هٰؤُلَاءِ اَهْلِ بَيْتِىْ

فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسِتْرِىْ اِيَّاهُمْ بِمَلَأَتِىْ هٰذِهِ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, এরা আমার চাচা ও চাচাত ভাই। এরা আমার পরিবারবর্গ। অতএব এদেরকে জাহান্নাম থেকে আবৃত কর, যেমন আমি আমার চাদর দ্বারা তাদেরকে আবৃত করেছি।

হুযূর (সাঃ)-এর এই দোয়ায় দরজার চৌকাঠ ও গৃহের প্রাচীর 'আমীন' 'আমীন' বলল।

পাহাড়ের গতিশীল হওয়া

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) উহুদ কিংবা হেরার উপর আরোহণ করেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)। পাহাড় তাঁদেরকে নিয়ে আন্দোলিত হল। হুযূর (সাঃ) পাহাড়ে পা দিয়ে আঘাত করে বললেন ঃ থেমে যা, তোর উপর নবী, সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ আছেন।

মুসলিম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন এবং এর সাথে সংযোজন করেছেন যে, হযরত আলী, তালহা ও যুবায়র ছিলেন। তিনি পাহাড়কে বললেন ঃ স্থির হয়ে যা। তোর উপর নবী অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদ আছেন।

মিম্বরের গতীশীল হওয়া

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি—প্রতাপশালী আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে হাতে নিয়ে বলবেন,

أَنَا الْجَبَّارُ وَأَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ -

অর্থাৎ, আমি প্রতাপশালী, প্রতাপশালীরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?

একথা বলার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডানে-বামে ঝুঁকে পড়ছিলেন। আমি দেখলাম মিম্বরের নিম্নভাগ নড়াচড়া করছে। মনে হল মিম্বর তাঁকে ফেলে না দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহকে (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ -

অর্থাৎ, তারা (কাফেররা) আল্লাহর যথার্থ মূল্যায়ন করেনি। কিয়ামতের দিন আমি সমগ্র পৃথিবীকে মুঠির মধ্যে পুরে নেব এবং আকাশমণ্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর দক্ষিণ হস্তে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখানে আল্লাহ তাঁর প্রতাপ ও অসাধারণ প্রতিপত্তি ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন ঃ আমি প্রতাপান্বিত, আমি আমি। একথা বলার সাথে সাথে তাঁর মিম্বর এমন নড়ে উঠল যে, আমরা মনে মনে বললাম যে, তিনি অবশ্যই মিম্বর থেকে পড়ে যাবেন।

মৃতকে মাটির কবুল না করা

বায়হাকী ও আবূ নঈম কবীসা ইবনে দুয়িব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক সাহাবী একদল মুশরিকের সাথে খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে মুশরিকরা পালিয়ে গেল। জনৈক মুসলমান এক পলাতক মুশরিককে পেয়ে তাকে হত্যা করার জন্যে তরবারি উত্তোলন করল। মুশরিক তৎক্ষণাৎ'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে উঠল। কিন্তু মুসলমান ব্যক্তিটি এরপরেও তাকে হত্যা করল। এরপর সে এসে এঘটনা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবগত করলে তিনি দারুণ অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং বললেন ঃ তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে? কিছুদিন পর ঘাতক মুসলমান মারা গেল। দাফন করার পর সে পুনরায় মাটির উপরে এসে গেল। তার পরিবারের লোকজন এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানালে তিনি বললেন ঃ একে আবার দাফন করে দাও। তারা তাই করল। কিন্তু এবারও মাটির উপরে

এসে গেল। তিনবার তাই হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মাটি তাকে কবুল করতে অস্বীকার করেছে। তাকে কোন গর্তে ফেলে দাও।

হযরত হাসান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা খবর পেয়েছি। এরপর তিনি উপরোক্ত রেওয়ায়েতের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা বুঝে নাও মাটি তার চেয়ে অধিক দুষ্ট ব্যক্তিকে কবুল করে নেয়; কিন্তু তোমাদের উপদেশের নিমিত্ত তার সাথে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তোমাদের কেউ যেন এরূপ কালেমা উচ্চারণকারীকে হত্যা করতে তড়িঘড়ি না করে। এখন তোমরা এই ব্যক্তিকে অমুক উপত্যকায় নিয়ে যাও এবং দাফন করে দাও। এখন মাটি তাকে কবুল করবে। সেমতে তাই করা হল।

এক মিথ্যুককে হত্যার আদেশ

সাঈদ ইবনে জুবায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি আনসারগণের বস্তীতে এসে বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, যাতে তোমরা অমুক মহিলাকে আমার বিবাহে অর্পণ কর। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেননি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সংবাদ অবগত হয়ে হযরত আলী ও যুবায়র (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা সেই বস্তীতে যেয়ে লোকটিকে হত্যা কর। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমরা তাকে পাবে না। তারা উভয়েই সেখানে গেলেন, কিন্তু তাদের পৌঁছার আগেই লোকটি সর্পদংশনে মারা গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ রেওয়ায়েত করেন ঃ জাদ জুন্দায়ীর দাদা ইয়ামনে যেয়ে সেখানকার এক মহিলার প্রতি পাগলপারা হয়ে যায়। সে বলল ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর আদেশ তোমাদের প্রতি এই যে, তোমরা এই মহিলাকে আমার কাছে প্রেরণ কর। ইয়ামনের লোকেরা বলল ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার করেছি এবং তিনি ব্যভিচার হারাম করেছেন। এরপর তারা এক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করল। ঘটনা শুনে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রেরণ করলেন এবং বললেন ঃ যদি তুমি তাকে জীবিত পাও, তবে হত্যা করবে। আর মৃত পেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। এদিকে জাদ্দের দাদা রাতে পানি আনতে বের হলে এক সর্প তাকে দংশন করল। ফলে, সে মারা গেল।

হাকামের ঘটনা

আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ হাকাম ইবনে আবুল আস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসে বসে তাঁর কথাবার্তায় মুখ

ভ্যাংচাইত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোর এ অবস্থাই অব্যাহত থাকবে। সেমতে সে মৃত্যু পর্যন্ত মুখ ভ্যাংচাতে থাকে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার নবী করীম (সাঃ) খোতবা দিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর পেছনে তাঁর অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুই এরূপই হয়ে যা। অতঃপর লোকেরা তাকে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে গেল। দীর্ঘ দুই মাস অজ্ঞান থাকার পর যখন সংজ্ঞা ফিরে এল, তখন হুযূর (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী অনুকরণই করে যাচ্ছিল।

হিন্দ ইবনে খাদীজা নবী করীম (সাঃ)-এর পত্নী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাকামের কাছে গেলেন। সে তাঁর দিকে চোখে ইশারা করতে লাগল। হুযূর (সাঃ) তাকে দেখে ফেললেন এবং দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِهٖ وَزَعًا

হাকাম তৎক্ষণাৎ কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত হল। বগভী বলেন ঃ এই হাকাম হচ্ছে মারওয়ানের পিতা।

আগুনে প্রজ্বলিত হওয়ার ঘটনা

ইবনে ওয়াহাব ইবনে লুহাইয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আসওয়াদ আনাসী যখন নুবওয়ত দাবী করল এবং সানাআ দখল করে নিল, তখন সে যুয়ায়ব ইবনে কুলায়বকে গ্রেফতার করল। যুয়ায়ব নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিলেন। একারণে আসওয়াদ তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু অগ্নির কোন প্রভাব তার উপর পতিত হল না। তিনি অক্ষত রয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِنَا مَثَلُ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের উম্মতের মধ্যে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর মত ব্যক্তিত্ব রেখেছেন।

আবদান কিতাবুস সাহাবায় বলেন ঃ এই যুয়ায়ব ইবনে কুলায়ব ইবনে রবীআ খাওলানী সেই ব্যক্তি, যিনি ইয়ামনবাসীদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইবনে আসাকির আবূ বাশার জা'ফর ইবনে আবূ ওয়াহশিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক খাওলানী ব্যক্তি মুসলমান হলেন। তার কওমের লোকেরা তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু তিনি কুফরে ফিরে

গেলেন না। কওমের লোকেরা তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু তিনি প্রজ্বলিত হলেন না। অতঃপর তিনি খলীফা আবূবকর (রাঃ)-এর কাছে এলেন এবং তাকে মাগফেরাতের দোয়া করতে অনুরোধ করলেন। খলীফা বললেন ঃ দোয়া তো তোমার করা উচিত। কারণ, তুমি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েও অক্ষত রয়ে গেছ। মোটকথা, হযরত আবূ বকর তার জন্যে দোয়া করলেন। এরপর তিনি সিরিয়ায় চলে গেলেন। মানুষ তাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তুলনা করত।

ইবনে আসাকির শারজীল ইবনে সলম খাওলানী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ আসওয়াদ ইবনে কায়স ইয়ামনে নবুওয়ত দাবী করল। সে এক ব্যক্তিকে আবূ সলম খাওলানীর কাছে প্রেরণ করল। সে আবূ সলমকে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি আসওয়াদের নবুওয়তের সাক্ষ্য দাও? আবূ সলম বললেন ঃ আমি শুনতে পাই না। এরপর সে প্রশ্ন করল ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল? উত্তর হল ঃ অবশ্যই। আসওয়াদ অগ্নি প্রজ্বলিত করার নির্দেশ দিল এবং আবূ সলমকে তাতে নিক্ষেপ করল; কিন্তু আবূ সলমের কোন ক্ষতি হল না। লোকেরা আসওয়াদকে পরামর্শ দিল, আপনি আবূ সলমকে বহিষ্কার না করলে সে আপনার অনুসারীদেরকে বিভ্রান্ত করবে। সেমতে আসওয়াদ আবূ সলমকে দেশান্তরের নির্দেশ দিল। তিনি মদীনায় চলে এলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গিয়েছে। আবূ বকর (রাঃ) খলীফা ছিলেন। তিনি আবূ সলমকে দেখে বললেন ঃ আল্লাহর শোকর, আমি জীবিত আছি এবং উম্মতের সেই ব্যক্তিকে দেখেছি, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর মত আচরণ করেছেন।

খাওলানী লোকেরা আনাসীদেরকে বলত, তোমাদের গোত্রের আসওয়াদ একটা মিথ্যুক। সে আমাদের এক ব্যক্তিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছে; কিন্তু তার কোন ক্ষতি হয়নি।

আমর ইবনে মায়মূন রেওয়ায়েত করেন, মুশরিকরা আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে যেতেন এবং তাঁর পবিত্র হাত তার মাথায় বুলাতেন। তিনি বলতেন ঃ

يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

অর্থাৎ, হে অগ্নি, আম্মারের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও যেমন ইবরাহীমের উপর হয়েছিলে। তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে ওব্বাদ ইবনে আবদুল হামদ বর্ণনা করেন ঃ আমরা আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি বাঁদীকে বললেন ঃ দস্তরখান আন, আমরা খাব। দস্তরখান আনা হলে তিনি বললেন ঃ রুমাল আন। বাঁদী একটি ময়লাযুক্ত রুমাল নিয়ে এল। হযরত আনাস চুল্লী প্রজ্বলিত করার আদেশ দিলেন। অতঃপর রুমালটি চুল্লীর আগুনে নিক্ষেপ করলেন। রুমালটি দুধের মত পরিষ্কার হয়ে চুল্লী থেকে বের হল। আমরা হযরত আনাসকে বললাম ঃ এটা কেমন রুমাল, আগুনে পুড়ল না এবং পরিষ্কার হয়ে এল? তিনি বললেন ঃ এটি সেই রুমাল, যা দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মুখমণ্ডল মুছতেন। এই রুমাল ময়লাযুক্ত হয়ে গেলে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করি। এতে ময়লা দূর হয়ে রুমাল সাদা হয়ে যায়। কেননা, যে বস্তু পয়গাম্বরগণের মুখমণ্ডলে লাগে, অগ্নি তাকে পোড়ায় না।

লাঠি, বেত্র ও অঙ্গুলি উজ্জ্বল হওয়া

আবূ আবাস ইবনে জুবায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে নামায পড়তেন, এরপর বনী হারেছায় তার বাসগৃহে চলে যেতেন। বর্ষার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে যখন তিনি গৃহে ফিরছিলেন, তখন তার লাঠিতে নূর সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি সেই নূরের আলোকে গৃহে পৌঁছে গেলেন।

বুখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর দু'জন সাহাবী অন্ধকার রাতে তাঁর কাছ থেকে বের হন। তাদের সাথে দু'টি প্রদীপের ন্যায় কোন বস্তু চলছিল। পথিমধ্যে যখন তারা পৃথক হয়ে গেলেন, তখন প্রত্যেকের সাথে একটি প্রদীপ হয়ে গেল। তারা প্রদীপের আলোকে গৃহে পৌঁছে গেলেন।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন ঃ ওব্বাদ ইবনে বিশর ও ওসায়দ ইবনে হুযায়র এক প্রয়োজনে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলেন। রাত হয়ে গেল। রাতটি ছিল গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি লাঠি ছিল। তারা উভয়েই রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে রওয়ানা হলেন। তাদের একজনের লাঠি উজ্জ্বল আলোকময় হয়ে গেল। তারা উভয়েই এর আলোকে পথ চলতে লাগলেন। যখন রাস্তা পৃথক হয়ে গেল, তখন অপরজনের লাঠিতেও আলো এসে গেল। তারা নিজ নিজ লাঠির আলোকে গৃহে পৌঁছে গেলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর গৃহে আলাপ-আলোচনা রত ছিলেন। ইতিমধ্যে রাতের একটি অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) ও

ওমর সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। রাতটি ছিল অন্ধকারময়। তাঁদের একজনের হাতে ছিল একটি লাঠি। লাঠিটি আলোকময় হয়ে গেল এবং তাঁরা গৃহে পৌঁছে গেলেন।

হযরত হামযা আসলামী রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। অন্ধকার রাতে আমরা তাঁর কাছ থেকে পৃথক হলে আমার অঙ্গুলিসমূহ আলোকময় হয়ে গেল। এই আলোকে আমরা সওয়ারীর উট ও অন্যান্য হারানো বস্তু তালাশ করে নিলাম। এরপরও আমার অঙ্গুলি যথারীতি আলোকময় ছিল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রেওয়ায়েত করেন ঃ এক বর্ষার রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার নামাযের জন্যে বাইরে এলেন। একটি নূর চমকে উঠল। এর আলোকে তিনি কাতাদাহ ইবনে নোমানকে দেখে বললেন ঃ নামায সমাপ্ত হলে তুমি স্বস্থানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। নামাযশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাতাদাহকে একটি বৃক্ষশাখা দিয়ে বললেন ঃ এটি তোমার দশ কদম সামনের এবং দশ কদম পেছনের স্থান আলোকিত করবে।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক রাত আমার কাছে থাকেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমি কিছুটা আতংক অনুভব করলাম। আমার মনে হল রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়ছেন। আমিও উযূ করলাম এবং তাঁর পেছনে নামায শুরু করলাম। এরপর তিনি দোয়া করলেন। একটি নূর এল এবং সমগ্র গৃহকে উজ্জ্বল করে তুলল। আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন, নূর বিদ্যমান রইল। হুযূর (সাঃ) তখনও দোয়ায় রত ছিলেন। এরপর পূর্বাপেক্ষা অধিক আলো নিয়ে একটি নূর এল। এটি এত বেশী আলোকময় ছিল যে, গৃহে একটি তিল পড়ে থাকলেও আমি এই আলোকে তাকে কুড়িয়ে নিতে পারতাম। এ নূরটিও চলে যাওয়ার পর আমি এই নূর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আয়েশা, তুমি সেই নূরটি দেখেছিলে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমি দেখেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে আমার উম্মতের জন্যে সওয়াল করলে তিনি আমাকে এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন। এ কারণে আমি আল্লাহর হামদ ও শোকর করলাম। এরপর অবশিষ্ট উম্মতের জন্যে সওয়াল করলে তিনি আমাকে দুই-তৃতীয়াংশ দান করলেন। এ জন্যে আমি পরওয়ারদেগারের হামদ ও শোকর করলাম। এরপর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সওয়াল করলে তিনি আমাকে তা-ও দান করলেন। আমি আমার রবের হামদ ও শোকর করলাম।

হযরত হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-এর জন্যে প্রকাশিত নূর

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন সেজদা করতেন, তখন হাসান ও হুসায়ন লাফ দিয়ে তাঁর পিঠে চড়ে বসতেন। মাথা তোলার সময় তিনি তাদেরকে নম্রভাবে বসিয়ে দিতেন। তিনি আবার যখন সেজদায় যেতেন, তখন উভয় ভ্রাতা তাই করতেন। নামাযান্তে তিনি একজনকে এখানে এবং একজনকে ওখানে বসিয়ে দিলেন। আমি বললাম ঃ আমি তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে দিয়ে আসি? তিনি বললেন ঃ না। এরপর একটি নূর চমকে উঠল। হুযূর (সাঃ) উভয় ভ্রাতাকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে চলে যাও। তারা এই নূরের আলোকে গৃহে চলে গেলেন।

অস্ত যাওয়ার পর পুনরায় সূর্যোদয় হওয়া

হযরত আসমা বিনতে ওমায়স (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তাঁর পবিত্র মস্তক হযরত আলী (রাঃ)-এর কোলে ছিল। হযরত আলী (রাঃ) তখনও আসরের নামায আদায় করেননি। অবশেষে সূর্য অস্ত গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّهٗ كَانَ فِىْ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! সে তোমার ও তোমার রসূলের আনুগত্যে ব্যাপৃত ছিল। অতএব তার জন্যে সূর্যকে ফিরিয়ে আন।

আসমা (রাঃ) বলেন ঃ আমি দেখলাম ঃ যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল, তা আবার উদিত হল। তিবরানীর এক রেওয়ায়েতে আছে, সূর্য উদিত হয়ে পাহাড় ও পৃথিবীর উপর থেমে গেল। হযরত আলী (রাঃ) উযূ করে আসরের নামায পড়লে সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল। এ ঘটনা সাহবায় সংঘটিত হয়।

চিত্র মিটিয়ে দেয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আমার কাছে আসার সময় আমি একটি চিত্রবিশিষ্ট কাপড় পরিহিত ছিলাম। তিনি চিত্রটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দেবেন, যারা আল্লাহর

সৃষ্টির প্রতিকৃতি তৈরী করে। হযরত আয়েশা আরও বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে একটি ঢাল আনলেন, যাতে ঈগলের চিত্র ছিল। তিনি তাঁর পবিত্র হাত চিত্রের উপর রেখে দিলেন। অমনি চিত্রটি মুছে গেল।

হযরত মাকহূল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) একটি ঢাল ছিল, যাতে মেষের মস্তকের চিত্র ছিল। তিনি চিত্রটির কারণে মনে মনে বিষণ্ন হলেন। সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা চিত্রটি দূর করে দিয়েছেন।

পবিত্র হাতের বরকতে চুল সাদা না হওয়া

মাদলূক আবু সুফিয়ান রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। তিনি আমার মস্তকে হাত বুলালেন। রাবীগণ বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) যে জায়গায় হাত বুলিয়েছিলেন, সেই জায়গায় মাথার চুল কাল ছিল। মাথার অবশিষ্ট অংশ সাদা ছিল।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদের মুক্ত ক্রীতদাস আতা রেওয়ায়েত করেন ঃ সায়েবের মাথার চুল খুলি থেকে কপাল পর্যন্ত কাল ছিল এবং মাথার অবশিষ্ট অংশ সাদা ছিল। আমি বললাম ঃ প্রভু, আপনার মাথায় যেমন চুল, এমন আমি আর কারও দেখিনি। তিনি বললেন ঃ বৎস, তুমি জান না এই চুল কেন এমন হল। শৈশবে আমি একবার শিশুদের সাথে খেলা করছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেদিক দিয়ে গমন করলেন। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঃ সায়েব ইবনে ইয়াযীদ। তিনি তাঁর পবিত্র হাত আমার মাথায় বুলালেন এবং এই দোয়া করলেন ঃ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ —আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দিন। যে অংশে তাঁর হাত লেগেছিল, সেই অংশ কখনও সাদা হবে না।

ইউনুস ইবনে আনাসের পিতা বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমি দু'সপ্তাহের শিশু ছিলাম। আমাকে তাঁর কাছে আনা হলে তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বরকতের দোয়া করলেন। তিনি আরও বললেন ঃ এর নাম আমার নামে রাখ। তবে আমার কুনিয়ত (ডাকনাম) রেখো না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিদায় হজ্জে আগমন করেন, তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর। ইউনুস বলেন ঃ আমার পিতা যে বয়স পেয়েছিলেন, তাতে তার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে জায়গায় হাত রেখেছিলেন, মাথার সেই জায়গা এবং দাড়ি সাদা হয়নি।

মালেক ইবনে ওমায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তাঁর পবিত্র হাত তার মাথা ও মুখমণ্ডলে রাখেন। শেষ বয়সে তার মাথা ও দাড়ি সাদা হয়ে গেলেও যে অংশে পবিত্র হাতের ছোঁয়া লেগেছিল, সেই অংশ সাদা হল না।

মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) ওবাদা ইবনে সা'দ ইবনে ওছমানের মাথায় পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন এবং দোয়া করেন। আশি বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়। তখনও তার মাথার চুল সাদা হয়নি।

বশীর ইবনে উকরামা রেওয়ায়েত করেন ঃ উহুদ যুদ্ধে আমার পিতা নিহত হলে আমি কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি পছন্দ কর না যে, আমি তোমার পিতা হয়ে যাই এবং আয়েশা তোমার মা? তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন, যার প্রভাবে আমার মাথার সেই অংশ কাল এবং বাকী অংশ সাদা।

ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, বশীর বলেন ঃ আমার জিহ্বায় গ্রন্থি ছিল। ফলে আমার কথা স্পষ্ট হত না। হুযূর (সাঃ) আমার মুখে লালা দিলেন। ফলে জিহ্বার গ্রন্থি খুলে গেল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? আমি বললাম ঃ মুজীর। তিনি বললেন ঃ বরং তোমার নাম বশীর।

আবূ যায়দ আনসারী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মাথা ও দাড়িতে হাত বুলান এবং এই দোয়া করেন ঃ اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ —হে আল্লাহ, তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। রাবী বলেন ঃ একশ' নয় বছর বয়সে তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার দাড়িতে একটি চুলও সাদা ছিল না। তার মুখমণ্ডল ছিল প্রস্ফুটিত, প্রশস্ত। এতে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ম্লানিমা দেখা দেয়নি।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহর (সাঃ) দাঁড়ি পরিপাটি করেছিল। তিনি তার জন্যে এই বলে দোয়া করেন ঃ اَللّٰهُمَّ جَمِّلْهُ এতে ইহুদীর সাদা দাড়ি কাল হয়ে গেল। সে নব্বই বছর জীবিত রইল; কিন্তু তার চুল সাদা হল না।

পবিত্র হাতের বরকতে রোগমুক্তি, চমক ও সুগন্ধি সৃষ্টি হওয়া

হানযালা ইবনে হুযায়ম রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তার মাথায় পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ بُوْرِكَ فِيْكَ —তোমার মধ্যে বরকত হোক। যুবাল বর্ণনা করেন ঃ হানযালার কাছে স্তনফুলা ছাগল, উট ও মানুষ আনা হত। তিনি তাঁর হাতে থুথু দিতেন এবং ছাগল, উট ও মানুষের ফুলা স্থানের উপর বুলাতেন এবং বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَثَرِ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) হাতের প্রভাবে।

এতে ফুলা খতম হয়ে যেত।

আবুল আলা রেওয়ায়েত করেন ঃ কাতাদাহ ইবনে মালহানের রুগ্নাবস্থায় আমি তাকে দেখতে গেলাম। আমি এক ব্যক্তিকে গমন করতে দেখলাম, যার মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব কাতাদার মুখমণ্ডলে এমনভাবে প্রতিফলিত হল, যেমন আয়নায় প্রতিফলিত হয়। কাতাদাহর মুখমণ্ডলে এই আয়নার মত চমক থাকার কারণ এই ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়েছিলেন। আমি যখনই তাকে দেখতাম, মনে হত যেন তার মুখমণ্ডলে তৈল মালিশ করা আছে।

বিশর ইবনে মোয়াবিয়া রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি তার পিতা মোয়াবিয়া ইবনে ছওরের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসেন। তিনি তার মুখমণ্ডল ও মাথায় পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন ও দোয়া করেন। এ কারণে বিশরের মুখমণ্ডলে এমন প্রভাব ছিল, যেমন ঘোড়ার কপালে শুভ্রতা। বিশর যে বস্তুর উপর হাত বুলাতেন, সে রোগমুক্ত হয়ে যেত।

ওতবা ইবনে ফারকাদের পত্নী রেওয়ায়েত করেন ঃ ওতবার কাছে আমরা চার পত্নী ছিলাম এবং প্রত্যেকেই খোশবূ ব্যবহার করতাম। আমরা প্রত্যেকেই চাইতাম যে, ওতবাকে অন্যপত্নী খোশবূ প্রদান করুক। কিন্তু ওতবা খোশবূ স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না। এতদসত্ত্বেও তিনি আমাদের সকলের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন মানুষের মধ্যে বসতেন, তখন সকলেই তার সুগন্ধির তারীফ করত। আমরা সকলেই ওতবাকে এই সুগন্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) যমানায় আমি একটি রোগে ভুগছিলাম। এই রোগের কথা বলার জন্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌঁছলে তিনি আমাকে বিবস্ত্র হতে বললেন। আমি উলঙ্গ হয়ে তাঁর সামনে বসে গেলাম। কেবল লজ্জাস্থানের উপর একটি কাপড় রেখে দিলাম। হুযূর (সাঃ) তাঁর হাতে ফুঁ মেরে আমার পেট ও পিঠের উপর বুলালেন। সেদিন থেকেই এই খোশবূ আমা থেকে ছড়াতে থাকে।

ওয়াছেল ইবনে হাজর রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে মোসাফাহা করতাম কিংবা আমার ত্বক পবিত্র দেহকে স্পর্শ করত। এরপর তৃতীয় দিনও আমার হাত থেকে মেশকের চাইতেও অধিক সুবাসযুক্ত খোশবূ বের হত।

বায়হাকী আবূ তোফায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী লায়ছের এক ব্যক্তি ফিরাস ইবনে আমরের মাথায় ভীষণ ব্যথা ছিল। তার পিতা তাকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলে তিনি তার উভয় চোখের মধ্যবর্তী ত্বক ধরে টান দিলেন। তাঁর অঙ্গুলির জায়গায় একটি চুল গজাল এবং মাথাব্যথা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে গেল। তার মাথায় আর কখনও ব্যথা হয়নি। আবূ তোফায়ল বলেন ঃ ফিরাস হারুরাবাসীদের সাথে মিলে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তার পিতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। তখন তার সেই চুল পড়ে যায়। এটা তার কাছে খুব অসহনীয় ঠেকে। লোকেরা তাকে বলল ঃ এই চুল পড়ে যাওয়ার কারণ এই যে, তুমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ কিংবা বিদ্রোহ করার ইচ্ছা করেছ। তাই শীঘ্র তওবা কর। ফিরাস তওবা করে নিল। আবূ তোফায়ল বর্ণনা করেন, তওবা করার পর তার চুল পুনরায় গজিয়ে উঠল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) আংটি

বায়হাকী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি আংটি পরিধান করতেন। তাঁর ওফাতের পর এটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর হাতে থাকে। এরপর হযরত উমর (রাঃ)-এর হাতে থাকে। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হাতে ছিল। তার খেলাফতের ছয় বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আংটিটি "আরীস" নামক কূপে পড়ে যায়। সেটি পড়ে যাওয়ার পর হযরত ওছমান (রাঃ)-এর কর্মচারীবৃন্দ বদলে গেল এবং গোলযোগ দেখা দিল।

বুখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর আংটি তাঁর পবিত্র হাতে ছিল। তাঁর পরে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) হাতে। তারপরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে। একবার হযরত ওছমান (রাঃ) আরীস নামক কূপের পাদদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আংটিটি খুলে হাতে ঘুরাতে থাকেন। হঠাৎ তা কূপে পড়ে গেল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা তিন দিন তাঁর সাথে যেয়ে আংটি তালাশ করলাম। কূপের পানি উত্তোলন করা হল। কিন্তু আংটি পাওয়া গেল না।

কোন কোন আলেম বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর আংটিতে এমন কিছু রহস্যজনক গুণাগুণ ছিল, যেমন ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আংটিতে। যখন সোলায়মান (আঃ)-এর আংটি হারিয়ে গেল, তখন তাঁর রাজত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। তেমনি হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হাত থেকে যখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) আংটি হারিয়ে গেল, তখন তাঁর খেলাফতে বিশৃংখলা দেখা দিল, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে শাহাদত বরণ করতে হল।

নবুওয়তের আংটি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে বললেন ঃ আমার এই আংটিতে "মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" অংকিত করিয়ে দাও। সেটা ছিল রূপার আংটি। হযরত আলী (রাঃ) ভাস্করের কাছে যেয়ে বললেন ঃ এতে এই শব্দগুলো খোদিত করে দাও। সে বলল ঃ আচ্ছা দিচ্ছি। কিন্তু খোদাই করার সময় আল্লাহ তা'আলা তার হাত ঘুরিয়ে দিলেন এবং সে "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ" খোদাই করে দিল। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমি তো এটা খোদাই করতে বলেনি। ভাস্কর বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার হাত ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ফলে, আমি শব্দগুলো এমন অবস্থায় খোদাই করেছি যে, আমি কিছুই টের পাইনি। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ। অতঃপর তিনি আংটি নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুযূর (সাঃ) শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল।

অবস্তুকে বস্তুরূপে দেখা
রহমত ও স্থিরতাকে দেখা

হাকেম সালমান থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি একদল লোকের মধ্যে ছিলেন, যারা আল্লাহর যিকর করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেদিক দিয়ে গেলে তাদের কাছে চলে গেলেন। সকলেই তাঁর সম্মানার্থে যিকর বন্ধ করে দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি যিকর করছিলে? আমি তোমাদের উপর রহমত নাযিল হতে দেখেছি। তাই আমি সমীচীন মনে করলাম যে, এই রহমতে তোমাদের সাথে শরীক হয়ে যাই।

ইবনে আসাকির হযরত সা'দ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মজলিসে ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুললেন, অতঃপর দৃষ্টি নত করে নিলেন, এরপর দৃষ্টি তুললেন। কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ মজলিসের লোকেরা আল্লাহর যিকর করছিল। তাদের উপর সেই স্থিরতা নাযিল হল, যা ফেরেশতারা বহন করছিল। এই স্থিরতা একটি গম্বুজের অনুরূপ ছিল। স্থিরতা তাদের নিকটবর্তী হলে এক ব্যক্তি একটি বাতিল কথা বলল, যে কারণে সেই স্থিরতা তাদের থেকে তুলে নেয়া হল।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদল লোক যখন মসজিদে হাত তুলে দোয়া করছিল, তখন আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে মসজিদের দিকে গেলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি যে বস্তু দেখতে পাচ্ছি, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম ঃ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদের

হাতে নূর দেখতে পাচ্ছি। আমি আরয করলাম ঃ আপনি দোয়া করুন, যাতে এই নূর আল্লাহ তা'আলা আমাকেও দেখান। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেই নূর আমাকেও দেখিয়ে দিলেন।

বরযখ, বেহেশত ও দোযখের অবস্থা জানা

ইবনে মাজা ফাতেমা বিনতে হুসায়ন থেকে এবং তিনি আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) পুত্র হযরত কাসেম (রাঃ)-এর শিশু অবস্থায় ওফাত হয়ে গেলে হযরত খাদীজা (রাঃ) আক্ষেপ করে বললেন ঃ আমার বাসনা ছিল যে, কাসেম তার দুগ্ধপানের মেয়াদ পর্যন্ত জীবিত থাকুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কাসেমের দুগ্ধপান জান্নাতে পূর্ণ হবে। হযরত খাদীজা (রাঃ) বললেন ঃ তার দুগ্ধপান জান্নাতে পূর্ণ হবে এটা জানতে পারলে আমি আশ্বস্ত হতাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, যাতে তোমাকে কাসেমের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে দেন। হযরত খাদীজা বললেন ঃ আমি এটা চাই না; বরং আল্লাহ ও রসূলের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করি।

আহমদ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে মুশরিকদের শিশু সম্পর্কে কথা বললে তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি চাইলে আমি দোযখে তাদের চীৎকারের আওয়াজ শুনিয়ে দেই।

বুখারী ও মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে গমনকালে বললেন ঃ এ দু'জন কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন কবীরা গোনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না; বরং তাদের একজন তার প্রস্রাব থেকে আত্মরক্ষা করত না এবং দ্বিতীয়জন কূটনামি করে ফিরত। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) খেজুরের একটি তাজা শাখা নিলেন এবং সেটি চিরে দুভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের কবরের উপর রেখে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এগুলো কবরের উপর রাখলেন কেন? তিনি বললেন ঃ এই শাখাগুলো শুষ্ক হওয়ার পূর্বে তাদের কবরের আযাব হালকা করে দেয়া হবে।

ইবনে জারীর আবূ ওসামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাকী গারকাদে চলে গেলেন এবং দু'টি তাজা কবরের কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা এখানে অমুক অমুককে দাফন করেছ? সাহাবীগণ বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ অমুককে এ সময় বসানো হয়েছে এবং তার উপর পিটুনি পড়ছে। সেই সত্তার কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, তাকে বেদম প্রহার করা হয়েছে, যা মানুষ ও জিন ছাড়া সকলেই শুনেছে। যদি

তোমাদের অন্তরে মলিনতা এবং কথার বাড়াবাড়ি না থাকত, তবে আমি যা কিছু শুনতে পাচ্ছি, তোমরাও শুনতে। প্রহারের চোটে এই ব্যক্তির প্রতিটি হাড্ডি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এবং তার কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই দু'ব্যক্তির গোনাহ কি? তিনি বললেন ঃ এই ব্যক্তি পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করত না এবং এই ব্যক্তি মানুষের গোশত খেত অর্থাৎ গীবত করত।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও বেলাল বাকীতে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল, আমি যা শুনতে পাচ্ছি, তুমি কি তা শুনতে পাচ্ছ? বেলাল আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি শুনতে পাচ্ছি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কবরবাসীদের আওয়াজ শুনছ না? তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে (কবরস্তান দিয়ে) যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নাকে দুর্গন্ধ লাগল। তিনি বললেন ঃ তোমরা জান এটা কিসের দুর্গন্ধ? এটা তাদের দুর্গন্ধ, যারা মুমিনদের গীবত করত।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে চলতে চলতে মরুভূমির দিকে চলে গেলাম। আমরা দেখলাম এক ব্যক্তি দ্রুতগতিতে উট চালিয়ে এগিয়ে আসছে। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোত্থেকে আসছ? লোকটি বলল ঃ আমি আমার বাড়ী-ঘর ও পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে আসছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ? সে বলল ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ তুমি পৌঁছে গেছ। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ইসলামের তালীম দিলেন। তার উটের পা ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়ায় সে উট থেকে পড়ে মারা গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা তার মুখে ফল তুলে দিচ্ছে।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আসমা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে সূর্যগ্রহণ হয়। তিনি সূর্যগ্রহণের নামায পড়েন। নামায থেকে ফিরে এলে সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আমরা আপনাকে কোন বস্তু গ্রহণ করতে, অতঃপর তা থেকে বিরত থাকতে দেখেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি জান্নাত দেখে তা থেকে এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিতে চেয়েছিলাম। এরপর নেইনি। যদি নিয়ে নিতাম, তবে দুনিয়া বাকী থাকা পর্যন্ত তোমরা তা খেতে। আমি দোযখ দেখেছি। এমন ভয়াবহ দৃশ্য কখনও দেখিনি। দোযখীদের অধিকাংশ ছিল নারী।

বুখারী ও মুসলিম এমরান ইবনে হুসায়ন থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমি জান্নাত দেখেছি এবং জান্নাতীদের

অধিকাংশ দরিদ্র দেখেছি। আর আমি দোযখ দেখেছি। দোযখীদের অধিকাংশ ছিল নারী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছি। আমার সামনে একটি প্রাসাদ এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কার জন্যে? ফেরেশতারা বলল ঃ এটা ওমর ইবনে খাত্তাবের জন্যে। হে ওমর, তোমার মর্যাদাবোধের কারণে আমি প্রাসাদে প্রবেশ করিনি। রাবী আবূ বকর ইবনে আইয়াশ বর্ণনা করেন, আমি হুমায়দকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী করীম (সাঃ) এই প্রাসাদ স্বপ্নে দেখেছেন, না জাগ্রত অবস্থায়? হুমায়দ বললেন ঃ জাগ্রত অবস্থায়।

বুখারী আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি আমর ইবনে আমের খুযায়ীকে দেখেছি দোযখে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করা হচ্ছে। আমর সেই ব্যক্তি, যে "সায়েবা" প্রথা চালু করেছিল। সায়েবা সেই উষ্ট্রীকে বলা হয়, যাকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত এবং সওয়ারীর কাজে ব্যবহার করা হত না।

বুখারী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি দেখেছি যে, জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশকে পিষ্ট করছে। আর আমরকে দেখলাম যে, তার নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করা হচ্ছে। এই আমরই সর্ব প্রথম সায়েবা প্রথার সূচনা করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জিবরাঈল আমার হাত ধরে জান্নাতের সেই দরজা দেখালেন, যা দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ যদি আমিও আপনার সঙ্গে থাকতাম এবং সেই দরজাটি দেখতাম! হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যারা জান্নাতে দাখিল হবে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি দাখিল হবে।

হযরত খিযির (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি মসজিদের অপর পার্শ্ব থেকে কাউকে বলতে শুনলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْنِنِىْ عَلٰى مَا يُنْجِيْنِىْ مِمَّا خَوَّفْتَنِىْ مِنْهُ–

হুযূর (সাঃ) হযরত আনাসকে বললেন ঃ এই ব্যক্তির কাছে যেয়ে বল, সে যেন আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। হযরত আনাস (রাঃ) এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলেন। লোকটি বলল ঃ তোমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাঠিয়েছেন? আনাস বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে বলল ঃ তাকে যেয়ে বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সকল পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যেমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন রমযানকে সকল মাসের উপর। তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের উপর ফযীলত দিয়েছেন, যেমন ফযীলত দিয়েছেন জুমআর দিনকে সকল দিনের উপর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে দেখার জন্যে চলে গেলেন। যেয়ে দেখেন যে,তিনি খিযির (আঃ)।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, একরাতে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে বাইরে গেলাম। আমার কাছে উযূর পানি ছিল। তিনি কাউকে এই দোয়া করতে শুনলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اغْنِنِىْ عَلٰى مَا يُنْجِيْنِىْ مِمَّا خَوَّفْتَنِىْ مِنْهُ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হে আনাস, উযূর পানি রেখে দাও। এই ব্যক্তির কাছে যেয়ে বল আপনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তাঁর অভীষ্ট কাজে সহায়তা করেন। তাঁর উম্মতের জন্যে দোয়া করুন, যাতে তারা নবীর প্রদর্শিত সত্যপথে আমল করে। আনাস বলেন ঃ আমি তাঁর কাছে যেয়ে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ তাঁকে মারহাবা এবং খিযিরের সালাম বল। আরও বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সকল পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, যেমন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন রমযান মাসকে সকল মাসের উপর। আপনার উম্মতকে ফযীলত দিয়েছেন সকল উম্মতের উপর, যেমন ফযীলত দিয়েছেন জুমআর দিনকে সকল দিনের উপর। আমি হযরত খিযিরের কাছ থেকে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْمَرْحُوْمَةِ الْمُتَابِ عَلَيْهَا

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমরা শৈত্য অনুভব করলাম এবং একটি হাত দেখলাম। আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা কেমন শৈত্য এবং এই হাতটি কিসের? তিনি বললেন ঃ তোমরা দেখেছ? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বললেন ঃ ইনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তিনি আমাকে সালাম করেছেন।

যুহরী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া

করলেন ঃ আমাকে আদ সম্প্রদায়ের কাউকে দেখিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা এক ব্যক্তিকে দেখালেন, যার পদদ্বয় মদীনায় এবং মাথা যুলহুলায়ফায় ছিল।

উমাইয়া ইবনে মখশী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে এক ব্যক্তি খাবার খাচ্ছিল; কিন্তু শুরুতে বিসমিল্লাহ বলল না। খাওয়ার শেষপ্রান্তে পৌছে সে বলল ঃ বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু" (খাওয়ার শুরুতে ও শেষে বিসমিল্লাহ)। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ লোকটির সাথে শয়তানও খেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে যখন বিসমিল্লাহ বলল, তখন শয়তান বমি করে পেটে যা কিছু ছিল, বের করে দিল।

সাহাবীগণের ফেরেশতা দেখা ও তাদের কথা শুনা

বুখারী ও মুসলিম আবূ ওছমান নাহদী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করলেন। তখন উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) হুযূর (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। জিবারাঈল কথাবার্তা বলে চলে গেলে তিনি উম্মে সালামাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকটি কে ছিল? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমার মনে হয় দেহইয়া কলবী ছিলেন। এরপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) খোতবা শুনে তিনি জানতে পারলেন যে, আগন্তুক হযরত জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন।

বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একবার নবী করীম (সাঃ) বাইরে সাহাবীগণের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল ঃ ঈমান কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ

اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ –

অর্থাৎ, ঈমান হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, রসূলগণের প্রতি এবং পুনরুত্থানের প্রতি।

আগন্তুক প্রশ্ন করল ঃ ইসলাম কি? তিনি বললেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ –

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর এবাদত করা, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং রমযানের রোযা রাখা। আগন্তুক আরও প্রশ্ন করল ঃ "ইহসান" কি? তিনি বললেন ঃ

تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

অর্থাৎ, ইহসান হচ্ছে এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করা যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে না দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে দেখেন। আগন্তক আরও জিজ্ঞেস করল ঃ কিয়ামত কবে হবে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারীর চাইতে বেশী কিছু জানে না। তবে আমি কয়েকটি আলামত বলে দিচ্ছি। যখন বাঁদী তার প্রভুকে প্রসব করবে, কাল উটের মালিকরা সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী করবে। পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আগন্তুক চলে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে ফিরিয়ে আন। সাহাবীগণ অগ্রসর হয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিবরাঈল। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তোমাদেরকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দান করতে এসেছিলেন।

তামীম ইবনে সালামাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে প্রস্থান করছিল। আমি তাকে পশ্চাতদিক থেকে দেখলাম। সে পাগড়ী পরিহিত ছিল এবং পাগড়ী এক প্রান্ত পেছনে ঝুলন্ত ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল (আঃ)।

হারেছা ইবনে নোমান রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তখন তাঁর সাথে জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করে চলে গেলাম। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি তোমার সালামের জওয়াব দিয়েছিলেন।

হারেছা রেওয়ায়েত করেন, আমি সারা জীবনে জিবরাঈলকে দু'বার দেখেছি।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি আমার পিতা আব্বাসের সাথে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কথা বলছিলেন। তিনি আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমরা চলে এলাম। আমার পিতা বললেন ঃ বৎস, তুমি তো দেখলে তোমার চাচাত ভাই আমাদের থেকে কিরূপে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম ঃ তাঁর কাছে এক ব্যক্তি ছিল। তিনি তার সাথে বাক্যালাপে রত ছিলেন। আব্বাস (রাঃ) ফিরে এলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আবদুল্লাহকে এরূপ বলেছিলাম। সে জওয়াব দিল যে, আপনার কাছে বাস্তবিকই কেউ ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবদুল্লাহ, তুমি লোকটিকে দেখেছ? আমি বললাম ঃ জী হ্যাঁ। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তিনি জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন। তার কারণেই আমি তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে দু'বার দেখেছি এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে দু'বার দোয়া করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ আমি জিবরাঈলকে দেখেছি। যে মানুষ জিবরাঈলকে (আঃ) দেখে, সে অন্ধ হয়ে যায়-নবীগণ ছাড়া। তোমার অন্ধত্ব শেষ বয়সে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক অসুস্থ আনসারীকে দেখতে যান। তিনি গৃহের নিকটে পৌঁছে শুনতে পান যে, আনসারী কারও সাথে কথা বলছে। কিন্তু তিনি যখন গৃহের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে অন্য কেউ ছিল না। তিনি আনসারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কার সাথে কথা বলছিলে? আনসারী আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি এসেছিল। অমিয় বাণী ও সুমিষ্ট ভাষণে আপনার পরই তাঁর স্থান। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর কসম খেয়ে কোন কথা বললে আল্লাহ অবশ্যই তার কসম পূর্ণ করে দেন।

মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি এক ব্যক্তির সাথে কানাকানি করে কথা বলছিলেন। আমি সালাম না করেই ফিরে এলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি সালাম করনি কেন? আমি বললাম ঃ আপনি লোকটির সাথে এমনভাবে কথা বলছিলেন যে, কারও সাথে এমনভাবে বলেন না। তাই আমি আপনার কথাবার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইনি। ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকটি কে ছিল? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তিনি জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন।

মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবূ বকরের গৃহে গেলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে তাঁর পিতার অসুস্থতার সংবাদ দিলেন। ইতিমধ্যে হযরত আবূবকর (রাঃ) সেখানে এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। হযরত আয়েশা বললেন ঃ এই তো আব্বাজান এসে গেছেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) ভেতরে এলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর এত দ্রুত আরোগ্য লাভে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ আপনার চলে আসার পর আমি কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) এলেন এবং চিকিৎসা করলেন। এতেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নামায পড়িয়ে চলে গেলেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে গেলাম। তাঁর সম্মুখ দিয়ে

এক ব্যক্তি আগমন করল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকটিকে তুমি দেখেছ?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ সে একজন ফেরেশতা, সে ইতিপূর্বে কখনও মর্ত্যে অবতরণ করেনি। সে পরওয়ারদেগারের অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছে। সে আমাকে সালাম করে এই সুসংবাদ দিয়েছে যে, হাসান ও হুসায়ন উভয়েই জান্নাতী যুবকদের নেতা এবং ফাতেমা যাহরা জান্নাতী রমণীদের নেত্রী।

এমরান ইবনে হুসায়ন বলেন ঃ ফেরেশতারা আমাকে সালাম করত। আমি যখন দাগ ব্যবহার করতে শুরু করলাম, তখন তারা সালাম করা বর্জন করল্। এরপর আমি যখন দাগের ব্যবহার বর্জন করলাম, তখন ফেরেশতারা পুনরায় আমাকে সালাম করতে লাগল।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান বলেন ঃ বসরায় আমাদের কাছে এমরান ইবনে হুসায়নের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি আগমন করেনি। ত্রিশ বছর অবধি ফেরেশতারা তাকে চতুর্দিক থেকে সালাম করত। কাতাদাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ফেরেশতারা এমরান ইবনে হুসায়নের সাথে মোসাফাহা করত। কিন্তু দাগের ব্যবহার শরু করলে ফেরেশতারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

ওরওয়া ইবনে রুয়ায়ম বর্ণনা করেন ঃ এরবায ইবনে সারিয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাহাবীগণের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকে পছন্দ করতেন এবং এই দোয়া করতেন—হে আল্লাহ! আমার বয়স অনেক বেশী হয়ে গেছে। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। অতএব, আমাকে মৃত্যু দিয়ে দাও। এই এরবায বলেন ঃ একবার আমি দামেশকের মসজিদে নামায পড়ছিলাম, এরপর মৃত্যুর দোয়া করছিলাম। এমন সময় একজন সুশ্রী যুবক দৃষ্টিগোচর হল। সে সবুজ রেশমী বস্ত্র পরিহিত ছিল। সে আমাকে শাসনের সুরে বলল ঃ তুমি একি দোয়া কর? আমি বললাম ঃ তা হলে কি দোয়া করব? সে বলল ঃ এই দোয়া কর ঃ

اَللّٰهُمَّ حَسِّنِ الْعَمَلَ وَبَلِّغِ الْاَجَلَ —হে আল্লাহ! আমল সুন্দর কর এবং মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছাও। আমি বললাম ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমার নাম 'রাছাঈল'। আমি মুমিনদের দুঃখ দূর করি। এরপর যুবক অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহাবীগণের জিন দেখা ও তাদের কথা শুনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ যাকাত লব্ধ খাদ্যশস্যের হেফাযত রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার দায়িত্বে সোপর্দ করেন। এক ব্যক্তি এল এবং

নিজ হাতে খাদ্যশস্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেললাম। আমি বললাম ঃ আমি তোকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে যাব। সে বলল ঃ হুযূর, আমি গরীব মানুষ। আমার পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় কষ্ট করছে। আমি খুবই অভাবী হুযূর! এ কথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবূ হুরায়রা, তোমার রাতের কয়েদী কোথায় গেল? আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে কাকুতি-মিনতি করে পরিবারের ক্ষুধার কষ্টের কথা বললে আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আবার তোমার কাছে আসবে। আমি অপেক্ষায় রইলাম। সে পুনরায় এল এবং খাদ্যশস্য হাতে তুলে নিল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দিন হুযূর। আমি ছা-পোষা মানুষ। আমি আর কখনও আসব না। আমি আবার দয়া পরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার রাতের কয়েদী কোথায় গেল? আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ!-সে নিরতিশয় অভাব-অনটনের কথা বললে আমি দয়ার্দ্র হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে মিথ্যা বলেছে। সে তৃতীয়বারও আসবে। আমি আবার অপেক্ষায় রইলাম। সে এল এবং খাদ্যশস্য নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম ঃ আমি তোকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে যাব। এ নিয়ে তুই তিনবার এলি। সে বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে উপকারী কলেমাসমূহ শিখিয়ে দেব। তা এই ঃ আপনি যখন নিদ্রা যেতে চান, তখন 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করুন। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনার দেহরক্ষী হবে এবং সকাল পর্যন্ত আপনার কাছে শয়তান আসবে না। আমি সকালে উঠে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে যে এসেছিল, সে ছিল শয়তান। আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে তার কথা ঠিক। কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাকাতের খেজুর আমার হেফাযতে সোপর্দ করেন। আমি এই খেজুর একটি কক্ষে রেখে দিলাম। কিন্তু প্রত্যহ তাতে কিছু ঘাটতি দৃষ্টিগোচর হত। আমি একথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন ঃ এটা শয়তানের কাজ। তুমি তাকে ধরার চেষ্টা কর। সেমতে আমি রাতে অপেক্ষায় রইলাম। কিছু রাত অতিবাহিত হলে শয়তান এল এবং দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। সে খেজুর নিতে লাগল। আমি কাপড় দিয়ে তার কোমর বেঁধে ফেললাম এবং বললাম, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু

ওয়া রাসূলুহু, হে আল্লাহর দুশমন, তুই যাকাতের খেজুর খাচ্ছিস? অথচ অন্যরা এর বেশী হকদার। সকালে আমি তোকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে যাব। সে বলল ঃ আমি আর আসব না। আমি সকালে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ তোমার রাতের কয়েদী কোথায়? আমি বললাম ঃ সে আর আসবে না বলে ওয়াদা দিয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে আবার আসবে। তুমি তার অপেক্ষায় থাক। সেমতে দ্বিতীয় রাতে আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। সে এল এবং প্রথম রাতের মত করল। আমিও প্রথম রাতের মতই করলাম। সকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খবর দিলে তিনি বললেন ঃ আবার আসবে। সেমতে তৃতীয় রাতেও সে এলে আমি তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহর দুশমন! তুই আমার সাথে দু'বার ওয়াদা করেছিস। এটা তৃতীয় বার। সে বলল ঃ আমি দরিদ্র ছা-পোষা। নসীবাইন থেকে এসেছি। এই খেজুর ছাড়া অন্য কিছু সহজলভ্য হলে আমি এখানে আসতাম না। আমরা এ শহরেই বাস করতাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রেরিত হওয়ার পর যখন তাঁর উপর দু'টি আয়াত নাযিল হল, তখন আমরা এ শহর ত্যাগ করে নসীবাইনে বসতি স্থাপন করলাম। এই আয়াতদ্বয় যে গৃহে পাঠ করা হয়, সেখানে শয়তান প্রবেশ করে না। আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আয়াতদ্বয় আপনাকে শিখিয়ে দেব। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি। সে বলল ঃ আয়াতদ্বয়ের একটি হচ্ছে 'আয়াতুল কুরসী'। অপরটি সূরা বাকারার আমানার রাসূলু থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াত। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে এ ঘটনা রসূলুল্লাহর (সাঃ) গোচরীভূত করলে তিনি বললেন ঃ তার কথা সত্য কিন্তু সে নিজে মিথ্যাবাদী।

হযরত বুরায়দা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার কাছে কিছু খাদ্যশস্য ছিল। এতে ঘাটতি দেখা দিল। এক রাতে আমার সামনে এক পেত্নী এই খাদ্যশস্যের উপর নামল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম ঃ আমি তোকে ছাড়ব না। রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে যাব। সে বলল ঃ আমি অধিক ছা-পোষা নারী। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আর আসব না। সে কসমও খেল। আমি ছেড়ে দিলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ ঘটনা শুনালে তিনি বললেন ঃ সে মিথ্যুক। পেত্নী আবার এল এবং পূর্বে যা বলেছিল, তাই বলল। আমি আবার ছেড়ে দিলাম। এভাবে তৃতীয়বার আসার পর আমি তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন বিষয় শিখিয়ে দেব, যা পাঠ করলে আমাদের কেউ তোমার কাছে আসবে না। যখন তুমি নিদ্রা যাও, তখন নিজ জানমালের হেফাযতের জন্যে আয়াতুল কুরসী পাঠ কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমি এ বিষয়ে অবগত করলে তিনি বললেন ঃ সে আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে ঠিকই বলেছে, কিন্তু সে নিজে মিথ্যুক।

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গ লাভ করে আমি মানুষ ও জিনদের সাথে লড়াই করেছি। রাবী বলেন ঃ আমরা প্রশ্ন করলাম ঃ আপনি জিনদের সাথে কিরূপে লড়াই করলেন? তিনি বললেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে এক জায়গায় অবতরণ করলাম। আমি পানি আনার জন্যে বালতি ও মশক হাতে নিলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার কাছে কেউ আসবে এবং তোমাকে পানি আনতে বাধা দেবে। কূপের ধারে পৌঁছে আমি জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে দেখলাম। তাকে খুব যুদ্ধবাজ মনে হচ্ছিল। সে বলল ঃ অদ্য তুমি এই কূপ থেকে এক বালতি পানিও উঠাতে পারবে না। আমি তখনই তাকে ধরে ভূতলশায়ী করে দিলাম। এরপর একটি পাথর নিয়ে তার নাক ও মুখ ভেঙ্গে দিলাম। এরপর মশক ভর্তি করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে চলে এলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কেউ এসেছিল? আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ সে শয়তান।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। জনৈক কুৎসিত চেহারার লোক এল। তার পোশাক-আশাক খুব হীন ও দুর্গন্ধযুক্ত ছিল। উলঙ্গ পায়ে মজলিসের লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে অগ্রসর হয়ে একেবারে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে বসে গেল। সে এসেই জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার সৃষ্টিকর্তা কে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা। প্রশ্ন ঃ পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা। প্রশ্ন ঃ আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এ প্রশ্ন শুনে হুযূর (সাঃ) 'সোবহানাল্লাহ' বললেন এবং কপালে হাত রেখে মাথা নত করে নিলেন। লোকটি উঠে চলে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাথা তুলে বললেন ঃ লোকটিকে ফিরিয়ে আন। আমরা অনেক তালাশ করলাম; কিন্তু সে এমন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, যেন আসেইনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে ছিল বিতাড়িত ইবলীস। তোমাদের ধর্ম বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে এসেছিল।

নাজ্জাশীর ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, যে দিন আবিসিনিয়ার মুসলিম সম্রাট ইন্তেকাল করেন, সে দিনই রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ সাহাবায়ে-কেরামকে শুনিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে নামায পড়ার জায়গায় নিয়ে যান এবং সারিবদ্ধ করেন। অতঃপর চার তাকবীর বলে গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করেন। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অদ্য কৃতীপুরুষ 'আসহামা' মৃত্যুবরণ করেছেন। তোমরা তাঁর জানাযার নামায পড়।

বায়হাকী উম্মে কুলছুম থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে সালামাহকে বিয়ে করে বললেন ঃ আমি মেশক ও বস্ত্রজোড়া নাজ্জাশীর কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় সে মারা গেছে এবং উপহার ফেরত আসবে। সেমতে তিনি যা বললেন, তাই হল। নাজ্জাশীর মৃত্যু হল এবং উপহার ফেরত এল। বায়হাকী বলেন ঃ এই রেওয়ায়েতে উল্লিখিত রসূলুল্লাহর (সাঃ) উক্তি নাজ্জাশীর ওফাতের পূর্বেকার। কিন্তু যে দিন নাজ্জাশী মারা যান, সে দিনই তিনি তার ইন্তেকালের সংবাদ দিয়ে দেন এবং তার গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করেন।

জাদুর জ্ঞান হওয়া

যায়দ ইবনে আরকাম রেওয়ায়েত করেন, জনৈক আনসারী রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যাতায়াত করত। তিনি তাকে বিশ্বস্ত মনে করতেন এবং তার উপর ভরসা করতেন। এই ব্যক্তিই তাঁর জন্যে জাদুর গ্রন্থি লাগায় এবং তা কূপে নিক্ষেপ করে। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে এবং বলে দেয় যে, অমুক ব্যক্তি গ্রন্থি লাগিয়ে কূপে ফেলে দিয়েছে। এই গ্রন্থির জাদুর প্রভাবে কূপের পানি হলদে হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন সাহাবীকে সেই কূপে পাঠালেন। তিনি সেখান থেকে গ্রন্থিসমূহ উদ্ধার করলেন এবং দেখলেন যে, পানি হলদে হয়ে গেছে। রাবী বললেন ঃ এ ঘটনার পরও রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কাছে এর উল্লেখ করলেন না এবং কোন শাস্তিও দিলেন না।

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর উপর জাদু করা হয়। ফলে তাঁর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, যে কাজ তিনি করেননি, সেই কাজ সম্পর্কেও মনে করতেন যে, কাজটি করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ এখন আমি জানতে পেরেছি। আমি আল্লাহর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। আমার কাছে দু'ব্যক্তি এসে একজন তার সঙ্গীকে বলল ঃ তাঁর অসুখটা কি? সঙ্গী বলল ঃ তাঁর উপর জাদু করা হয়েছে। সে বলল ঃ কে জাদু করেছে? উত্তর ঃ লবীদ ইবনে আ'সাম।

প্রশ্ন ঃ কিসের মধ্যে জাদু করেছে? উত্তর ঃ চিরুনিতে, চিরুনিতে আটকে থাকা চুলে এবং পুং খেজুর বৃক্ষের কুঁড়ির গেলাফে জাদু করেছে। প্রশ্ন ঃ চিরুনি ইত্যাদি কোথায়? উত্তর ঃ যরদান কূপে আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই কূপে এসে বললেন ঃ এ কূপটিই আমাকে দেখানো হয়েছে। অতঃপর তাঁর নির্দেশে কূপ থেকে এসব বস্তু বের করা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠিন রোগাক্রান্ত হলেন। দু'জন ফেরেশতা তাঁর কাছে এল। একজন অপরজনকে প্রশ্ন করল ঃ তোমার কি মনে হয়? উত্তর ঃ মনে হয় জাদু করা হয়েছে। প্রশ্ন কে জাদু করেছে? উত্তর ঃ ইহুদী লবীদ আ'সাম। প্রশ্ন ঃ জাদু করা বস্তু কোথায়? উত্তর ঃ অমুক গোত্রের কূপে একটি পাথরের নীচে। কূপের সমস্ত পানি বের করে পাথরটি উদ্ধার কর। অতঃপর দাফন করা চিত্র বের করে জ্বালিয়ে দাও। প্রত্যুষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদল লোকের সঙ্গে আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে কূপের ধারে পাঠালেন। তারা দেখলেন যে, কূপের পানি মেহেন্দী ভিজানো পানির মত হয়ে গেছে। তারা সমস্ত পানি তুলে একটি বড় পাথর তুললেন এবং তার নীচ থেকে দাফন করা চিত্র বের করে জ্বালিয়ে দিলেন। চিত্রের মধ্যে ধনুকের একটি রশিতে এগারটি গ্রন্থি ছিল। এ সময়েই রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হয়। একটি সূরা পাঠ করতেই একটি গ্রন্থি খুলে গেল।

আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপর আ'সামের কন্যা ও লবীদের ভগিনীরা জাদু করেছিল। লবীদ এই জাদুর সামগ্রী নিয়ে কূপের অভ্যন্তরে পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রেখেছিল। আ'সামের এক কন্যা বলেছিল যদি তিনি সত্যিকার নবী হন, তবে জাদুর কথা জানতে পারবেন। আর নবী না হলে এই জাদুর প্রতিক্রিয়ায় উন্মাদ হয়ে যাবেন এবং জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে এই জাদু সম্পর্কে জ্ঞাত করে দেন।

ইবনে সা'দ আমর ইবনে হাকাম থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর উপর মহররম মাসে তখন জাদু করা হয় যখন তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপ্ত করে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খুলে যাওয়ার সংবাদ

বুখারী ও মুসলিম উম্মুল মুমিনীন যয়নব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন। তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম ছিল এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ আরবের জন্যে বিপদ আসন্ন হয়ে গেছে। এজন্যে আফসোস। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এই বৃত্তের পরিমাণে ফাটল দেখা দিয়েছে। তিনি একটি বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন।

মানুষের মনের চিন্তাভাবনা বলে দেয়া

সালামাহ ইবনে আকওয়া রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আমি নবী। সে প্রশ্ন করল ঃ কিয়ামত কবে হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এটা অদৃশ্যের বিষয়, যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। লোকটি বলল ঃ আমাকে আপনার তলোয়ারটি দেখান। তিনি তলোয়ার তাকে দিলেন। সে তলোয়ারটি নাড়াচাড়া করে ফিরিয়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যে ইচ্ছা করেছিলে, তার ক্ষমতা তোমার নেই। সে বলল ঃ আমার তাই ইচ্ছা ছিল। তিবরানীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ লোকটির মনে ছিল যে, সে আমার তলোয়ার নিয়ে আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তা সে পারল না।

ওয়াবেসা আসাদী রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে 'বির' (সৎকর্ম) ও 'ইছম' (পাপকর্ম) সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে হাযির হলাম। তিনি বললেন ঃ হে ওয়াবেসা, তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্যে এসেছ, আমি তোমাকে তা বলে দিচ্ছি। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! বলুন। তিনি বললেন ঃ তুমি সৎকর্ম ও পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন— আমি এজন্যই এসেছি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'বিরর' সেই কাজ, যে কাজে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত থাকে, কোনরূপ সন্দেহের কাঁটা অনুভূত হয় না। আর 'ইছম' সেই কাজ, যে কাজে তোমার মনে খট্‌কা থাকে যদিও মানুষ তোমাকে (জায়েয বলে) ফতোয়া দিয়ে দেয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ছিলাম। তাঁর খেদমতে দু'ব্যক্তি উপস্থিত হল। তাদের একজন ছিল আনসারী, অপরজন ছকফী। তারা কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছকফীকে বললেন ঃ তুমি প্রশ্ন কর। আর যদি চাও, তবে আমি বলে দেই তুমি কি প্রশ্ন করতে এসেছ। ছকফী বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি বলুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নামায, রুকূ, সেজদা, রোযা এবং জানাবতের গোসল সম্পর্কে জানতে এসেছ। সে বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এসব বিষয়েই জ্ঞানার্জন করতে এসেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারীকে বললেন ঃ তুমিও প্রশ্ন কর। তুমি চাইলে আমি তোমার প্রশ্নও বলে দিতে পারি। আনসারী বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! বলুন। তিনি

বললেন ঃ তুমি এসেছ একথা জানতে যে, গৃহ থেকে বায়তুল্লাহর নিয়তে বের হলে তার কি ছওয়াব? তুমি আরও জানতে চাও যে, আমি আরাফাতে অবস্থান করব, মাথা মুন্ডন করব, তওয়াফ করব এবং কংকর নিক্ষেপ করব কি না? আনসারী বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন-আমি একথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

ওকফা ইবনে আমের জুহানী রেওয়ায়েত করেন, কয়েকজন ইহুদী আগমন করল। তাদের সাথে তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল। তারা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জ্ঞাত করলাম। তিনি বললেন ঃ তাদের সাথে আমার সাক্ষাতে লাভ কি? তারা আমাকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, যা আমি জানি না। আমি একজন বান্দা। আমি কেবল তাই জানি, যা আমার রব আমাকে বলে দেন। এরপর তিনি ওযূ করে মসজিদে এলেন। অতঃপর দু'রাকআত নামায পড়ে প্রফুল্ল মনে মসজিদের বাইরে এলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তিনি বললেন, তাদেরকে আমার কাছে পাঠাও। তারা এলে তিনি বললেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে যে কথা জিজ্ঞেস করতে তোমরা এসেছ, তা আমি বলে দেই। তারা বলল ঃ হ্যাঁ, আমাদের ইচ্ছা তাই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা আমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছ।

যুলকারনাইন একজন রোমক ছিল। সে সম্রাট হয়ে গেল। সে দিগ্বিজয়ে বের হয়ে অবশেষে মিসরের উপকূলে উপস্থিত হল। সে একটি শহর নির্মাণ করল, যার নাম আলেকজান্দ্রিয়া। শহরের নির্মাণ সমাপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা একে নিয়ে আকাশে আরোহণ করল। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্যন্ত উঁচুতে উঠে ফেরেশতা বলল ঃ নীচে দেখ, কি আছে? যুলকারনাইন বলল ঃ দু'টি শহর দেখা যাচ্ছে। ফেরেশতা তাকে আরও উপরে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ নীচে কি আছে? সে বলল ঃ কিছুই দেখা যায় না। ফেরেশতা বলল ঃ যে দু'টি শহর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, সেটা শহর নয়, মহাসাগর। আল্লাহ তা'আলা তোমার পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তুমি সে পথে চলবে। মূর্খকে জ্ঞান শিখাবে এবং জ্ঞানীকে জ্ঞানের উপর দৃঢ় রাখবে। এরপর ফেরেশতা যুলকারনাইনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। সে দু'পাহাড়ের মধ্যস্থলে প্রাচীর নির্মাণ করেছিল। এরপর ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেছিল। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, যাদের চেহারা ছিল কুকুরের মত। এরপর আরও এক সম্প্রদায়ের কাছে গমন করেছিল। ইহুদীরা এই বিবরণ শুনে বলল ঃ আমাদের কিতাবাদিতে এরূপই বলা হয়েছে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে যেতে চায়। হুযূর (সাঃ) তার পিতাকে ডাকলেন। ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন ঃ এই বৃদ্ধ মনে মনে কিছু বলেছে, যা মুখে উচ্চারণ করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি মনে মনে কি বলেছ? সে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার কারণে আমাদের অন্তর্জ্ঞান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে দেন। আমি অবশ্যই কিছু বলেছি। অতঃপর সে এই কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

শৈশবে তোর লালন-পালন করেছি।
যৌবনে, তোর সাথে আশা আকাঙ্খা জড়িত করেছি।
তোকে সর্বপ্রকারে সিক্ত ও নিদ্রাতৃপ্ত করেছি।
যখন তুই রুগ্ন হতিস, তখন তোর রোগের কারণে
রাত্রি কঠিন হয়ে যেত।
আমি অশান্ত ও অস্থির হয়ে
রাত্রি অতিবাহিত করতাম।
তোর বিনাশের কথা ভেবে আমার মন ভীত থাকত। অথচ
আমি জানি মৃত্যু একদিন না একদিন আসবেই।
তোর অসুখ-বিসুখ আসলে আমার উপর চড়াও হত।
আমার চক্ষু থেকে দরদর অশ্রু প্রবাহিত হত।
যখন তুই যৌবনে উত্তীর্ণ হলি এবং আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার
চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হলি, তখন রূঢ় ভাষা ও
অসৎ আচরণ দ্বারা আমাকে প্রতিদান দিলি যেন এ যাবত তুই-ই আমাকে
স্নেহ-মমতা ও অর্থসম্পদ দিয়ে বড় করেছিস।
তুই পিতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিস না। হায়,
তুই যদি একজন পড়শীর মতই আচরণ করতি!

এই কবিতা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অশ্রুসজল হয়ে গেলেন। তিনি বৃদ্ধের পুত্রকে ধরে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ সবই তোমার পিতার। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার খাদ্যাভাবে আমরা ক্ষুধায় এমন কাতর হয়ে পড়লাম যে, ইতিপূর্বে কখনও এরূপ হইনি। আমার ভগিনী বলল ঃ তুমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যেয়ে আমাদের এ অবস্থা বল। সেমতে আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি তখন খোতবা দিচ্ছিলেন। খোতবায় তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সাধুতা কামনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাধুতা দিবেন। আর যে ধনাঢ্যতা অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তাকে ধনী করে দেবেন।

একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম ঃ এ উক্তি আমার ক্ষেত্রেই খাটে। এখন আমি তাঁর কাছে কোন সওয়াল করব না। ভগিনীর কাছে ফিরে এসে আমি তাকে একথা বললাম। সে বলল ঃ তুমি ভালই করেছ। পরদিন আমি এক দুর্গের নীচে মজুরী শুরু করলাম এবং কয়েক দেরহাম উপার্জন করলাম। এগুলো দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে খেলাম। এরপর থেকে দুনিয়ার ধনদৌলত যেন আমার হাতে এসে গেল। আমার চেয়ে অধিক ধনশালী কোন আনসারী পরিবার রইল না।

মুনাফিকদের খবর দেয়া

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোতবায় বললেন ঃ মুসলমানগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক। আমি যে মুনাফিকের নাম বলি, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি এক একজন মুনাফিকের নাম বলতে বলতে ছাব্বিশ জনের নাম বললেন।

ছাবেতুল বনানী রেওয়ায়েত করেন, মুনাফিকরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের অনেক ব্যক্তি সমবেত হয়ে এমন এমন কথাবার্তা বলেছে। তোমরা উঠ এবং আল্লাহর কাছে তওবা ও এস্তেগফার কর। আমিও তোমাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করব। কিন্তু মুনাফিকরা উঠল না। তিনি একথা তাদেরকে তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি তোমাদের নাম নিয়ে ডাকছি। এখন তোমরা উঠ। অতঃপর তিনি তাই করলেন। মুনাফিকরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় মুখ ঢেকে দাঁড়াল।

আবূ দারদার ইসলাম গ্রহণের খবর

জুবায়র ইবনে নুযায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ দারদা প্রতিমা পূজা করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ তার গৃহে যেয়ে তার প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে দিলেন। আবূ দারদা গৃহে ফিরে এসে প্রতিমাগুলোর ভগ্নদশা দেখে বললেন ঃ তোমরা নিজেদের প্রতিরক্ষাও করলে না? অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌছলেন। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাকে আসতে দেখে বললেন ঃ মনে হয় সে আমাদের খোঁজে আসছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন-ঃ সে তোমাদের খোঁজে আসছে না; বরং ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে আসছে। কেননা, আবূ দারদা ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন।

সেই ব্যক্তির খবর, যে পথিমধ্যে বালিকার প্রতি হাত বাড়িয়েছিল

আবূ হায়ছাম রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি মদীনার পথে এক বালিকাকে দেখে তার কোমরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। পরদিন কিছু লোক বয়াতের জন্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলে আমিও আপন হাত বয়াতের জন্যে বাড়িয়ে দিলাম। বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে বয়াত করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি তো কাল আপন হাত বালিকার দিকে বাড়িয়েছিলে। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে বয়াত করুন। আল্লাহর কসম, আমি সারাজীবন এরূপ কাজ কখনও করব না। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার বয়াত কবুল করছি।

অন্যায়ভাবে নেওয়া ছাগলের সংবাদ

বায়হাকী জনৈক আনসারী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক মহিলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে দাওয়াত করল। খাবার পেশ করা হলে তিনি এক লোকমা মুখে দিয়ে চর্বণ করতে লাগলেন, অতঃপর বললেন ঃ এটা সেই ছাগলের গোশত, যা অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে। মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল ঃ তার প্রতিবেশিনী এই ছাগলটি তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই প্রেরণ করেছিল।

হযরত জাবের রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ এক মহিলার কাছ দিয়ে গমন করেন। মহিলা তাদের জন্যে একটি ছাগল যবেহ করে খাবার প্রস্তুত করল। তিনি এক লোকমা মুখে দিলেন; কিন্তু গলাধকরণ করতে পারলেন না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এ ছাগলটি অনুমতি ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুয়ায পরিবারের লোকদের সাথে আমাদের কোন লৌকিকতা নেই। আমরা তাদের বস্তু নিয়ে নেই এবং তারা আমাদের বস্তু নিয়ে নেয়।

এক চোরের খবর

হারেছ ইবনে হাতেব রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে এক ব্যক্তি চুরি করল। তাকে পাকড়াও করে হুযুর (সাঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি বললেন ঃ একে হত্যা কর। আরয করা হল, সে কেবল চুরি করেছে (হত্যাযোগ্য অপরাধ করেনি)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তার হাত কেটে ফেল। এরপর লোকটি পুনরায় চুরি করলে তার দ্বিতীয় হাতও কাটা হল। এরপর সে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে চুরি করলে তার একটি পা কেটে দেওয়া হল। সে চতুর্থবার চুরি করলে তার দ্বিতীয় পাও কেটে দেয়া হল। চার হাত-পা

কর্তিত হওয়ার পর সে পঞ্চমবার চুরি করল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার বেহায়াপনা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই প্রথমেই তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং এখন তাকে নিয়ে যাও এবং হত্যা কর। সেমতে তাই করা হল।

সেই মহিলার খবর, যে রোযা রাখত এবং গীবত করত

আবুল বুখতারী রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈকা কটুভাষিণী মহিলা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। রাতের বেলায় তিনি তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলেন। সে বলল ঃ আমি রোযাদার ছিলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার রোযা ছিল না। পরদিন সে তার জিহ্বাকে কিছুটা সংযত করল। হুযূর (সাঃ) তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলে সে বলল ঃ আমি রোযাদার ছিলাম। তিনি আবার বললেন ঃ তোমার রোযা ছিল না। পরের দিন সে তার রসনাকে পূর্ণরূপে সংযত রাখল। সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলে সে বলল ঃ অদ্য আমি রোযাদার ছিলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, আজ তুমি রোযা রেখেছ।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযা রাখার আদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ইফতার করবে না। সকলেই রোযা রাখল। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি আসত এবং বলত ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি রোযাদার ছিলাম। আপনি আমাকে ইফতারের অনুমতি দিন। হুযূর (সাঃ) তাকে অনুমতি দিয়ে দিতেন। এরপর এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আপনার পরিবারের দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিল। তারা আপনার কাছে আসতে লজ্জাবোধ করে। আপনি তাদেরকে ইফতারের অনুমতি দিন। হুযূর (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার আরয করল। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারের পর হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তারা রোযা রাখেনি। যারা মানুষের গোশ্‌ত খায়, তাদের আবার রোযা কিসের? তুমি তাদের কাছে যেয়ে বল, তোমরা রোযা রেখে থাকলে বমি করে দাও। মহিলাদ্বয়কে একথা বলা হলে তারা বমি করল। বমির সাথে জমাট রক্ত বের হল। লোকটি এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, এই জমাট রক্ত তাদের পেটে থেকে গেলে অগ্নি তাদেরকে খেয়ে ফেলত।

নবী করীম (সাঃ)-এর গোলাম ওবায়দ বর্ণনা করেন ঃ দু'জন মহিলা রোযা রাখল। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে। এখন

পিপাসায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাদেরকে ডেকে আন। তারা এলে একটি বড় পেয়ালা আনা হল। হুযূর (সাঃ) একজনকে বললেন ঃ এতে বমি কর। সে পুঁজ, গোশত ও কিছু রক্ত বমি করল। এতে পেয়ালা অর্ধেক ভরে গেল। অতঃপর অপরজনকেও বমি করতে বললেন। সে-ও পুঁজ, গোশত ও রক্ত বমি করল এবং পেয়ালা ভরে গেল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এরা উভয়েই আল্লাহর হালাল করা বস্তু খেয়ে রোযা রেখেছে এবং হারাম করা বস্তু দিয়ে ইফতার করেছে। তারা পাশাপাশি বসে মানুষের গোশত খেয়েছে; অর্থাৎ গীবত করেছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসা অবস্থায় এক মহিলা সম্পর্কে বললাম, তার অঞ্চল বেশ দীর্ঘ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ থুথু ফেল, থুথু ফেল। আমি মুখ থেকে রক্ত পিন্ডের থুথু ফেললাম।

যায়দ ইবনে ছাবেত রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি উঠে গৃহে চলে গেলেন। তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ গোশত এসেছিল। কিছু লোকে বলল ঃ যায়দ তুমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে যেয়ে আবেদন করলে ভাল হত যে, সমীচীন মনে করলে আমাদেরকেও কিছু গোশত দান করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়দকে বললেন ঃ তুমি তাদের কাছে যেয়ে বল যে, তারা তোমার চলে আসার পর গোশত খেয়ে ফেলেছে। যায়দ এসে তাদেরকে একথা বললেন। তারা বলল ঃ আমরা তো গোশত খাইনি! অতঃপর তারা হুযূর (সাঃ)-এর কাছে চলে এল। তিনি বললেন ঃ তোমাদের দাঁতে আমি যায়দের গোশতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। সকলেই বলল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের জন্যে দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করলেন।

হযরত আনাস রেওয়ায়েত করেন ঃ আরবে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, সফরে একে অন্যের সেবাযত্ন করত। এক সফরে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর সেবা করছিল, এমন সময় তারা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, লোকটি তাদের জন্যে খাবার প্রস্তুত করেনি। তারা বললেন ঃ এতো খুব ঘুমায়। অতঃপর লোকটিকে জাগ্রত করে বললেন ঃ তুমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে যাও এবং তাকে আবূ বকর ও ওমরের সালাম বলে খাবার নিয়ে আস। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পয়গাম শুনে বললেন ঃ তারা উভয়েই খাবার খেয়ে নিয়েছে। একথা শুনে তারা উভয়েই এলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি খাবার খেয়েছি? তিনি বললেন ঃ আপন ভাইয়ের

গোশত। সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, আমি তার গোশত তোমাদের সামনের দাঁতে দেখতে পাচ্ছি। তারা উভয়েই আরয করলেন ঃ আপনি আমাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা সেই লোকটিকে মাগফেরাতের দোয়া করতে বল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়সমূহের সংবাদ প্রদান করেছেন।

বুখারী ও মুসলিম অন্য সনদে হুযায়ফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) আমাদের মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেইসব বিষয় বর্ণনা করলেন ঃ যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। যে স্মরণ রেখেছে, সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলে গেছে, সে ভুলে গেছে। তাঁর বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে যখন আমি কোন একটি ভুলে যাই, তখন সেটি দেখা মাত্রই মনে পড়ে যায়, যেমন ভুলে যাওয়া মানুষ সামনে এলে মনে পড়ে যায়।

মুসলিম আবু যায়দ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে যোহর পর্যন্ত খোতবা দিলেন। মিম্বর থেকে নেমে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন। এরপর আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোতবা দিলেন। এই সুদীর্ঘ খোতবায় তিনি অতীত ঘটনাবলী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়াবলী বর্ণনা করলেন। যে অধিক মনে রাখতে পেরেছে, সে অধিক জ্ঞানী।

হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— আমার জন্যে বিশ্বকে তুলে ধরা হয়েছে। আমি বিশ্বকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়সমূহকে এমনভাবে দেখেছি, যেমন আমার হাতের তালু দেখি। অতীত নবীগণের অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সামনে ভবিতব্যকে উদঘাটিত করে দিয়েছেন।

সামরাহ ইবনে জুনদুব রেওয়ায়েত করেন ঃ সূর্যগ্রহণ হল। নবী করীম (সাঃ) সূর্যগ্রহণের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি নামাযে তোমাদের সেই সব বিষয় প্রত্যক্ষ করেছি, ভবিষ্যতে তোমরা যেগুলোর সম্মুখীন হবে।

উম্মতের স্বাচ্ছন্দ্যের খবর

আবূ সায়ীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—দুনিয়া সুমিষ্ট ও শস্যশ্যামল। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতে

খলীফা করবেন এটা দেখার জন্যে যে, তোমরা কিরূপ আমল কর। তোমরা দুনিয়া এবং নারী থেকে বেঁচে থাক। কেননা, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফেতনা বা গোলযোগ নারীদের মধ্যে ঘটেছিল।

আমর ইবনে আওফ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্যে দারিদ্র্যের ভয় করি না; কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ তোমাদের মধ্যেও ধনসম্পদের প্রাচুর্য না হয়ে যায়। তারা যেমন ধনসম্পদকে ভালবেসেছিল, তোমরাও তেমনি ধনসম্পদের মোহে না পড়ে যাও। ধনসম্পদ তাদেরকে যেমন ক্রীড়া ও অনবধানতার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তোমাদেরকেও তেমনি অনবধানতার মধ্যে ফেলে না দেয়।

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে জাবের (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কাছে নকশাযুক্ত ফরশ আছে কি? আমি বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! নকশাযুক্ত ফরশ আমাদের কাছে কোত্থেকে আসবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কাছে নকশাযুক্ত ফরশ থাকবে। জাবের বলেন ঃ এখন আমি আমার পত্নীকে বলি, এই নকশাযুক্ত ফরশ দূরে সরাও। কিন্তু সে জওয়াব দেয়, কেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই তো বলেছিলেন, তোমাদের কাছে নকশাযুক্ত ফরশ থাকবে।

তালহা নযরী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির কাছে সকালে একটি বড় পিয়ালা আসবে এবং সন্ধ্যায় একটি বড় পিয়ালা আসবে। তোমরা কা'বার পর্দার অনুরূপ পোশাক পরবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আজিকার দিনে আমরা উত্তম, না সেদিন উত্তম হব? তিনি বললেন ঃ তোমরা আজকার দিনে উত্তম। এখন তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত আছে। তখন তোমরা পরস্পরে শত্রুতা করবে এবং একে অপরের ঘাড় কাটবে।

আবূ নঈম রেওয়ায়েত করেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদকে কোথাও ভোজের দাওয়াত করা হয়। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, গৃহের প্রাচীরে পর্দা ঝুলানো আছে। তিনি গৃহের বাইরে বসে গেলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি বাইরে বসে আছেন কেন এবং কাঁদছেনই বা কেন?

তিনি বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তিনবার বলেছিলেন— তোমাদের উপর দুনিয়ার ধনসম্পদ আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ তোমরা আজ উত্তম, না তখন উত্তম হবে, যখন তোমাদের কাছে সকালে একটি খাদ্যভর্তি পিয়ালা আসবে এবং সন্ধ্যায় একটি? তোমরা সকালে এক পোশাক পরবে এবং

বিকালে এক পোশাক। তোমরা আপন গৃহে এমন পর্দা লাগাবে, যেমন কা'বা গৃহে লাগানো হয়। আবদুল্লাহ বললেন ঃ এহেন পরিস্থিতিতে আমি ক্রন্দন না করে কি করব? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা গৃহে এমন পর্দা ঝুলিয়েছ, যেমন কা'বা গৃহে ঝুলানো হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল ঃ

দুর্ভিক্ষ আমাদেরকে খেয়ে ফেলেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি দুর্ভিক্ষের চেয়ে বেশী এ বিষয়ের আশংকা করি যে, দুনিয়া তোমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। হায়, আমার উম্মত যদি স্বর্ণকে অলংকার না বানাত!

হীরা বিজিত হওয়ার খবর

হাযীম ইবনে আউস ইবনে হারেছা রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে হিজরত করলাম। তিনি বললেন ঃ হীরা আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আমি তা দেখতে পাচ্ছি। এই শায়মা বিনতে নফীলাকে সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখা যাচ্ছে, সে কাল ওড়না পরিহিতা। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমরা হীরা জয় করি এবং শায়মাকে তেমনি পাই, যেমন আপনি বললেন, তবে শায়মা আমার হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, সে তোমার হবে। এরপর আবূ বকর (রাঃ)- এর খেলাফতকাল এল। আমরা মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে দমন অভিযান সম্যপ্ত করে হীরা আগমন করলাম। হীরায় সর্বপ্রথম আমরা শায়মা বিনতে নফীলাকে পেলাম। রসূলুল্লাহর (সাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী সে কাল ওড়না পরিহিতা হয়ে খচ্চরের উপর সওয়ার ছিল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহিলা আমাকে দান করেছেন। খালিদ ইবনে ওলীদ এ বিষয়ে সাক্ষী পেশ করতে বললেন। আমি মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ ও মোহাম্মদ ইবনে বিশর আনসারীকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করলাম। অতঃপর খালিদ শায়মাকে আমার হাতে সোপর্দ করলেন। শায়মার ভাই এসে বলল ঃ শায়মাকে আমার হাতে বিক্রয় করে দাও। আমি বললাম ঃ এর মূল্য এক হাজারের কম নেব না। সে আমাকে হাজার দেরহামই দিল। লোকেরা বলল ঃ যদি তুমি এক লাখ দেরহাম চাইতে, তা হলেও শায়মার ভাই তোমাকে তা দিয়ে দিত। আমি বললাম ঃ দশ শ'য়ের বেশী গণনা আমার জানাই ছিল না।

ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হওয়ার খবর

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে সুফিয়ান ইবনে আবূ যুহায়র বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়ামন জয় করা হবে। এমন এক সম্প্রদায় আসবে, যা গবাদি-পশুকে হাঁকাবার সময় "বস্, বস্" বলবে। তারা আপন পরিজন ও আনুগত্যকারীদেরকে নিয়ে যাবে। হায়, তারা যদি জানত যে, মদীনা ভাল আবাসস্থল! অর্থাৎ তারা জানে না যে, মদীনা ভাল আবাসস্থল। জানলে মদীনাতেই থাকত।

আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা ইযদী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— তোমরা কয়েক লশকর হয়ে যাবে। এক লশকর সিরিয়ায়, এক ইরাকে এবং এক ইয়ামনে থাকবে। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্যে স্থান নির্বাচন করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি সিরিয়া থেকে চলে যাবে না এবং সেখানেই থাকবে। যে সিরিয়ায় থাকতে চায় না, সে ইয়ামনে চলে যাবে এবং তার নদীর পানি পান করবে। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীদের দায়িত্ব দিয়েছেন।

সা'দ ইবনে ইবরাহীমের রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আমাকে সিরিয়ায় জায়গীর দিয়েছেন। যার নাম সলীল। তিনি এর সনদ আমাকে লিখে দেয়ার আগেই ওফাত পেয়ে যান। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সিরিয়ার উপর বিজয় দান করবেন, তখন সেই জায়গীরটি তোমার হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) ইরাকবাসীদের জন্যে 'যাতে ইরক'-কে ওকূফের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

বায়তুল মোকাদ্দাস জয়ের খবর

আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা ছয়টি বিষয় গণনা কর, যেগুলো কিয়ামতের পূর্বে আসবে। তন্মধ্যে একটি আমার ওফাত। এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়, এরপর দুটি মৃত্যু, যেমন ছাগলের কিয়াস রোগ হয়, আর মরে যায়, এরপর এত বেশী ধনদৌলত আসা যে, এক ব্যক্তি দু'শ' আশরফী পেয়েও সন্তুষ্ট হবে না, এরপর একটি ফেতনা আসবে এবং আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে, এরপর তোমাদের ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সন্ধি হবে এবং শ্বেতাঙ্গরা তোমাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, অবশেষে নারীর গর্ভ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আমওয়াস দুর্ভিক্ষের বছরে আওফ ইবনে মালেক মুয়াযকে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ

(সাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি ছয়টি বিষয় গণনা কর। তন্মধ্যে তিনটি হয়ে গেছে এবং তিনটি বাকী আছে। মুয়ায বললেন, এই তিন বিষয়ের জন্যে দীর্ঘ সময় বাকী আছে।

ইবনে সাদের রেওয়ায়েতে যীল আসাবে বলেন ঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার পরে আমরা জীবিত থাকলে আমি কোথায় অবস্থান করব? তিনি বললেন ঃ তুমি বায়তুল মোকাদ্দাসে থাকবে। আল্লাহ তোমাকে এমন সন্তান দিবেন, যে মসজিদকে আবাদ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাবে।

মিসর জয়ের খবর

হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— তোমরা এমন দেশ জয় করবে, যেখানে কীরাতের কথা বলা হবে। তোমরা সেই দেশের অধিবাসীদেরকে হিতোপদেশ দেবে। যখন তোমরা দু'ব্যক্তিকে এক ইটের জায়গা নিয়ে লড়াই করতে দেখবে, তখন তোমরা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। আবূ যর বলেন ঃ ইবনে শোরাহবিল ইবনে হাসানা রবিয়া ও আবদুর রহমানের কাছে যেয়ে দেখল যে, তারা এক ইটের জায়গা নিয়ে লড়ছে। তখন সে সেখান থেকে চলে গেল।

কা'ব ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–তোমরা যখন মিসর জয় করবে, তখন কিবতীদেরকে হিতোপদেশ দেবে। কেননা, তাদের সাথে শান্তির অঙ্গীকার এবং আত্মীয়তা রয়েছে। (হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জননী কিবতী ছিলেন এবং হুযূর (সাঃ)-এর পুত্র ইবরাহীমের জননী 'মারিয়া' কিবতী ছিলেন।)

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাতের পূর্বে ওসিয়ত করেন, যে, মিসরীয় কিবতীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদের উপর বিজয়ী হবে। তারা তোমাদের জন্যে সাজসরঞ্জাম এবং আল্লাহর পথে মদদগার হবে।

সামুদ্রিক জেহাদে উম্মে হারামের যোগদানের খবর

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে হারামের কাছে এলেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর যখন জাগ্রত হলেন, তখন তাঁর মুখে ছিল মুচকি হাসি। উম্মে হারাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের অনেককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। তারা মধ্য

দরিয়ায় থাকবে এবং আপন সম্প্রদায়ের বাদশাহ হবে। উম্মে হারাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হুযূর (সাঃ) উম্মে হারামের জন্যে দোয়া করলেন। সেমতে হযরত আমীর মোয়াবিয়ার শাসনামলে উম্মে হারাম তার স্বামী ওবাদা ইবনে সামেতের সাথে গাযীরূপে সমুদ্রে গমন করেন।

বুখারী ওমর ইবনে আসওয়াদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ উম্মে হারাম বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন— আমার উম্মতের লশকর দরিয়ায় জেহাদ করবে। তারা জান্নাতী হবে। উম্মে হারাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কি সেই গাযীদের অন্তর্ভুক্ত হব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের প্রথম লশকর রোম সম্রাটের শহরে যাবে। তাদের জন্যে মাগফেরাত রয়েছে। উম্মে হারাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাদের মধ্যে থাকব? তিনি বললেন ঃ না।

রোমকদের শান্তিচুক্তি সম্পাদনের খবর

আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা রেওয়ায়েত করেন, আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে বসে আমাদের অভাব-অনটন ও নিঃস্বতার কথা বলছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্যে দ্রব্যাদির স্বল্পতার চেয়ে আধিক্যের ভয় বেশী করি। পারস্য, রোম ও হিমইয়ার জয় করা পর্যন্ত তোমাদের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকবে। তোমাদের তিনটি বড় বাহিনী হবে। একটি সিরিয়ায়, একটি ইরাকে ও একটি ইয়ামনে থাকবে। তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য এমন হবে যে, এক ব্যক্তিকে শ' দেরহাম কিংবা দীনার দেওয়া হলে সে একে কম মনে করে নারাজ হবে। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সিরিয়া কিরূপে জয় হবে? সিরিয়া তো রোমকদের করতলগত। সেখানে তাদের বড় বড় সরদার রয়েছে! তিনি বললেন ঃ সিরিয়া অবশ্যই জয় হবে। সেখানে তোমরা খলীফা হবে। তোমাদের পায়দল বিচরণকারী কৃষ্ণকায় ব্যক্তির আশে পাশে শ্বেতাঙ্গদের প্রচণ্ড ভিড় থাকবে এবং তারা তার আদেশের প্রতীক্ষা করবে। আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র ইবনে ফুযায়ল বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম এই হাদীসের প্রতিচ্ছবি জুয ইবনে সুহায়ল সলমীর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। তিনি সেই যুগে অনারবদের উপর চেপে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে যাওয়ার সময় জুয ইবনে সুহায়ল ও তার আশেপাশে দণ্ডায়মান শ্বেতাঙ্গদেরকে দেখে রসূলুল্লাহর (সাঃ) বর্ণিত হাদীসের কথা স্মরণ করে বিস্মিত হতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ—পারস্য ও রোম অবশ্যই বিজিত হবে। ফলে খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য হয়ে যাবে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হবে না। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর নাম নিয়ে খাবে না।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন আমার উম্মত হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে গর্ব ভরে চলবে এবং পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা তাদের খেদমতগার হবে, তখন তাদের দুষ্টরা সাধুদের উপর চড়াও হয়ে যাবে।

ওরওয়া ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করলেন ঃ তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর; অথচ আল্লাহ তা'আলা পারস্য ও রোম তোমাদের করতলগত করে দেবেন। তখন ধনসম্পদ তোমাদের উপর ভেঙ্গে পড়বে। আমার পরে ধনসম্পদ ছাড়া কোন বস্তু তোমাদেরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করবে না।

হাশেম ইবনে ওতবা রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে জেহাদে ছিলাম। তখন তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ তোমরা আরব উপদ্বীপে জেহাদ করবে। আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এরপর পারস্যে জেহাদ করবে, সেখানেও বিজয় অর্জিত হবে। এরপর রোমে জেহাদ করবে, সেখানেও জয় হবে। অবশেষে তোমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাতেও তোমাদেরকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করবেন।

আমর ইবনে শেরাহবিলের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যেন কাল ছাগপাল আমার পেছনে পেছনে আসছে। এরপর সাদা ছাগপাল কাল ছাগপালের পশ্চাতে এল। ফলে কাল ছাগপাল আর দৃষ্টিগোচর হল না। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কাল ছাগলপাল হচ্ছে আরবের বাসিন্দা, যারা আপনার অনুসারী হবে। এরপর অনারবরা আপনার অনুসরণ করবে। তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আরবরা তাদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কথা সমর্থন করে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে এরূপই হবে। শেষ রাতে ফেরেশতা আমাকে স্বপ্নের এ অর্থই বলেছে।

পারস্যরাজ ও রোম সম্রাটের বিলুপ্তির খবর

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, পারস্য রাজের বিলুপ্তির পর আর কোন পারস্যরাজ হবে না এবং কায়সর তথা রোম সম্রাটের বিলুপ্তির পর কোন রোম

সম্রাট হবে না। সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমরা তাদের ধনভাণ্ডারকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

জাবের ইবনে সামরা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানদের একটি দল পারস্যরাজের শ্বেতপ্রাসাদের ধনভাণ্ডার অবমুক্ত করবে। জাবের বলেন ঃ যারা সেই ধনভাণ্ডার অবমুক্ত করেছিল, তাদের মধ্যে আমি এবং আমার পিতা ছিলাম। এতে আমরা এক হাজার দেরহাম অংশ পাই।

হযরত হাসান (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, পারস্য বিজয়ের পর যখন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে পারস্য রাজের হাতের বলয় আনা হল, তখন সুরাকা ইবনে মালেক উভয় বলয় পরে নিলেন, যা তার কাঁধ পর্যন্ত পৌছে গেল। এটা দেখে খলীফা বললেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ, কেসরা ইবনে হরমুযের উভয় বলয় বনী মুদাল্লাজ গোত্রীয় বেদুঈন সুরাকা ইবনে মালেকের হাতে শোভা পাচ্ছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ সুরাকা ইবনে মালেক এই বলয়দ্বয় পরিধান করেছিলেন। কেননা, এক সময়ে তার হাতের কব্জির দিকে তাকিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি পারস্যরাজের বলয়দ্বয় পরিধান করেছ। তার কোমরবন্ধ লাগিয়েছ এবং তার মুকুট মাথায় পরিধান করেছ।

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সুরাকা ইবনে মালেককে বললেন ঃ তুমি যখন পারস্য রাজের কংকন পরিধান করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? সেমতে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে পারস্যরাজের কংকন আনা হলে তিনি সুরাকাকে ডেকে কংকন পরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ বল, আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলাই কেসরা ইবনে হরমুযের কাছে থেকে কংকন ছিনিয়ে এনে সুরাকা বেদুঈনকে পরিয়ে দিয়েছেন।

খলীফা চতুষ্টয়, বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাসের খবর

হযরত আবূ হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা পয়গম্বরগণ করতেন। এক পয়গম্বরের ওফাত হয়ে গেলে অন্য পয়গম্বর এসে যেতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী নেই। আমার পরে হবেন খলীফাগণ, তারা খুব উন্নতি করবেন। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আপনি তাদের সম্পর্কে আমাদের কি আদেশ দেন? তিনি বললেন ঃ প্রথমে বয়াত, এরপর বয়াত পূর্ণকরণ এবং খলীফাগণকে সেই বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যার রক্ষক তাদেরকে বানাবেন।

জাবের ইবনে সামরা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে

বলতে শুনেছি–ইসলাম সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অবশেষে কোরাইশদের বারজন খলীফা হবে। এরপর কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যুকদের আবির্ভাব ঘটবে।

হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরে এমন খলীফা হবে, যারা যা জানবে, তা করবে। সে বিষয়ের আদেশ দেবে, যা নিজেরাও করবে। তাদের পরে এমন খলীফা হবে, যারা যা জানবে না তা করবে এবং যে কাজ তাদেরকে করতে বলা হয়নি, তা করবে।

বুখারী ও মুসলিম আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ অনেক অপ্রিয় অবস্থা ও ঘটনা ঘটবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আমাদের কেউ যদি এমন অপ্রিয় অবস্থার সম্মুখীন হয়, তবে সে কি করবে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর যা ওয়াজেব করেছেন, তা আদায় করবে এবং আল্লাহর কাছে তোমাদের প্রাপ্য তলব করবে।

এরবায ইবনে সারিয়া রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ওয়ায করলেন ঃ যা শুনে আমাদের মন অস্থির হয়ে গেল এবং আমাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই উপদেশ তো কোন বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশের মত। আপনি আমাদের কাছ থেকে কি অঙ্গীকার নিতে চান? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাকবে। কোন কাফ্রী গোলাম তোমাদের আমীর হলেও তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। কারণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে, সে অনেক মতবিরোধ দেখবে। ধর্মকর্মে সৃষ্ট নতুন আবিষ্কারকে ভয় করবে। কেননা, নতুন আবিষ্কার পথভ্রষ্টতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি এসব বিষয় পাবে, তার উপর আমার এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নত ওয়াজেব। এই সুন্নতের উপর দৃঢ়তা সহকারে কায়েম থাকবে।

হযরত সফীনা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) মসজিদের নির্মাণ শুরু করলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) একটি পাথর বহন করে নিয়ে এলেন এবং সেটি স্থাপন করলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-ও একটি পাথর আনলেন এবং স্থাপন করলেন। অতঃপর হযরত ওছমান (রাঃ) একটি পাথর এনে স্থাপন করলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ এরা আমার পরে শাসক হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ মসজিদ নির্মাণের জন্যে সর্বপ্রথম পাথর নবী করীম (সাঃ) বহন করেন। এরপর একটি পাথর আবূ বকর (রাঃ) ও অতঃপর একটি পাথর হযরত ওছমান (রাঃ) বহন করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ এই সাহাবীগণ আমার পরে খলীফা হবে।

কুতবা ইবনে মালেক রেওয়ায়েত করেন, আমি যখন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম, তখন তিনি মসজিদে কুবার ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কেবল তিনজন সাহাবীর সঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করছেন? তিনি বললেন ঃ এই তিনজন আমার পরে খলীফা হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি কাল ছাগপালকে পানি পান করাচ্ছি। এরপর এদের মধ্যে শ্বেত ছাগপালও শামিল হয়ে গেল। এরপর আবূ বকর এল, সে এক অথবা দু'বালতি পানি তুলল। তার মধ্যে দুর্বলতা ছিল। এরপর ওমর এসে বালতি হাতে নিতেই বালতি বৃহদাকার ধারণ করল। সে সকল মানুষকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করাল। ছাগপালগুলোও পানি পান করে প্রস্থান করল। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, কাল ছাগপাল হচ্ছে আরব এবং শ্বেত ছাগপাল হচ্ছে অনারব। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ নবীগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর দুর্বলতার অর্থ হচ্ছে তাঁর শাসনামলের সংক্ষিপ্ততা এবং অনতিবিলম্বে ওফাত পাওয়া।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার বাপ ও ভাইকে ডেকে আন। আমি আবূ বকরকে একটি কাগজ লিখে দেব। কারণ, আমার আশংকা হয় যে, নানাজনে নানা কথা বলবে এবং অনেকেই আশা করবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা কেবল আবূ বকরকে চান।

হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার পরে বারজন খলীফা হবে। আবূ বকর আমার পরে অল্প সময়কাল থাকবে। অতঃপর তিনি হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বললেন ঃ সে শহীদ হবে। অতঃপর তিনি হযরত ওছমান (রাঃ)-কে বললেন ঃ মানুষ তোমাকে সেই জামা খুলে ফেলতে বলবে, যা আল্লাহ তোমাকে পরিধান করিয়েছেন। আল্লাহর কসম, তুমি সেই জামা খুলে ফেললে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না যে পর্যন্ত সুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করে।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী মুস্তালিকের দূতেরা আমাকে এই প্রশ্ন দিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করল যে, আমরা আগামী বছর এসে যদি আপনাকে না পাই তবে যাকাতের অর্থ কাকে দেব? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাদেরকে বলে দাও যে, যাকাতের অর্থ আবূ বকরকে দিবে। আমি একথা তাদের কাছে পৌছিয়ে দিলাম। তারা বলল ঃ যদি আবূ বকরকে না পাই,

তবে কাকে দেব? আমি এসে আরয করলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ ওমরকে দিবে। আমি একথাও তাদের কাছে পৌছিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা আবার প্রশ্ন করল ঃ যদি ওমরকে না পাই, তবে কাকে দিব? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ওছমানকে দিবে। যে দিন ওছমান নিহত হবে, সে দিন তোমাদের জন্যে ধ্বংস।

জাবের ইবনে সামরাহ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ তুমি আমীর ও খলীফা হবে এবং নিহত হবে। তোমার দাড়ি তোমার মাথার রক্তে রঞ্জিত হবে।

ছওর ইবনে মাজযাহ্ রেওয়ায়েত করেন ঃ জামাল যুদ্ধে আমি যখন তালহার কাছে গেলাম, তখন তার মধ্যে সামান্য প্রাণ স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন্ দলের লোক? আমি বললাম ঃ আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর সহচরগণের একজন। তালহা বললেন ঃ হাত বাড়াও। আমি তোমার বয়াত করব। আমি হাত বাড়ালে তিনি বয়াত করলেন। সেই মুহূর্তে তার আত্মা দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গেল। আমি ফিরে এসে এই ঘটনা হযরত আলীকে (রাঃ) শুনালে তিনি বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য বলেছিলেন যে, আমার বয়াতের বেড়ি ঘাড়ে না নিয়ে তালহা জান্নাতে যাবে-এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়।

উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী আবদুর রহমান ইবনে সহল আনসারী রেওয়ায়েত করেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবুওয়তের পরে খেলাফত ছিল। প্রত্যেক খেলাফতের পরে বাদশাহী (রাজতন্ত্র) জন্ম নিয়েছে এবং প্রত্যেক যাকাত খেরাজ তথা ট্যাক্সের রূপ ধার করেছে।

হযরত সফীনার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতে ত্রিশ বছর খেলাফত থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র এসে যাবে। বলা বাহুল্য, চারটি খেলাফতের সময়কাল ছিল ত্রিশ বছর।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা নবুওয়তের সময়কালে জীবনযাপন করছ। আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাইবেন, নবুওয়ত থাকবে। এরপর নবুওয়ত তুলে নেওয়া হবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন, এই খেলাফত অব্যাহত থাকবে। এরপর খেলাফত তুলে নেওয়া হবে এবং যুলুম ও অবিচারে পরিপূর্ণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সময় অত্যাচার ও নিপীড়ন চলবে। যতদিন আল্লাহ চাইবেন, এই অত্যাচার বাকী থাকবে। এরপর খতম হয়ে যাবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন তাঁর কাছে এই হাদীস বর্ণনা করা হল। গুণীজনেরা

তাকে বললেন ঃ আমরা আশা করি এই খেলাফত আপনার খেলাফত। একথা শুনে তিনি উৎফুল্ল হলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমায়রের রেওয়ায়েতে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেন ঃ একটি মাত্র বিষয় আমাকে খেলাফতের প্রতি উৎসাহিত করেছে। তা হচ্ছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই এরশাদ-হে মোয়াবিয়া, যদি তুমি শাসনকর্তা হও, তবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। আমি সর্বদা ভাবতাম যে, আমি শাসনকার্যে নিয়োজিত হব। কেননা, হুযূর (সাঃ) একথা বলে দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মোয়াবিয়াকে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাকে জামা পরিধান করান, অর্থাৎ খেলাফত দান করেন, তবে তোমার কি অবস্থা হবে? উম্মে হাবীবা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমার ভাইকে জামা পরাবেন কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই। কিন্তু এতে ভীষণ পরীক্ষা আছে। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

ওরওয়া ইবনে রুয়ায়ম রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে বলল ঃ আপনি আমার সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হোন। মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ আমি তোর সাথে মল্লযুদ্ধ করব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ মোয়াবিয়া পরাভূত হবে না। সেমতে তিনি বেদুঈনকে ভূতলশায়ী করে দিলেন। সিফফীন যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ এই হাদীস আমার মনে থাকলে আমি মোয়াবিয়ার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতাম না।

নাফের রেওয়ায়েতে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ আমার বংশধরের মধ্যে এক ব্যক্তির মুখমণ্ডলে একটি বিশ্রী চিহ্ন থাকবে। সে খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হবে এবং ভূপৃষ্ঠকে ন্যায়বিচারে পূর্ণ করে দিবে। নাফে বলেন ঃ আমার মতে সেই ব্যক্তি ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে ইবনে ওমর বলেন ঃ মানুষ বলাবলি করে যে, দুনিয়া খতম হবে না যে পর্যন্ত ওমর বংশীয়দের মধ্যে কোন ব্যক্তি খলীফা না হয় এবং হযরত ওমরের ন্যায় খেলাফত পরিচালনা না করে। মানুষের ধারণা ছিল সেই ব্যক্তি বেলাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর। কেননা, তার মুখমণ্ডলে চিহ্ন ছিল। কিন্তু পরে জানা গেল যে, সেই ব্যক্তি ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)। তাঁর জননী ছিলেন আসেম ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাবের কন্যা।

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন বনূ উমাইয়াকে অভিসম্পাদ করো না। কেননা, বনূ উমাইয়ার মধ্যে একজন সাধু পুরুষ হবেন যিনি ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)।

আবূ নঈমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, উম্মুল ফযল আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি বলেন ঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ তুমি একটি শিশুর জননী হবে। সে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি আরয করলাম ঃ শিশু কিরূপে হবে, কোরায়শরা তো কসম খেয়েছে যে, তারা স্ত্রীদের কাছে যাবে না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে যে খবর দিয়েছি, তাই হবে। মোটকথা, আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি শিশুর ডান কানে আযান দিলেন এবং বাম কানে একামত বললেন। অতঃপর তার মুখে আপন পবিত্র থুথু দিলেন। শিশুর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। সবশেষে বললেন ঃ খলীফাগণের পিতাকে নিয়ে যাও। আমি এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত আব্বাসকে অবহিত করলাম। তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে এসে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ উম্মুল ফযল ঠিকই বলেছে। এই শিশু খলীফাগণের পিতা। সেই খলীফাগণের একজন সাফ্ফাহ এবং একজন মাহদী হবে। তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তিও হবে, যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামায পড়াবে।

যুবায়র ইবনে বাক্কার রেওয়ায়েত করেন ঃ যে সময় ইবনে মুলজিম হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর খুনীসুলভ হামলা করে, তখন হযরত আলী (রাঃ) ওসিয়ত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আমাকে পরবর্তীকালের মতবিরোধ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক, ধর্মত্যাগী ও যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে এই হামলা সম্পর্কেও খবর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, মোয়াবিয়া ও তার পুত্র ইয়াযীদ খেলাফত লাভ করবে। খেলাফত বনূ উমাইয়ার হাতে চলে যাবে। তারা একে উত্তরাধিকার স্বত্বে পরিণত করবে। এরপর আসবে বনুল আব্বাস। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সেই ভূখণ্ডও দেখিয়েছেন, সেখানে হুসাইনকে শহীদ করা হবে।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, বনূ উমাইয়া ইসলামকে কানা করে দেবে, এরপর অন্ধ করে দেবে। এরপর জানা যাবে না যে, ইসলাম কোথায় আছে এবং ইসলামের শাসনকর্তা কে? তখন ইসলাম এখানে-ওখানে থাকবে। এই অবস্থা একশ ছত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা একদল দূত প্রেরণ করবেন, যারা রাজকীয় দূতের মত হবে। তাদের সুগন্ধি পবিত্র হবে। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এই দূত কারা? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তারা হবে ইরাকী, আজমী ও প্রাচ্য দেশীয়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

ইবনে সা'দ ও ইবনে আবিল আশহাব মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরের শরীরে এক পোশাক দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা নতুন, না ধৌত করা? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ ধৌত করা। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ওমর, নতুন পোশাক পর, প্রশংসনীয় জীবন যাপন কর এবং শাহাদতের মৃত্যু বরণ কর।

হযরত সহল ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওছমান (রাঃ) উহুদ পাহাড়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। পাহাড় কেঁপে উঠল। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ হে উহুদ পাহাড়, স্থির থাক। তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ মওজুদ আছেন।

তিবরানী হযরত ইবনে ওমর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক বাগানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবূ বকর ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদও। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাত ও শাহাদতের সুসংবাদও। এরপর হযরত ওছমান (রাঃ) অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাত ও শাহাদতের সুখবরও।

তিবরানীর রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ আমি হযরত ওমরের শাহাদতের সময় উপস্থিত ছিলাম। সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল।

হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলে করীম (সাঃ) আরীস কূপের দিকে চলে গেলেন। তিনি কূপের বেড়াপ্রাচীরে বসে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয় পায়ের মোজা খুলে ফেললেন। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমার উচিত রসূলুল্লাহর (সাঃ) দারোয়ানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। ইতিমধ্যে হযরত আবূ বকর এলেন। আমি তাকে বললাম ঃ আপনি থামুন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আবূ বকর এসেছেন, অনুমতি চান। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আবূ বকর এসে হুযূর (সাঃ)-এর ডান দিকে বসে গেলেন। তিনিও আপন পদদ্বয় ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমর এলেন। আমি আবার খেদমতে উপস্থিত

হয়ে আরয করলাম ঃ ওমর এসেছেন এবং সাক্ষাতের অনুমতি চান। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। হযরত ওমর এসে কূপের প্রাচীরের উপর হুযূর (সাঃ)-এর বামদিকে বসে গেলেন। তিনিও কূপের মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ওছমান এলে আমি খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ ওছমান এসেছেন এবং সাক্ষাতের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং এই সুসংবাদ দাও যে, সে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা সহ্য করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর হযরত ওছমান তার কাছে এলেন এবং ডানে-বামে স্থান না পেয়ে তার বিপরীত দিকে প্রাচীরে বসে পা ঝুলিয়ে দিলেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন ঃ এই ঘটনার ব্যাখ্যা তাঁদের কবর; অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ) উভয়েই রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে সমাধিস্থ হবেন এবং হযরত ওছমান (রাঃ)-কে আলাদা জায়গায় দাফন করা হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে বাগানে ছিলাম। কেউ এসে দরজায় খট্খট্ আওয়াজ করল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আনাস, দরজা খুলে দাও, আগন্তুককে জান্নাতের সুসংবাদ দাও এবং আমার পরে খলীফা হওয়ার সুখবর জানিয়ে দাও। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে দেখতে পেলাম। পুনরায় কেউ এসে খট্খট্ আওয়াজ করল, হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আনাস, যাও দরজা খুলে দাও। আগন্তুককে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বল যে, আবূ বকরের পরে সে খলীফা হবে। আমি হযরত ওমর (রাঃ)-কে দেখতে পেলাম। এরপর আরও এক ব্যক্তি এসে দরজায় খট্খট্ আওয়াজ করল। তিনি বললেন ঃ আনাস, যাও, দরজা খুলে দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বল যে, ওমরের পরে সে খলীফা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আমি হযরত ওছমান (রাঃ)-কে দেখতে পেলাম।

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওছমানকে ডেকে পাঠালে তিনি উপস্থিত হলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নিহত ও শহীদ হবে, তাই সবর করবে। আল্লাহ যে পোশাক তোমাকে পরিধান করাবেন, তা বার বছর ছয় মাস পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু তুমি নিজে তা খুলে ফেলবে না। হযরত ওছমান সেখান থেকে ফিরে এলে হুযূর (সাঃ) এই বলে দোয়া দিলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে সবর দান করুন। তুমি সত্বরই রোযা অবস্থায় শহীদ হবে এবং আমার সাথে ইফতার করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, একজন জান্নাতী ব্যক্তি চাদরের পাগড়ী বেঁধে মুসলমানদের কাছ থেকে বয়াত

নেবে। তোমরা তার উপর আক্রমণ করবে। সেমতে যখন হযরত ওছমান (রাঃ)-এর উপর আক্রমণ হয়, তখন তিনি সবরের চাদর দিয়ে পাগড়ী বেঁধে বয়াত নিচ্ছিলেন।

হযরত ওছমান (রাঃ)-এর পত্নী নায়েলা বিনতে কারাকিসা রেওয়ায়েত করেন—যখন হযরত ওছমানের গৃহ অবরোধ করা হয়, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতারের সময় তিনি পানি চাইলে অবরোধকারীরা পানি দিল না। পিপাসিত অবস্থায় তিনি রাত্রি অতিবাহিত করলেন। সেহরীর সময় তিনি বললেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) এক বালতি পানি নিয়ে আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন ঃ ওছমান পানি পান কর। আমি তৃপ্ত হয়ে পানি পান করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আরও পান কর। আমি আবার পান করলাম। অবশেষে আমার পেট ভরে গেল।

হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ হে আলী, তোমার এ স্থানে এবং এ স্থানে আঘাত করা হবে। (তিনি কানপট্টির দিকে ইশারা করলেন)। এ স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে এবং তোমার দাড়ি রঞ্জিত হয়ে যাবে।

আম্মার ইবনে ইয়াসির রেওয়াতে করেন, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ এক হতভাগা তোমার কানপট্টিতে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। ফলে তোমার দাড়ি রক্তাপ্লুত হয়ে যাবে। যুহরী রেওয়ায়েত করেন ঃ যে দিন সকালে হযরত আলী (রাঃ) নিহত হন, বায়তুল মোকাদ্দাসে যে পাথরই উত্তোলন করা হয়, তার নীচে রক্ত পাওয়া যায়।

হযরত তালহা ও যুবায়র (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবূ বকর, ওমর, ওছমান, আলী, তালহা ও যুবায়র (রাঃ) সহ সিরা পাহাড়ে ছিলেন। এসময় একটি বড় পাথর নড়ে উঠল। তিনি বললেন ঃ হে পাথর থেমে যাও। নড়াচাড়া করবে না। তোমার উপর নবী, ছিদ্দীক ও শহীদ রয়েছেন।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন শহীদকে দেখতে চায়, সে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে দেখে নিক।

ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাসের শাহাদতের খবর

ইসমাঈল ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ছাবেত আপন পিতা থেকে রেওয়ায়েত

করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) একবার ছাবেত ইবনে কায়সকে বললেন ঃ তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, তোমার জীবন হবে প্রশংসনীয় এবং মৃত্যু হবে শাহাদতের? ছাবেব বললেন ঃ অবশ্যই আমি এতে আনন্দিত। সেমতে ছাবেত প্রশংসনীয় জীবন যাপন করেন এবং মুসায়লামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

হযরত ইমাম হুসায়ন (রাঃ)-এর শাহাদতের খবর

উম্মুল ফযল বিনতুল হারিছ রেওয়ায়েত করেন, আমি হুসায়নকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম এবং তাঁর কোলে দিয়ে দিলাম। পরক্ষণই আমি দেখলাম যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে জিবরাঈল আঃ) এসে খবর দিল যে, আমার উম্মত আমার এই সন্তানকে হত্যা করবে। জিবারাঈল সেই জায়গার মাটি নিয়েও আমার কাছে এল, যেখানে তাকে হত্যা করা হবে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন রসূলে করীম (সাঃ) বিশ্রামের জন্যে শয়ন করলেন। অতঃপর অত্যন্ত বিষণ্ন অবস্থায় জাগ্রত হলেন। তাঁর হাতে লাল মাটি ছিল, যা তিনি ওলট-পালট করে দেখছিলেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এ কেমন মাটি? তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল আমাকে খবর দিয়েছে যে, হুসায়ন ইরাকী ভূখণ্ডে নিহত হবে। এটা সেই জায়গার মাটি।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, বৃষ্টির ফেরেশতা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আসার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। ইতিমধ্যে হুসায়ন এলেন এবং নানাজীর কাঁধে বসতে লাগলেন। ফেরেশতা বলল ঃ আপনি একে ভালবাসেন? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই। ফেরেশতা বলল ঃ আপনার উম্মত তাকে হত্যা করবে। আপনি চাইলে আমি আপনাকে সেই জায়গাও দেখিয়ে দেই, যেখানে তাকে হত্যা করা হবে। অতঃপর ফেরেশতা হাত মেরে লাল মাটি দেখিয়ে দিল। উম্মে সালামা (রাঃ) সেই মাটি নিয়ে একটি কাঁপড়ে বেঁধে নিলেন। আমরা শুনতাম যে, হযরত হুসায়ন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হবেন।

মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাসান রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা হুসায়নের সঙ্গে কারবালার নদীর কাছে ছিলাম। তিনি শিমার ইবন যুল জওশনের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ আমি দাগযুক্ত কুকুরকে আমার পরিবারের রক্ত পান করতে দেখতে পাচ্ছি। অভিশপ্ত শিমারের শরীরে শ্বেতকুষ্ঠের দাগ ছিল।

শা'বী রেওয়ায়েত করেন ঃ ইবনে ওমর (রাঃ) মদীনায় আগমন করলে তাকে বলা হল যে, হযরত হুসায়ন ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ইবনে ওমর তাকে বিরত রাখার জন্যে মদীনা থেকে দ্রুতবেগে দু'রাতের দূরত্বে যেয়ে দেখা করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে একটিকে গ্রহণ করার ক্ষমতা দেন। আল্লাহর নবী আখেরাতকে গ্রহণ করলেন এবং দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আপনি তাঁরই সুযোগ্য সন্তান। আপনাদের কাউকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার শাসক করবেন না। আপনাদের কল্যাণের নিমিত্তই দুনিয়াকে আপনাদের থেকে দূরে রাখা হবে। একথা ভেবে আপনি ফিরে চলুন এবং ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হবেন না। কিন্তু হযরত হুসায়ন তাতে সম্মত হলেন না। ইবনে ওমর তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং বললেন ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর হাতে অর্পন করছি। অথচ আপনি হত্যার শিকার হতে যাচ্ছেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমরা নবী পরিবারের লোকজন বিপুল সংখ্যক ছিলাম। তাই ভাবতেও পারতাম না যে, হুসায়ন ইরাকে নিহত হয়ে যাবেন।

ইয়াহইয়া হাসরামী রেওয়ায়েত করেন, আমরা হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে সিফফীন গেলাম। নায়নুয়ার বিপরীতে পৌছে তিনি বললেন ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ! ফোরাতের কিনারে থেমে যাও। আমি বললাম ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন যে, হযরত জিবরাঈল তাঁকে বলেছেন ঃ হুসায়ন ফোরাতের কিনারায় নিহত হবে। তিনি সেই জায়গার মাটিও তাঁকে দেখান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, আমি ইবনে যাকারিয়ার বিনিময়ে সত্তুর হাজার মানুষের হত্যা অবধারিত করেছি। আপনার দৌহিত্রের বিনিময়ে সত্তর হাজার এবং আরও সত্তর হাজারের হত্যা অবধারিত করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন দ্বিপ্রহরের সময় আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এলোকেশ, পেরেশান ও ধূলি ধূসরিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর হাতে একটি শিশি ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা কি? তিনি বললেন ঃ এটা হুসায়ন ও তার সহকর্মীদের রক্ত। আজ দিনের শুরু থেকে আমি এটা বহন করছি।

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে মৃত্তিকা লেগে ছিল। আমি কুশল জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি এই মাত্র হুসায়নের বধ্যভূমিতে উপস্থিত ছিলাম।

পরবর্তীকালে মানুষের ধর্মত্যাগী হওয়ার খবর

মুসলিম ছওবান (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই উক্তি রেওয়ায়েত করেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত আমার উম্মতের অনেক গোত্র মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের অনুরূপ মূর্তিপূজা শুরু না করে।

মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ অনেক মানুষকে আমার হাওয থেকে সরিয়ে দেয়া হবে, যেমন পথভ্রান্ত উটকে সরিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব। কিন্তু আমাকে বলা হবে যে, এরা আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়েছিল। আমি বলব ঃ দূর হও, দূর হও।

আরব উপদ্বীপে কখনও মূর্তিপূজা না হওয়ার খবর

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ শয়তান এ বিষয়ে হতাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে নামাযীরা তার এবাদত করবে। কিন্তু শয়তান নামাযীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ কারিণী পত্নীর খবর

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ পত্নীদের মধ্যে আমার কাছে সর্বপ্রথম সে-ই যাবে, যার হাত দীর্ঘ। এতে পত্নীগণ পরস্পরে হাত মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে থাকেন যে, কার হাত দীর্ঘ। এরপর সর্বপ্রথম হযরত যয়নব (রাঃ)-এর ইন্তেকাল হলে পত্নীগণ বুঝলেন যে, তার হাতই দীর্ঘ ছিল; অর্থাৎ তিনি ছিলেন অধিক দানশীলা।

ওয়ায়স কারনীর খবর

হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ইয়ামনের জনৈক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। ইয়ামনে কেবল তার মা থাকবে। তার শরীরে সাদা দাগ হবে। এটা দূর করার জন্যে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সাদা দাগ দূর করে দেবেন। তবে এক দীনার পরিমাণ জায়গা সাদা থেকে যাবে। তার নাম হবে ওয়ায়স। কেউ তার সাথে দেখা করলে তার উচিত হবে তাকে দিয়ে নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করানো।

হযরত ওমর (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তাবেয়ীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে কারনের অধিবাসী। তার নাম হবে ওয়ায়স ইবনে আমের। তার শরীরে সাদা দাগ দেখা দেবে। সে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, যাতে আল্লাহ এই দাগ দূর করে দেন এবং আল্লাহর নেয়ামত মনে রাখার জন্যে সামান্য কিছু অংশ বাকী রাখেন। সেমতে আল্লাহ তা'আলা তার শরীরে সামান্য সাদা অংশ বাকী থাকতে দেবেন। তোমাদের কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে যেন নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায়।

আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা বর্ণনা করেন ঃ ছিফফীন যুদ্ধের সময় সিরীয় সেনাবাহিনীর এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনাদের মধ্যে ওয়ায়স কারনী আছে? লোকেরা বলল ঃ হ্যাঁ। লোকটি বলল যে, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছে–ওয়ায়সকারনী শ্রেষ্ঠতম তাবেয়ী। এরপর সে আপন বাহিনীর মধ্যে দাখিল হয়ে গেল।

হযরত ওমর (রাঃ) ওয়ায়স কারনীকে বললেন ঃ আপনি আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করুন। ওয়ায়স কারনী বললেন ঃ আমি আপনার জন্যে কিরূপে মাগফেরাতের দোয়া করব? আপনি তো নিজে সাহাবী। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ ওয়ায়স কারনী নামক এক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম তাবেয়ী হবে।

রাফে' ইবনে খদীজের শাহাদতের খবর

ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল হামিদ ইবনে রাফে' বর্ণনা করেন, আমার দাদী আমাকে বলেছেন যে, উহুদ কিংবা হুনায়ন যুদ্ধে রাফে' ইবনে খদীজের বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে গেলে তিনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তীরটি টেনে নিন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ রাফে, তুমি চাইলে তীর এবং ফলা উভয়টি টেনে নেই, আর যদি চাও, তবে ফলাটি থাকতে দেই এবং কিয়ামতের দিন তোমার শাহাদতের সাক্ষ্য দেই। রাফে বললেন ঃ আপনি তীর টেনে নিন এবং ফলাটি থাকতে দিন, এরপর কিয়ামতের দিন আমার শাহাদতের সাক্ষ্য দিন। রাফে এই ঘটনার পর দীর্ঘদিন জীবিত থাকেন এবং মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তার ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হয়ে যায়। ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবূ যর (রাঃ) সম্পর্কিত খবর

আবূ যর-পত্নী উম্মে যর রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত আবূ যর (রাঃ)-কে খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ) বহিষ্কার করেননি; বরং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ শহরের আবাসিক গৃহ যখন সলা, পাহাড় পর্যন্ত চলে যায়, তখন তুমি শহর ত্যাগ করবে। সেমতে আবাসিক এলাকায় সলা, পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেলে আবূ যর (রাঃ) সিরিয়া চলে গেলেন।

উম্মে যর থেকেই বর্ণিত আছে ঃ হযরত আবূ যরের ওফাত আসন্ন হয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখ থেকে শুনেছি, তিনি একদল লোক সম্পর্কে, যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম– বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জনশুন্য প্রান্তরে মারা যাবে। তার মৃত্যুর সময় একদল মুমিন উপস্থিত থাকবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাদের সম্পর্কে একথা বলেছিলেন. তারা সকলেই বসতি এলাকায় ইন্তেকাল করে গেছেন। এখন জনশূন্য প্রান্তরে মৃত্যু বরণকারী আমিই রয়ে গেছি। তুমি পথের উপর দৃষ্টি রেখো। আমি বললাম ঃ এখন রাস্তায় কেউ নেই। হাজীগণ আমাদের অতিক্রম করে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমি উটের পিঠে সওয়ার কিছু লোককে যেতে দেখলাম। আমি কাপড় নেড়ে নেড়ে তাদের আহ্বান করলাম। তারা এসে গেল এবং আবূ যরের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। তার ইন্তেকালের পর তারা তার দাফন কার্য সমাধা করে আপন পথে চলে গেল।

হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ যখন এমন লোক আমীর বা দলপতি হবে, যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিজেরাই আত্মসাৎ করে নেবে, তখন তুমি কি করবে? আমি আরয করলাম ঃ আমি আমার তরবারি কাজে লাগাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে তরবারি চালনা অপেক্ষা উত্তম কাজ বলে দিচ্ছি। তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সবর করবে।

হযরত আবূ যর (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অবগত করেছেন যে, মানুষ আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না এবং আমার নীতি সম্পর্কে আমাকে কোন বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। আমি একা মুসলমান হয়েছি, একা মৃত্যুবরণ করব এবং কিয়ামতের দিন একা পুনরুত্থিত হব।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আবূ যরকে মসজিদে নিদ্রা যেতে দেখে বললেন ঃ তুমি মসজিদে ঘুমাচ্ছ? আবূ যর বললেন ঃ আমি কোথায় ঘুমাব? মসজিদ ছাড়া আমার যে কোন গৃহ নেই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ যখন মানুষ তোমাকে মসজিদ থেকেও বের করে দেবে, তখন কি করবে? তিনি বললেন ঃ আমি সিরিয়া চলে যাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ যখন সিরিয়া থেকে বহিষ্কৃত হবে, তখন কি করবে? তিনি বললেন ঃ পুনরায় সিরিয়া চলে যাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ পুনরায় বহিষ্কৃত হলে কি করবে? তিনি বললেন ঃ আমি তরবারি তুলে নেব এবং আমরণ লড়াই করব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে এর চেয়ে ভাল পথ দেখাচ্ছি। মানুষ তোমাকে যে দিকে নিয়ে যায়, চলে যাবে এবং যে দিকে ঠেলে দেয়, সে দিকেই যাবে। অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

আবুল মুছান্না মুলায়কী রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন গৃহ থেকে সাহাবীগণের দিকে যেতেন, তখন বলতেন ঃ ওয়ায়মির আমার উম্মতের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, আর জুনদুব (আবূ যর) আমার উম্মতের হাঁকানো ব্যক্তি। সে একাকী জীবন যাপন করবে, একাকী মরবে এবং আল্লাহ তা'আলা একা তার জন্যে যথেষ্ট হবেন।

মোহাম্মদ ইবনে সীরীন রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূযরকে বললেন ঃ যখন দালান-কোঠা সলা পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন তুমি বের হয়ে যেয়ো। তিনি হাতে সিরিয়ার দিকে ইশারা করলেন। তিনি আরও বললেন ঃ আমার মনে হয় না যে, তোমাদের শাসকরা তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেবে। আবূ যর আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যারা আমার এবং আপনার কর্মপন্থার মধ্যে অন্তরায় হবে, আমি কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন ঃ না, তাদের কথা শুনবে এবং তাদের আনুগত্য করবে যদিও একজন কাফ্রী গোলাম তোমার আমীর হয়। যখন কথিত যুগ এল, তখন আবূ যর সিরিয়া চলে গেলেন। সেখানকার শাসনকর্তা আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-কে লিখলেন যে, আবূ যর সিরিয়ায় জনগণকে বিগড়ে দিচ্ছে। অতঃপর হযরত ওছমান আবূযরকে ডেকে মদীনায় নিয়ে এলেন। তিনি এখানে এসে রবযা নামক জনশূন্য প্রান্তরে যেয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই এলাকায় খলীফার পক্ষ থেকে জনৈক কাফ্রী গোলাম আমীর নিযুক্ত ছিল। আবূ যর যেদিন সেখানে পৌছেন, নামাযের একামত হয়। কাফ্রী আমীর পেছনে সরতে লাগলে আবূ যর বললেন ঃ তুমি নামায পড়াও। কেননা, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি কাফ্রী গোলামের কথাও শুনি এবং তার আনুগত্য করি।

উম্মে ওয়ারাকাকে শাহাদতের খবর প্রদান

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, তখন আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন, যাতে আল্লাহ পাক আমাকে শাহাদত নসীব করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি এখানেই থাক। এখানেই তোমার শাহাদত নসীব হবে। উম্মে ওয়ারাকাকে মানুষ শহীদ বলত। তিনি কোরআন পাঠ করেছিলেন এবং একটি গোলাম ও একটি বাঁদীকে শর্তাধীনে মুক্ত করেছিলেন। সেই গোলাম ও বাঁদী উভয়েই এক রাতে আততায়ীর বেশে এসে তাঁকে গলাটিপে হত্যা করে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে এ ঘটনা

সংঘটিত হয়। খলীফার নির্দেশে তাদের উভয়কে শূলীতে চড়ানো হয়। এটা ছিল মদীনার প্রথম শূলী। এক রেওয়ায়েতে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য বলেছেন। তিনি বলতেন ঃ চল, শহীদ (উম্মে ওয়ারাকা)-এর সাথে দেখা করি।

উম্মুল ফযলের সাথে কথাবার্তা

যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসায়ন রেওয়ায়েত করেন ঃ নবুওয়তপ্রাপ্তির পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হালাল নয়–এমন কোন মহিলার কোলে আপন মস্তক রাখেননি; কিন্তু আব্বাস-পত্নী উম্মুল ফযলের কোলে তিনি মস্তক রেখেছেন। উম্মুল ফযল তাঁর মাথায় উকুন তালাশ করতেন এবং চোখে সুরমা লাগাতেন। একদিন তিনি যখন সুরমা লাগাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু রসূলুল্লাহর (সাঃ) গণ্ডদেশে পতিত হল। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হল? উম্মুল ফযল বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনার ওফাতের খবর আমাদের দিয়েছেন। আপনার পরে কে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবে–একথা বলে গেলে ভাল হত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার পরে তোমরা নিগৃহীত ও অবহেলিত বিবেচিত হবে।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদত থেকে ফেতনার সূচনা

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাদের মধ্যে কে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সেই উক্তি স্মরণ রেখেছে, যা তিনি "ফেতনা" (গোলযোগ) সম্পর্কে বলেছিলেন? আমি (হুযায়ফা) বললাম ঃ আমি স্মরণ রেখেছি। খলীফা বললেন ঃ বর্ণনা করুন। আমি বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ কারও ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে কোন ফেতনা ও পরীক্ষা দেখা দেয়, তার কাফফারা হচ্ছে নামায ও দান-খয়রাত। খলীফা বললেন ঃ আমি এই ফেতনার কথা বলছি না; বরং সেই ফেতনা ও গোলযোগের কথা বলছি, যা সমুদ্রের তরঙ্গমালার অনুরূপ হবে। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমিনীন, এই ফেতনার ব্যাপারে আপনার শংকিত হওয়ার কিছু নেই। আপনার মধ্যে এবং এই ফেতনার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দরজা খুলে যাবে, না ভেঙ্গে যাবে? আমি বললাম ঃ ভেঙ্গে যাবে। খলীফা বললেন ঃ এই দরজা ভেঙ্গে গেলে কখনও

বন্ধ হবে না। হুযায়ফা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়, এই দরজাটি কি? তিনি বললেন ঃ দরজাটি হচ্ছে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।

ওরওয়া ইবনে কায়স রেওয়ায়েত করেন ঃ কিছু লোক হযরত খালিদ ইবনে ওলীদকে বলল ঃ ফেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে। খালিদ বললেন ঃ যে পর্যন্ত ইবনে খাত্তাব (খলীফা) জীবীত আছেন, ফেতনা আত্মপ্রকাশ করবে না; বরং তার পরে আত্মপ্রকাশ করবে।

ওছমান ইবনে মযউন রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমর সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে ফেতনার জন্যে বাধা। যতদিন সে তোমাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন তোমাদের মধ্যে ও ফেতনার মধ্যে একটি দরজা দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকবে।

হযরত আবূ যর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ ওমর যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকবে, ফেতনা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

হযরত ছওবানের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আমার উম্মতের মধ্যে তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যাবে, তখন তা আর কোষাবদ্ধ হবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত খুন-খারাবি অব্যাহত থাকবে।

হযরত আবূ মূসা আশআরীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে "হরজ" হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হরজ কি? তিনি বললেন ঃ তোমাদের পারস্পরিক অব্যাহত হত্যাযজ্ঞ।

কুরয ইবনে আলকামার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ফেতনা শিশিরের মত বর্ষিত হবে। এসব ফেতনায় তোমরা বিষাক্ত সর্প হয়ে একে অপরকে হত্যা করবে।

খালেদ ইবনে আরফাতার রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ অনেক নতুন বিষয় ও ফেতনা হবে, পরস্পরে বিচ্ছেদ ও বিরোধ হবে। সম্ভব হলে তুমি নিহত হও; কিন্তু ঘাতক হয়ো না।

মোহাম্মদ ইবনে মাস্‌লামার ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকার খবর

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমি প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফেতনার আশংকা করি মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ছাড়া। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ কোন ফেতনা তোমার ক্ষতি করবে না।

ছা'লাবা ইবনে সনিয়া বর্ণনা করেন, আমরা মদীনায় এসে দেখলাম মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা শহরের বাইরে একটি তাঁবুতে বসবাস করছেন। কারণ জিজ্ঞেস

করা হলে তিনি বললেন ঃ মুসলমানদে উপর থেকে ফেতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন শহরে বসবাস করব না।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ তুমি যখন মুসলমানদেরকে পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত দেখ, তখন হাররার প্রস্তর খণ্ডের কাছে চলে যাবে এবং প্রস্তর খণ্ডে আঘাত করে আপন তরবারি ভেঙ্গে দিবে। অতঃপর আপন গৃহে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে যে পর্যন্ত কোন পাপিষ্ঠের হাত তোমার দিকে প্রসারিত না হয় অথবা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ না কর। সেমতে আমি তাঁর আদেশ প্রতিপালন করেছি।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা আরও রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তরবারি দিয়ে বললেন ঃ এই তরবারি দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করতে থাক। কিন্তু যখন মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন এই তরবারি পাথরে মেরে ভেঙ্গে ফেলবে এবং আপন জিহ্বা ও হাতকে সংযত রাখবে যে পর্যন্ত মৃত্যু না আসে অথবা কোন পাপিষ্ঠ তোমার দিকে হাত না বাড়ায়। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের সময় মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা একটি পাথরে মেরে আপন তরবারি ভেঙ্গে ফেলেন।

জমল, সিফফীন ও নাহারওয়ান যুদ্ধের খবর

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পত্নীদের কারও বিদ্রোহের কথা আলোচনা করলেন, যা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) হাসতে লাগলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হুমায়রা, সে তুমিও হতে পার। অতঃপর তিনি হযরত আলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ যদি তার কোন ব্যাপার তোমার হাতে থাকে, তবে তার সাথে সদয় আচরণ করবে।

কায়স রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বনী আমেরের বসতিতে পৌঁছলে কুকুররা ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন্ জায়গা? উত্তর হল ঃ হাওয়াব। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ সম্ভবত আমাকে ফিরে যেতে হবে। হযরত যুবায়র বললেন ঃ না, এখনও ফিরে যাওয়ার সময় আসেনি। আপনি সম্মুখে অগ্রসর হোন। জনগণ আপনাকে দেখলে তাদের পারস্পরিক কলহ মিটে যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ সম্ভবত আমাকে ফিরেই যেতে হবে। কেননা, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ তোমাদের একজনকে দেখে হাওয়াবের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীগণকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমাদের একজন অধিক কেশবিশিষ্টা উটের উপর সওয়ার হয়ে বের হবে এবং তাকে দেখে হাওয়ারের কুকুররা ঘেউ ঘেউ করবে। তার আশেপাশে অনেক মানুষ নিহত হবে এবং সে অল্পের জন্যে রক্ষা পাবে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ কেউ কেউ তাকে বলল ঃ আপনি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে যে সকল কথা শুনেছেন, আমাদেরকেও শুনান। তিনি বললেন ঃ সেসব কথা তোমাদের শুনালে তোমরা আমাকে প্রস্তর বর্ষণে মেরে ফেলবে। উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ সোবহানাল্লাহ, এটা কিরূপে হতে পারে! হুযায়ফা বললেন ঃ যদি আমি বর্ণনা করি যে, তোমাদের কতক জননী (অর্থাৎ নবী-পত্নী) এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে এবং সেই বাহিনী তোমাদের তরবারি দিয়ে মারবে, তবে তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল ঃ সোবহানাল্লাহ, এটাও সত্য হতে পারে? হুযায়ফা বললেন ঃ হুমায়রা তোমাদের কাছে একটি বড় বাহিনী নিয়ে আসবেন। বায়হাকীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত হুযায়ফা জামাল যুদ্ধের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

আবূ বকরার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ একটি সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তারা সফলতা পাবে না। তাদের নেতৃত্বে থাকবে একজন মহিলা, যে জান্নাতে যাবে।

আবূ রাফে' রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন ঃ তোমার ও আয়েশার মধ্যে একটি ঘটনা ঘটবে। এরূপ হলে তুমি আয়েশাকে শান্তির জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবে।

বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে দু'টি দল পরস্পরে যুদ্ধ করবে। তাদের মধ্যে বিরাট হত্যাযজ্ঞ হবে এবং তারা একই দাবী করবে।

আবূ আইউব রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলীকে বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

আম্মার ইবনে ইয়াসিরের হত্যার খবর

বুখারী ও মুসলিম আবূ সায়ীদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আম্মারকে বললেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল কতল করবে।

বায়হাকী ও আবূ নঈম আম্মারের বাঁদী থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ আম্মার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপর তার জ্ঞান ফিরে এল। আমরা তখন ক্রন্দন করছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা মনে কর আমি শয্যাশায়ী হয়ে মারা যাব। না, আমার হাবীব মোহাম্মদ (সাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। দুনিয়াতে আমার সর্বশেষ খাবার হবে পানি মিশ্রিত দুধ।

আবুল বুখতারী রেওয়ায়েত করেন ঃ ছিফফীন যুদ্ধের সময় আম্মার ইবনে

ইয়াসিরের কাছে দুধ আনা হল। তিনি দুধ দেখে হাসতে লাগলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন— দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ পানীয় হবে দুধ। এরপর তিনি যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

হযরত হুযায়ফা রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আম্মারকে বললেন ঃ তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। তুমি পিপাসা পরিমাণে পানি মিশ্রিত দুধ পান করবে। এটাই হবে দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ রিযিক।

হযরত আমর ইবনুল আ'ছ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ, তুমি আম্মারের প্রতি কোরায়শকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। আম্মারের ঘাতক এবং যুদ্ধে তার সরঞ্জাম গ্রহণকারী জাহান্নামী হবে।

ইবনে সাদ হুযায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আগমন করলে লোকেরা বলল যে, আম্মারের উপর প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে মরেনি।

হাররাবাসীদের হত্যার খবর

আইউব ইবনে বশীর রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে যাওয়ার পথে হাররা যাহরার কাছে অবস্থান করলেন এবং ইন্না লিল্লাহি --- পাঠ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের পরে আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকগণ এই হাররার কাছে নিহত হবে।

বায়হাকী হাসান থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ হাররার যুদ্ধে মদীনার লোকজনকে সমূলে হত্যা করা হয়।

হযরত মালেক ইবনে আনাস বর্ণনা করেন ঃ হাররার যুদ্ধে সাত শ' হাফেযে কোরআন শহীদ হন এবং তাদের মধ্যে তিনশ' ছিলেন সাহাবী। এই মর্মান্তিক ঘটনা ইয়াযীদের শাসনামলে সংঘটিত হয়।

বায়হাকী মুগীরা থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ মুসলিম ইবনে ওকবা তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় লুণ্ঠন কার্য চালায় এবং এক হাজার অবিবাহিতা কুমারীর ইযযত হরণ করে। লায়ছ ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, হাররার যুদ্ধ ৬৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের তিনদিন বাকী থাকতে বুধবার দিন সংঘটিত হয়।

যায়দ ইবনে আরকামের অন্ধ হওয়ার খবর

যায়দ ইবনে আরকাম রেওয়ায়েত করেন ঃ অসুস্থ অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার এ রোগ বিপজ্জনক নয়। কিন্তু আমি আশংকা করি যে, তুমি আমার পরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে এবং অন্ধ হয়ে

যাবে। আমি বললাম ঃ এজন্যে আমি আল্লাহর কাছে ছওয়াব আশা করব এবং ছবর করব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ করলে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর যায়দ অন্ধ হয়ে যান, অতঃপর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে এবং এরপর ইন্তেকাল করেন।

ওয়াক্তের বাইরে নামায পড়ার খবর

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা এমন লোকদেরকে পাবে, যারা বে-ওয়াক্ত নামায পড়বে। যখন তাদেরকে পাবে, তখন তোমরা আপন আপন গৃহে ওয়াক্তের মধ্যে নামায পড়ে নিবে, এরপর তাদের সাথে নামায পড়বে এবং একে নফল নামায মনে করবে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আমার পরে এমন লোক তোমাদের শাসনকর্তা হবে, যারা সুন্নতের নূরকে নির্বাপিত করে দিবে, প্রকাশ্যে বেদআত করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের নামায বিলম্বিত করবে।

ওবাদা ইবনে সামেতের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ ভবিষ্যতে এমন শাসকবর্গ আসবে, যারা জাগতিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থেকে বিলম্বে নামায পড়বে। তোমরা নিজেদের নামায তাদের সাথে নফল স্বরূপ পড়ে নেবে। জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ ঃ) বলেন ঃ এই শাসকবর্গ হচ্ছে বনী উমাইয়ার শাসকবর্গ, যারা বিলম্বে নামায পড়ার ব্যাপারে সবিশেষ খ্যাত। অবশ্য খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের আগমনের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি নতুন করে যথা সময়ে নামায পড়ার রীতি প্রবর্তন করেন।

শতাব্দী সমাপ্ত হওয়ার খবর

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুলাহ (সাঃ) শেষ বয়সে এক রাতে এশার নামায পড়লেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের এ রাত থেকে শতাব্দীর সূচনা হচ্ছে। এ শতাব্দীর যে সকল লোক ভূপৃষ্ঠে এখন আছে, তাদের কেউ বাকী থাকবে না। এই উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শতাব্দী খতম হয়ে যাওয়া

মুসলিমের রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, রসূলে করীম (সাঃ) ওফাতের এক মাস পূর্বে বললেন ঃ তোমরা কিয়ামতের কথা জিজ্ঞেস কর। কিয়ামতের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। আল্লাহর কসম, আজকার দিনে ভূপৃষ্ঠে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার উপর দিয়ে একশ বছর অতিবাহিত হয়েছে।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে আবু তোফায়ল বলেন ঃ যারা রসূলে করীম (সাঃ)-কে দেখেছে, তাদের মধ্যে আমাকে ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নেই। আবু তোফায়ল শতাব্দীর শুরুতে মারা যান।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রেওয়ায়েতে করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ এই বালক এক শতাব্দী জীবিত থাকবে। সেমতে তিনি একশ' বছর জীবিত থাকেন। তাঁর মুখমণ্ডলে কাল কাল দাগ ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই দাগ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে মরবে না। সেমতে মৃত্যুর পূর্বে সেই দাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইবনে আবী মুলায়কা রেওয়ায়েত করেন ঃ জেহাদে যোগদানের উদ্দেশ্যে হাবীব ইবনে মাস্‌লামা মদীনায় রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত হয়। এরপর তার পিতা মাসলামাও আগমন করে এবং আরয করে ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই হাবীব ছাড়া আমার আর কোন পুত্র নেই। সে আমার অন্ধের যষ্ঠি। আমার ধনসম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং ক্ষেত-খামারের ব্যবস্থাপনা সে-ই করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাবীবকে তার পিতার সাথে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এ বছর তুমি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবে। কোন বাধা থাকবে না। (কারণ, তোমার পিতা মারা যাবে।) সেমতে হাবীব পিতার সাথে চলে গেল। তার পিতা সে বছরই মারা গেল এবং হাবীব জেহাদে অংশগ্রহণ করল।

নোমান ইবনে বশীরের শাহাদতের খবর

আমর ইবনে কাতাদাহ্ রেওয়ায়েত করেন ঃ উমরা বিনতে রাওয়াহা তার পুত্র নোমান ইবনে বশীরকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন আল্লাহ যেন এর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, সে তার মামার অনুরূপ জীবন যাপন করুক?

তার মামা জীবদ্দশায় প্রশংসনীয় ছিল, শহীদরূপে নিহত হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।

আবদুল মালেক ইবনে ওমায়র রেওয়ায়েত করেন ঃ বশীর ইবনে সা'দ আপন পুত্র নোমান ইবনে বশীরকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এলেন এবং আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই পুত্রের জন্যে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে, যে মর্তবায় তুমি পৌছবে, সে-ও সেই মর্তবায় পৌছবে। এরপর সে সিরিয়া যাবে। সেখানকার কোন মুনাফিক তাকে হত্যা করবে।

ইবনে সা'দ মাসলামা ইবনে মাহারিব থেকে বর্ণনা করেন ঃ মারওয়ানের খেলাফতকালে যাহহাক ইবনে কায়স মরজে রাহেতে নিহত হন, তখন নোমান ইবনে বশীর হেমস থেকে পলায়ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তখন হেমসের গভর্নর ছিলেন এবং মারওয়ানের বিরোধিতা করেছিলেন। হেমসবাসীরা তাকে তালাশ করে হত্যা করে।

মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের খবর

মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের শেষ ভাগে এমন লোক আসবে, যারা মিছামিছি হাদীস বর্ণনা করবে ঃ এমন হাদীস , যা তোমরা শুনে থাকবে না এবং তোমাদের বড়রাও শুনে থাকবে না। তোমাদের উচিত হবে এমন লোকদের থেকে বেঁচে থাকা

ওয়াছেলা ইবনে আসকা' রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত ইবলীস বাজারে ঘুরাফেরা করে একথা প্রচার না করবে যে, অমুকের পুত্র অমুক আমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করেছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, শয়তান এক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে মানুষের কাছে মিথ্যা হাদীস বয়ান করবে। ফলে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

ওলীদ ইবনে ওকবার অবস্থা

ওলীদ ইবনে ওকবা রেওয়ায়েত করেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীরা তাদের শিশুদেরকে নিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে আগমন করে। তিনি শিশুদের মাথায় সস্নেহ হাত বুলান এবং দোয়া করেন। আমার জননীও আমাকে নিয়ে তাঁর কাছে আসেন। আমার শরীরে সুগন্ধি মাখা ছিল। তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন না এবং স্পর্শও করলেন না। বায়হাকী বলেন ঃ ওলীদ সম্পর্কে এই আচরণ রসূলুল্লাহর (সাঃ) জ্ঞানের ভিত্তিতেই হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল যে, ওলীদ এই বরকত থেকে বঞ্চিত থাকুক। হযরত ওছমান (রাঃ) ওলীদকে গভর্নর করে দিয়েছিলেন। সে শরাব পান করে এবং নামাযে বিলম্ব করে। তার এসব বদভ্যাস বিখ্যাত। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, তন্মধ্যে ওলীদের ব্যক্তিত্বও অন্যতম ছিল। অবশেষে হযরত ওছমান (রাঃ) জালেমদের হাতে শহীদ হয়ে যান।

কায়স ইবনে মাতাতার অবস্থা

আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান রেওয়ায়েত করেন ঃ কায়স ইবনে মাতাতা সেই বৃত্তের কাছে এল, যাতে সালমান ফারেসী, সোহায়ব রূমী ও বেলাল হাবশী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। সে এসেই বলল ঃ আওস ও খাজরাজের লোকজন এই ব্যক্তিকে (নবী করীমকে) মদদ যোগাচ্ছে। আমি বুঝি না তারা কেন এ কাজ করছে? একথা শুনে মুয়ায তার টুটি চেপে ধরলেন এবং জোরপূর্বক রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি মসজিদে চলে গেলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত হওয়ার আহব্বান জানালেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা শেষে এরশাদ করলেন ঃ মানুষের প্রতিপালক একজনই। তাদের পিতা এক এবং ধর্মও এক। আরবী তোমাদের পিতা নয়, মা-ও নয়। এটা কেবল তোমাদের ভাষা। যে এই ভাষা বলে, সে আরব। মুয়ায ইবনে জবল তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই মুনাফিক সম্পর্কে আদেশ করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ একে দোযখের জন্যে ছেড়ে দাও। রাবী বর্ণনা করেন ঃ কায়স ইবনে মাতাতা এর পরে ইসলাম ত্যাগ করে এবং তদবস্থায়ই নিহত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অবস্থা

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি আমার পুত্র আবদুল্লাহকে কোন কাজে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে প্রেরণ করলাম। সে সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখে তার পদমর্যাদার কারণে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে কোন কথা না বলেই ফিরে এল। এরপর আমি হুযূর (সাঃ)-এর সাথে দেখা করে বললাম ঃ আপন পুত্রকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। আপনার কাছে এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখে সে আপনার সাথে কথা বলেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আপনার পুত্র লোকটিকে দেখেছিল কি? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, দেখেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ শেষ বয়সে আপনার পুত্রের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে। তাকে গভীর জ্ঞান দান করা হবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলাম। তিনি দেহইয়া কালবীর সাথে কথা বলছিলেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল ছিলেন। কিন্তু আমি জানতাম না। আমি সালাম করলাম না। জিবরাঈল বললেন ঃ তার কাপড় সাদা। কিন্তু তার বংশধর কাল পোশাক পরবে। সে সালাম করলে আমি জওয়াব দিতাম। আমি যখন ফিরে এলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি সালাম করলে না

কেন? আমি বললাম ঃ আমি আপনাকে দেহইয়া কালবীর সাথে কথা বলতে দেখে কথাবার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা সমীচীন মনে করলাম না। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তাকে দেখেছ? আমি বললাম ঃ জী হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ শেষ বয়সে তোমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে এবং মৃত্যুর সময় ফিরে আসবে। ইকরামা বলেন ঃ যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ওফাত হয় এবং তাকে খাটিয়ায় রাখা হয়, তখন একটি সাদা পাখী এসে তার কাফনে ঢুকে যায়, যা আর বাইরে আসেনি।

উম্মতে তেহাত্তর ফেরকা হওয়ার খবর

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ইহুদীদের একাত্তর কিংবা বাহাত্তর ফেরকা হয়েছে,খৃষ্টানদেরও তাই হয়েছে। আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ গ্রন্থধারীরা তাদের ধর্মকর্মে বাহাত্তর ফেরকা হয়ে গেছে। এই উম্মতও তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তারা খেয়ালখুশীর পূজারী হয়ে যাবে। সকলেই দোযখী হবে একটি ফেরকা ছাড়া। তারা জাহান্নামী হবে না। তারা হচ্ছে আমার অনুসারী একতা বদ্ধ দল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করবে, যারা খেয়ালখুশীর অনুসরণে অতীত সম্প্রদায়সমূহের অনুগামী হবে, যেমন কুকুর তার প্রভুর অনুগামী হয়। এই উম্মতের এমন কোন শিরা ও গ্রন্থি থাকবে না, যেখানে খেয়ালখুশী প্রবিষ্ট না হবে।

ইবনে ওমর রেওয়ায়েত করেন ঃ বনী ইসরাঈলের উপর যে দশা এসেছে, আমার উম্মতও হুবহু সেই দশার সম্মুখীন হবে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যিনা করে থাকলে আমার উম্মতের মধ্যেও তদনুরূপ হবে। তাদের মধ্যে একাত্তর ফেরকা হবে, আর আমার উম্মতে হবে তেহাত্তর ফেরকা। একটি ছাড়া সকল ফেরকাই দোযখে যাবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ঃ সেই একটি ফেরকা কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আজ আমি এবং আমার সাহাবীরা যে তরীকায় আছি, সেই তরীকার অনুসারী ফেরকা।

আমর ইবনে আওফের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে।

আওফ ইবনে মালেক আশজায়ীর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এই উম্মত যখন তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? একটি ফেরকা জান্নাতে এবং অবশিষ্ট সকল ফেরকা জাহান্নামে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এরূপ কবে হবে? তিনি বললেন ঃ যখন

নীচ লোকদের প্রাচুর্য হবে। বাঁদীরা প্রভু হয়ে যাবে। মজুর শ্রেণীর লোক মিম্বরে বসবে। কোরআন শরীফ বাদ্যে পরিণত হবে। মসজিদে কারুকার্য হবে এবং উঁচু উঁচু মিম্বর তৈরী করা হবে। যাকাতকে জরিমানা এবং আমানতকে গনীমত গণ্য করা হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ধর্মীয় পাণ্ডিত্য অর্জন করা হবে। পুরুষ স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের অবাধ্যতা করবে। পিতাকে দূরে ঠেলে দেবে এবং বন্ধুকে আপন করে নেবে। পূর্ববর্তীদেরকে গালমন্দ করবে। পাপাচারী ব্যক্তি গোত্রের সরদার হয়ে যাবে। জাতির নীচাশয় ব্যক্তি জাতির নেতা হবে। কারও অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তার সম্মান করা হবে। যখন এসব বিষয় আত্মপ্রকাশ করবে, তখন উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। মানুষ সিরিয়ার দিকে ধাবিত হবে। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ সিরিয়া বিজিত হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ অতিসত্বরই সিরিয়া বিজিত হয়ে যাবে। সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

খারেজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের খবর

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কোন বস্তু মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করছিলেন। এমন সময় যুল-খুয়ায়সেরা সেখানে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ন্যায়বিচার করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুই ধ্বংস হ। আমি ন্যায়বিচার না করলে কে করবে? হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন। আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ওমর একে ছাড়। এর অনেক সঙ্গী-সাথী হবে। তোমাদের একব্যক্তি তাদের নামাযের সামনে নিজের নামাযকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং তাদের রোযার সামনে নিজের রোযাকে নগণ্য মনে করবে। তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে; কিন্তু কোরআন তাদের গলার নীচে নামবে না। তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে দূর হয়ে যায়। তাদের চিহ্ন এই হবে যে, এক ব্যক্তি হবে কাল বর্ণের। তার বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংসপিণ্ডের মত হবে। তারা সর্বোত্তম মানব দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আবূ সাঈদ বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি এই হাদীস রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনেছি। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, হযরত আলী ইবনে আবী তালেব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কথিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। তাকে যখন তালাশ করে আনা হল, তখন আমি দেখলাম যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমনটি বলেছিলেন, সে তেমনই।

মুসলিম আবূ ওবায়দা থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ যখন হযরত আলী (রাঃ) খারেজীদের সাথে যুদ্ধ সমাপ্ত করলেন, তখন বললেন ঃ খোঁজ নিয়ে দেখ, যদি এরা সেই দলই হয়, যাদের কথা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, তবে তাদের মধ্যে একজন অসম্পূর্ণ হাতবিশিষ্ট ব্যক্তি থাকবে। আমরা খোঁজ নিয়ে তাকে পেয়ে গেলাম। হযরত আলী (রাঃ) তাকে দেখে তিনবার আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা শুনে স্পর্ধা দেখাবে এবং অহংকার করবে— এরূপ আশংকা না থাকলে আমি সেই গোপন কথাটি বলে দিতাম, যা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছিলেন, যে খারেজীদেরকে হত্যা করেছে। আমি হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি তিন বার বললেন ঃ কা'বার কসম, আমি শুনেছি।

হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের খবর

ইয়াযীদ ইবনুল আহাম রেওয়ায়েত করেন, হযরত মায়মূনা (রাঃ) মক্কায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বললেন ঃ আমাকে মক্কার বাইরে নিয়ে যাও। মক্কায় আমার মৃত্যু হবে না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বলেছেন যে, আমি মক্কায় মরব না। সেমতে লোকেরা তাকে বহন করে "সরফ" নামক স্থানে সেই বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেল, যার নীচে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বিয়ে করে এনেছিলেন। সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়।

আবূ রায়হানার ঘটনা

আবূ রায়হানা রেওয়ায়েত করেন— রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ আবূ রায়হানা, সে দিন তোমার কি অবস্থা হবে, যে দিন তুমি একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করবে, যারা তাদের গবাদি পশুকে ঘাসপানি ছাড়াই বেঁধে রাখবে? তুমি তাদেরকে বলবে—এরূপ করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তারা বলবে— তুমি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত পেশ কর। সেমতে পরবর্তীকালে আমি একদল লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, তারা একটি মুরগীকে দানাপানি ছাড়াই বেঁধে রেখেছে। আমি তাদেরকে নিষেধ করলে তারা বলল ঃ এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত পেশ কর। এতে আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, এরাই সেই লোক, যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন।

উম্মতের অবস্থা সম্পর্কিত যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে

হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রেওয়ায়েত করেন ঃ মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কল্যাণকর বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করত; কিন্তু কোন অকল্যাণকর বিষয় আমাকে পেয়ে বসে-এই ভয়ে আমি অকল্যাণকর বিষয়াদি জিজ্ঞেস করতাম। একবার আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা মূর্খতা যুগে ছিলাম এবং অনিষ্টের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ আমাদের কাছে এই কল্যাণ প্রেরণ করেছেন। প্রশ্ন এই যে, এই কল্যাণের পরে কোন অকল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আছে এবং তা হচ্ছে ইসলামের পরিবর্তন। আমি আরয করলাম ঃ ইসলামের পরিবর্তন কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ মানুষ আমার সুন্নত বর্জন করে অন্য তরীকা অবলম্বন করবে। আমার পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলবে। জাহান্নামের দরজায় আহবানকারীরা থাকবে। যারা এই আহবান কবুল করবে, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আমি বললাম ঃ এই লোকদের পরিচিতি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, বলছি। তারা আমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং আমাদের ভাষায় কথাবার্তা বলবে। ইমাম আওযাঈ বলেন ঃ কল্যাণের পর প্রথম যে অকল্যাণ হবে, তা হচ্ছে রসূলুল্লাহর (সাঃ) ওফাতের পর সংঘটিত ইরতিদাদ তথা ধর্মত্যাগের ফেতনা।

হযরত ছওবান রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে অন্যান্য উম্মত সমবেত হবে, যেমন আহারকারীরা দস্তরখানের কাছে সমবেত হয়। কেউ প্রশ্ন করল ঃ আমরা তখন সংখ্যায় কম হব কি? তিনি বললেন ঃ না, তোমরা প্রচুর সংখ্যক হবে। কিন্তু তোমরা কম মর্যাদাবান হবে, বৃক্ষের সেই পচা পত্রের মত, যা বন্যার সময় ফেনার সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। তোমাদের শত্রুদের মন থেকে আল্লাহ তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের মনে "ওহন" সৃষ্টি করে দেবেন। প্রশ্ন করা হল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ওহন কি? তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এমন এক কাল অবশ্যই আসবে, যখন মানুষ হালাল-হারামের পরওয়া না করেই অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে তিনি আরও বলেন ঃ আমি আমার ভাইদেরকে দেখা পছন্দ করি। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার সাহাবী। আমার ভাই তারা, যারা এখনও আসেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে শুন। অন্যরা তোমাদের কাছ থেকে আমার হাদীস শুনবে। তাদের কাছ থেকে পরবর্তীরা শুনবে।

আবূ বকর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি উপস্থিত, তার উচিত অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার হাদীস পৌঁছিয়ে দেয়া। নিশ্চিতই যার কাছে আমার হাদীস পৌঁছবে, সে তার পূর্বসূরী অপেক্ষা অধিক মুখস্থ রাখবে।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ হাদীসে আছে-আল্লাহ তা'আলা আলেমগণকে মৃত্যু দিয়ে ইলমকে তুলে নেবেন। যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে। তারা না জেনেই ফতোয়া দেবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ্ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ্ করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ ইলম সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকলেও পারস্যবাসীরা তা অর্জন করে ছাড়বে।

হযরত ওবাদা ইবনে সাবেত বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার পরে তোমাদের এমন শাসক হবে, যে বিষয়কে তোমরা অসৎকাজ বলবে, তারা তাকে সৎকাজ বলবে। আর যে কাজকে তোমরা সৎকাজ বলবে, তারা তাকে অসৎকাজ বলবে। আল্লাহর এমন নাফরমান শাসকের আনুগত্য করা তোমাদের উপর ওয়াজেব নয়।

হিজর ইবনে আদীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতের একটি সম্প্রদায় শরাব পান করবে এবং তার অন্য কোন নাম রাখবে।

জাবের ইবনে সামরাহ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- আমি উম্মতের জন্যে তিনটি বিষয়ের আশংকা করি ঃ (১) তারা তারকারাজির কাছে বৃষ্টির পানি চাইবে, (২) তাদের উপর রাজ-রাজড়াদের যুলুম হবে এবং (৩) তারা তাকদীরে অবিশ্বাস করবে।

কিয়ামতের আলামতের খবর

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের আলামত এই যে, ইলম তুলে নেওয়া হবে, মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে, মদ পান করা হবে এবং যিনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী কিছু জানে না। তবে আমি তোমাকে কিছু আলামত বলে দিচ্ছি। যখন তুমি দেখবে যে, বাঁদী তার প্রভুকে প্রসব করেছে,

যখন তুমি দেখবে যে, নগ্নপদ, উলঙ্গদেহ, মূক ও বধির ভূপৃষ্ঠের বাদশাহ হয়ে গেছে, যখন তুমি দেখবে যে, গবাদি পশুর রাখালরা সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করছে, তখন মনে করবে যে, কিয়ামত আসন্ন। এগুলোই কিয়ামতের আলামত।

আমর ইবনে আওফ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের সন্নিকটে চক্রান্ত ও প্রবঞ্চনার ব্যাপক প্রসার ঘটবে। তখন মিথ্যুককে সত্যবাদীর আসনে আসীন করা হবে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যারোপ করা হবে। খিয়ানতকারীকে আমানতদার করা হবে এবং আমানতদার খিয়ানত করবে। মানুষের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে নীচাশয় ও ঘৃণ্য লোকদের কথাই কার্যকর হবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতের আলামত হচ্ছে এগুলো ঃ দুষ্টলোকদের প্রাচুর্য হওয়া, অপরিচিতের প্রতি সদয় হওয়া এবং আত্মীয়বর্গের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, গোত্রের মুনাফিক ব্যক্তির সরদার হওয়া, মেহরাব সুসজ্জিত ও কারুকার্য খচিত হওয়া এবং অন্তর উজাড় হওয়া, পতিত ভূমি আবাদ হওয়া এবং আবাদ ভূমি পতিত হওয়া, মদ্যপান করা এবং জারজ সন্তানদের প্রাচুর্য হওয়া। হযরত ইবনে মাসউদকে প্রশ্ন করা হল ঃ সে সব লোক মুসলমান হবে কি? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। এমনও হবে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েও নিজের কাছে রাখবে এবং উভয়েই যিনাকার হবে।

ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে—কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত এই যে, দুষ্ট লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ভদ্রদের মর্তবা হ্রাস পাবে। কথার রাজত্ব কায়েম হবে এবং কর্ম খতম হয়ে যাবে।

ইসতিস্‌কার মো'জেযা

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহর (সাঃ) আমলে অনাবৃষ্টিজনিত কারণে দুর্ভিক্ষ হয়। একবার তিনি যখন মিম্বরে খোতবা পাঠ করছিলেন, তখন জনৈক বেদুঈন এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পরিবার-পরিজন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে। আপনি দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) হাত তুললেন। তখন আকাশ ছিল সম্পূর্ণ নির্মেঘ। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সাঃ) হাত নামাবার আগেই পাহাড়সম মেঘমালা উত্থিত হল। এরপর মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বেই আমি দেখলাম যে, তাঁর দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হচ্ছে। দ্বিতীয় জুমুআ পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি

ঝরল। সেই বেদুঈন আবার দাঁড়াল এবং আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! বসতগৃহসমূহ ধসে পড়ছে। হুযূর (সাঃ) উভয় হাত উত্তোলন করে বললেন। اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا হে আল্লাহ! আমাদের উপকারার্থে বৃষ্টি হোক–অপকারের জন্যে নয়। তিনি আপন পবিত্র হাত দিয়ে মেঘের দিকে ইশারা করতেন, অমনি মেঘ বিদীর্ণ হয়ে যেত। এই বৃষ্টিপাতের ফলে মদীনার মাটি শক্ত হয়ে গেল। মরু এলাকা জলমগ্ন হয়ে গেল। কানাত উপত্যকা দিয়ে একমাস পর্যন্ত স্রোত বইল। যে দিক থেকেই কেউ মদীনায় এল, সে একথাই বলল যে, এমন বৃষ্টিপাত পূর্বে কখনও হয়নি।

রুবাইয়' বিনতে মুয়াওয়ায রেওয়ায়েত করেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে সফরে ছিলাম। সকলেরই ওযূর পানির প্রয়োজন দেখা দিল। উষ্ট্রারোহীদের মধ্যে পানি তালাশ করা হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন। বৃষ্টি বর্ষিত হল। সকলেই আপন আপন পাত্র ভরে নিল এবং তৃপ্ত হয়ে পানি পান করল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ সকলেই রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি ঈদগাহে চলে গেলেন। মিম্বরে বসার পর তিনি উভয় হাত উত্তোলন করলেন, এমন কি তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা একখণ্ড মেঘ সৃষ্টি করলেন। তাতে গর্জন হল এবং বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এরপর এত বৃষ্টিপাত হল যে, তিনি মসজিদে আসতে আসতে বন্যা প্রবাহিত হয়ে গেল।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিভিন্ন দোয়া
আপন পরিবারের জন্যে দোয়া

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পরিবারের জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, মোহাম্মদের পরিবারকে খাদ্যের রিযিক দান কর। বায়হাকী বলেন ঃ তাঁর পরিবারবর্গ খাদ্য লাভ করে এবং তারা এতে সবর করে।

হযরত ইবনে মসসউদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে একজন মেহমান আগমন করে। তিনি পত্নীগণের এক একজনের কাছে খাদ্যের জন্যে পাঠালেন। কিন্তু কারও কাছে খাদ্য ছিল না। তিনি দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا اِلَّا اَنْتَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার কৃপা ও রহমত প্রার্থনা করছি। রহমতের মালিক একমাত্র তুমিই। এই দোয়ার পর তাঁর কাছে হাদিয়া স্বরূপ ভাজা করা ছাগলের গোশত এল। তিনি বললেন ঃ এই বকরীর গোশ্ত আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও রহমত।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত তিনবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর বুকে মারলেন, অতঃপর এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَخْرِجْ مَا فِىْ صَدْرِ عُمَرَ مِنْ غِلٍّ وَاَبْدِلْهُ اِيْمَانًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ওমরের বুকে যে হিংসা-বিদ্বেষ আছে, তা বের করে দাও এবং তাকে ঈমানে রূপান্তরিত কর। এটা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়কার ঘটনা।

হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। হুযূর (সাঃ) আমাকে দেখতে এলেন। আমি তখন এই দোয়া করছিলাম— হে আল্লাহ! যদি আমার মৃত্যুক্ষণ এসে থাকে, তবে আমাকে স্বস্তি দাও। যদি মৃত্যুতে বিলম্ব থাকে, তবে আরোগ্য দান কর। আর যদি এই রোগ পরীক্ষার্থে হয়, তবে আমাকে সবর দান কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ اَللّٰهُمَّ عَافِهِ –

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাকে আরোগ্য দান কর। হে আল্লাহ! তাকে নিরাপত্তা দান কর। অতঃপর তিনি বললেন ঃ দাঁড়িয়ে যাও। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এখন পর্যন্ত পুনরায় সেই রোগ আমার হয়নি।

হযরত জাবের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে এক মহিলার দাওয়াতে গেলাম। সে একটি ছাগল যবেহ করল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ একজন জান্নাতী এসে গেছে। দেখা গেল হযরত আবূ বকর (রাঃ) এসেছেন। এরপর তিনি বললেন ঃ জান্নাতীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আসবে। দেখা গেল হযরত ওমর (রাঃ) এসেছেন। তিনি আবার বললেন ঃ জান্নাতীদের একজন আসবে। হে আল্লাহ, তুমি চাইলে সে যেন আলী হয়। সেমতে আলীই এলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

কায়স ইবনে আবী হাযেম রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দ (রাঃ)-এর জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْتَجِبْ لَهُ اِذَا دَعَاكَ হে আল্লাহ! যখন সা'দ দোয়া করে, তুমি কবুল কর।

হযরত সা'দ (রাঃ)-ও অনুরূপ দোয়া করার কথা রেওয়ায়েত করেছেন। এরপর থেকে তিনি যে দোয়া করতেন, তা কবুল হত।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলূল্লাহ (সাঃ) সা'দের জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَاَجِبْ دَعْوَتَهُ وَحَبِّبْهُ হে আল্লাহ! সাদের তীরকে সোজা রাখ, তার দোয়া কবুল কর এবং তাকে প্রিয় করে নাও।

হযরত জাবের ইবনে সামরাহ্ রেওয়ায়েত করেন ঃ কূফাবাসীদের কিছু লোক সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করে। হযরত ওমর (রাঃ) অবস্থা সরে জমিনে তদন্ত করার জন্যে এক ব্যক্তিকে সা'দের সঙ্গে কূফায় প্রেরণ করলেন। সে সা'দকে কূফার প্রত্যেকটি মসজিদে নিয়ে গেল এবং লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। সা'দ সম্পর্কে কেউ ভাল ছাড়া মন্দ বলল না। অবশেষে সে এক মসজিদের নিকটে আবূ সা'দা নামক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল ঃ আপনি কসম দিয়েছেন। তাই বলছি —সা'দ সমান বন্টন করেন না, লশকরের মধ্যে যান না এবং ন্যায় বিচার করেন না। সা'দ একথা শুনে অভিযোগকারীকে এই বলে বদদোয়া দিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاَطِلْ عُمْرَهُ وَاَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ –

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার বয়ঃক্রম দীর্ঘ কর এবং দীর্ঘ কর তার দারিদ্র্যকে, আর তাকে ফেতনার শিকার কর।

ইবনে ওমায়র (রাঃ) বলেন ঃ আমি এই আবূ সা'দাকে অশীতিপর বৃদ্ধ অবস্থায় দেখেছি। বার্ধক্যের কারণে ভ্রূযুগল চোখের ভেতরে পড়ে গিয়েছিল। সে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। পথিমধ্যে ছোট বালিকাদেরকে উত্যক্ত করত। কেউ তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে বলত ঃ আমি অশীতিপর বৃদ্ধ। আমি ফেতনায় পতিত হয়েছি, সা'দের বদদোয়া লেগে গেছে।

মুসয়িব ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ সা'দ কূফায় খোতবা দেওয়ার পর উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কেমন শাসক? এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ আমার ধারণায় আপনি জনগণের ব্যাপারাদিতে ইনসাফ করেন না, সমান বন্টন করেন না, সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করে জেহাদ করেন না। সা'দ এ কথা শুনে বললেন ঃ হে আল্লাহ, লোকটি মিথ্যাবাদী হলে তাকে অন্ধ করে দাও। তাকে নিঃস্ব করে দাও। তার আয়ু দীর্ঘ করে ফেতনায় জড়িত করে দাও। সেমতে সে অন্ধ ও দরিদ্র হয়ে ভিক্ষা করতে থাকে এবং অবশেষে মিথ্যাবাদী মুখতারের ফেতনায় নিহত হয়।

কায়স রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে গালমন্দ করল। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস শুনে এই বদদোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, এই ব্যক্তি তোমার ওলীকে গালমন্দ করেছে। অতএব সমাবেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তুমি তোমার কুদরত দেখিয়ে দাও। কায়স বলেন ঃ আমরা তখনও বিচ্ছিন্ন হইনি, এমতাবস্থায় লোকটি ঘোড়া থেকে উপুড় হয়ে পাথরের উপর পড়ে গেল। ফলে মস্তিষ্ক ফেটে গিয়ে অকুস্থলেই মারা গেল।

মুসয়িব ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত সা'দ এক ব্যক্তিকে বদদোয়া দিলেন। কোথা থেকে একটি ক্ষেপা উষ্ট্রী এসে লোকটিকে মেরে ফেলল। সা'দ ব্যথিত হয়ে একটি গোলাম মুক্ত করলেন এবং কসম খেলেন যে, আর কখনও কাউকে বদদোয়া দেবেন না।

ইবনুল মুসাইয়িব রেওয়ায়েত করেন ঃ মারওয়ান বলল ঃ এই ধনসম্পদ আমার। আমি যাকে চাইব, দেব। একথা শুনে হযরত সা'দ উভয় হাত তুলে বললেন ঃ বদদোয়া করব? মারওয়ান দৌড়ে এসে সা'দকে গলায় লাগিয়ে বলল ঃ হে আবূ ইসহাক, বদদোয়া করবেন না। এই ধনসম্পদ আল্লাহর।

ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে লবীদ আপন দাদা থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ সা'দ (রাঃ) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ, আমার শিশু পুত্ররা ছোট। অতএব তাদের যুবক হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু বিলম্বিত কর। সেমতে সা'দ আরো বিশ বছর পরে ওফাত পান।

আমের ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন ঃ সা'দ (রাঃ) একবার এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। সে হযরত আলী, তালহা ও যুবায়র (রাঃ)-কে গালমন্দ করছিল। সা'দ তাকে বললেন ঃ তুমি এমন ব্যক্তিবর্গকে গালমন্দ করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে গালমন্দ করা থেকে তোমার বিরত থাকা উচিত। নতুবা আমি তোমাকে বদদোয়া দেব। এতে লোকটি মুখ ভ্যাংচিয়ে বলতে লাগল ঃ আহা রে, তিনি আমাকে এমন ভয়

দেখাচ্ছেন, যেন তিনি কোন নবী-রসূল, যা দোয়া করবেন, তাই কবুল হয়ে যাবে। অতঃপর সা'দ এই বলে বদদোয়া দিলেন ঃ হে আল্লাহ, এই লোকটি তাদেরকে গালমন্দ করছে, যাদের সম্পর্কে তোমার ফয়সালা অকাট্য হয়ে গেছে। অতএব আজই তুমি তাকে শাস্তি দাও। দেখা গেল, একটি উষ্ট্রী এগিয়ে আসছে। লোকেরা তাকে পথ দিয়ে দিল। সে এসেই লোকটিকে পদতলে পিষ্ট করে দিল। লোকজন সা'দের পেছনে পেছনে গেল এবং বলল ঃ হে আবূ ইসহাক, আল্লাহ তা'আলা আপনার দোয়া কবুল করেছেন।

মালেক ইবনে রবীআর জন্যে দোয়া

মালেক ইবনে রবীআ সলূলী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্যে দোয়া করেন, যাতে তার সন্তানদের মধ্যে বরকত হয়। সেমতে তার আশিজন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওতবার জন্যে দোয়া

আবদুল্লাহ ইবনে ওতবার উম্মে ওয়ালাদ রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি আমার প্রভু আবদুল্লাহ ইবনে ওতবাকে প্রশ্ন করলাম ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন্ বিষয়টি আপনার স্মৃতিতে আছে? তিনি বললেন ঃ আমি যখন পাঁচ অথবা সাত বছরের ছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে আপন কোলে বসান এবং আমার ও আমার সন্তানদের জন্যে দোয়া করেন। এই দোয়ার বরকতে আমরা বুড়ো হইনি।

নাবেগার জন্যে দোয়া

ইয়ালা ইবনে আশদাক (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমি নাবেগা জা'দীকে বলতে শুনেছি যে, সে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে কবিতা পাঠ করলে তিনি তা পছন্দ করেন এবং এই বলে দোয়া করেন– لَا يَغْضُضُ اللّٰهُ فَاكَ আল্লাহ তোমার মুখাবয়বকে অবিকৃত রাখুন। রাবী বলেন ঃ আমি নাবেগাকে একশ দশ বছর বয়সে দেখেছি তার কোন দাঁত ভাঙ্গেনি।

ইবনে আবী উসামা থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে–দাঁতের ব্যাপারে নাবেগা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল। তার কোন দাঁত পড়ে গেলে তদস্থলে নতুন দাঁত গজিয়ে উঠত।

ইবনুস সাকান রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ) দোয়ার বরকতে নাবাগার দাঁত শিলার চেয়েও অধিক শুভ্র ছিল।

ছাবেত ইবনে ইয়াযীদের জন্যে দোয়া

ইবনে আয়েয রেওয়ায়েত করেন যে, ছাবেত ইবনে ইয়াযীদ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পা খোঁড়া, মাটি স্পর্শ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্যে দোয়া করলেন। ফলে তার পা ভাল হয়ে গেল এবং মাটি স্পর্শ করতে লাগল।

মেকদাদের জন্যে দোয়া

মেকদাদ-পত্নী খাবা বিনতে যুবায়র (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ একদিন মেকদাদ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে বাকীতে যেয়ে এক জনশূন্য জায়গায় বসে গেলেন। সেখানে একটি ইঁদুর একটি গর্ত থেকে বের হল এবং একটি দীনার এনে তার কাছে রাখল। এরপর আরও একটি দীনার এনে রাখল। এমনিভাবে একের পর এক করে সে সতেরটি দীনার এনে রাখল। মেকদাদ সেই দীনারগুলো নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আপন হাত গর্তে ঢুকিয়েছিলে? মেকদাদ বললেন ঃ না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এসব দীনার থেকে খয়রাত করা তোমার উপর ওয়াজেব নয়। আল্লাহ তা'আলা এসব দীনারে তোমাকে বরকত দান করুন। খাবা বলেন ঃ এসব দীনারের শেষ সংখ্যাটি খতম হয় না। আমি মেকদাদের কাছে উৎকৃষ্ট রূপা দেখেছি।

খমরাহ ইবনে ছা'লাবার জন্যে দোয়া

খমরাহ ইবনে ছা'লাবা রেওয়ায়েত করেন ঃ তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্যে শাহাদতের দোয়া করুন। তিনি এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحَرِّمُ دَمَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ –

হে আল্লাহ! আমি ইবনে ছালাবার রক্ত মুশরিকদের উপর হারাম করছি। সেমতে তিনি সারা জীবন মুশরিকদের উপর হামলা করে গেছেন। তিনি মুশরিকদের সারি ভেদ করে অগ্রে চলে যেতেন এবং ছহি সালামতে ফিরে আসতেন।

জনৈক ইহুদীর জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে ঃ জনৈক ইহুদী নবী করীম (সাঃ)-এর নিকটে উপবিষ্ট ছিল। তিনি হাঁচি দিলে ইহুদী يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।) কলেমাটি পাঠ করল। এর জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) هَدَاكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত করুন।) বললেন। ফলশ্রুতিতে সেই ইহুদী মুসলমান হয়ে গেল।

যিনার অনুমতি প্রসঙ্গে

আবূ উমামা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈক যুবক রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে যিনার অনুমতি দিন। একথা শুনা মাত্রই যা হবার তাই হল। উপস্থিত সাহাবীগণ দ্রুত যুবকটির দিকে ধাবিত হলেন এবং তাকে কঠোর ভাষায় শাসাতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সস্নেহে যুবকটিকে বললেন ঃ আমার কাছে এস। সে ভয়ে ভয়ে নিকটে এল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বসে যাও। সে বসে গেল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার মায়ের সাথে যিনা করা পছন্দ করবে? যুবক বলল ঃ না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন মায়ের সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি কোন ব্যক্তিই তার মায়ের সাথে যিনা করা পছন্দ করে না। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তোমার কন্যার সাথে যিনা করা পছন্দ করবে কি? সে বলল ঃ না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন আপন কন্যার সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি কোন ব্যক্তিই তার কন্যার সাথে যিনা করা পছন্দ করে না। এরপর তিনি প্রশ্ন রাখলেন ঃ তুমি তোমার বোনের সাথে যিনা করা পছন্দ করবে কি? যুবক উত্তর দিল ঃ আমি বোনের সাথে যিনা করা পছন্দ করতে পারি না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন আপন বোনের সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি কোন ব্যক্তিই তার বোনের সাথে যিনা করা পছন্দ করতে পারে না। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তোমার ফুফুর সাথে যিনা করবে কি? যুবক উত্তর দিল ঃ না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন আপন ফুফুর সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি যে-কোন ব্যক্তি তার ফুফুর সাথে যিনা করা পছন্দ করে না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি তোমার খালার সাথে যিনা করা পছন্দ করবে কি? যুবক বলল ঃ না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যেমন তোমার খালার সাথে যিনা করা পছন্দ কর না, তেমনি অন্য লোকেরাও করে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত যুবকের মাথায় রাখলেন এবং এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَاَحْصِنْ فَرْجَهُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি এর গোনাহ মার্জনা কর, এর অন্তর পবিত্র কর এবং এর যৌনাঙ্গকে পাপমুক্ত রাখ।

এরপর থেকে এই যুবক কোন প্রকার কুকর্মের প্রতি কখনও ভ্রূক্ষেপ করেনি।

হযরত উবাই ইবনে কা'বের জন্যে দোয়া

সোলায়মান ইবনে সরদ রেওয়ায়েত করেন ঃ উবাই ইবনে কা'বের সামনে দু'ব্যক্তি একটি আয়াতের কেরাআত (পঠনপদ্ধতি) নিয়ে মতবিরোধ করছিল। তাদের প্রত্যেকেই বলছিল যে, আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াতটি এমনিভাবে পাঠ করিয়েছেন। হযরত উবাই তাদের উভয়কে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে নিয়ে গেলেন। হুযূর (সাঃ) উভয়ের পাঠ শুনে বললেন ঃ উভয়েই সঠিক পাঠ করেছে। উবাই বলেন ঃ একথা শুনে আমার মনে মূর্খতা যুগের চাইতেও ভয়ংকর সন্দেহ সৃষ্টি হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার অবস্থা আঁচ করে আমার বুকে হাত মেরে দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ الشَّيْطَانَ হে আল্লাহ! তার মন থেকে শয়তান দূরে করে দাও। এর সাথে সাথে আমার সর্বাঙ্গে ঘর্ম প্রবাহিত হতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি ভীত অবস্থায় আল্লাহ পাককে নিরীক্ষণ করে যাচ্ছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে এই দোয়া করেন–
اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ হে আল্লাহ! তাকে ধর্মে গভীর পাণ্ডিত্য দান কর। অন্য এক রেওয়ায়েতে এর সাথে وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ (এবং তাকে সদর্থ শিক্ষা দাও)-ও বলা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্যে প্রজ্ঞার দোয়া করলেন। বলা বাহুল্য, আমার জন্যে তাঁর দোয়া কবুল হয়েছে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্যে এই দোয়া করেন اللهم بارك فيه وانشر منه হে আল্লাহ, তার মধ্যে বরকত দাও এবং তার তরফ থেকে সম্প্রচার কর।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন! রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ لَهٗ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْمَا رَزَقْتَهٗ –

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য দান কর এবং তাকে প্রদত্ত রিযিকে বরকত দাও। হযরত আনাস বলেন ঃ এখন আমার কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে এবং পুত্র-পৌত্রের সংখ্যা এক শ'। আমার কন্যা আমেনা বলেছে যে, বসরায় হাজ্জাজের আগমন পর্যন্ত আমার ঔরসজাত একশ' উনত্রিশ জনকে দাফন করা হয়েছে।

আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত আনাস (রাঃ)-এর একটি বাগান ছিল, যাতে বছরে দু'বার ফল ধরত। এই বাগানে এক প্রকার ফুল ছিল, যা থেকে মেশকের সুগন্ধি ভেসে আসত।

হুমায়দ বর্ণনা করেন যে ঃ হযরত আনাস (রাঃ) নিরানব্বই বছর বয়ঃক্রম পান এবং ৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) আমার জন্যে এই দোয়া করেন اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَاَطِلْ عُمْرَهٗ وَاغْفِرْ لَهٗ হে আল্লাহ, তাকে প্রচুর ধনসম্পদ ও সন্তানাদি দান কর, তার আয়ু দীর্ঘ কর এবং তার মাগফেরাত কর। এই দোয়ার বরকত এই যে, আমি আমার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্য থেকে একশ জনকে দাফন করেছি। আমার বাগানে বছরে দুবার ফল ধরে। আমি এত দীর্ঘ বয়ঃক্রম পেয়েছি যে, জীবন এখন বিষাদময় হয়ে গেছে। আমি আল্লাহর কাছে মাগফেরাত আশা করি।

হযরত আবূ হুরায়রা ও তাঁর জননীর জন্যে দোয়া

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ ভূপৃষ্ঠে যত মুমিন আছে, আমি তাদের সকলের প্রিয়। রাবী প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কি কারণে এই দাবী করছেন? তিনি বললেন ঃ আমি আমার জননীকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম; কিন্তু তিনি সাড়া দিতেন না। আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করলাম ঃ আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে আমার মায়ের ইসলামের প্রতি হেদায়াত হয়। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। এরপর আমি সেখান থেকে ফিরে গৃহে প্রবেশ করতেই মা বলে উঠলেন ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। একথা শুনে আমি মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌঁছলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ ছিল। আমি বললাম, আপনার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। আমার মা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখন আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় করে দেন এবং তাদেরকে আমাদের প্রিয় করে দেন। হুযূর (সাঃ) এই বলে দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ عَبْدَكَ هٰذَا وَاُمَّهُ اِلٰى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَبِّبْهُمْ اِلَيْهِمَا -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দাকে এবং তার মাকে তোমার মুমিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও এবং তাদেরকে এই দু'জনের প্রিয় করে দাও। একারণেই ভূপৃষ্ঠের সকল মুমিন নারী ও পুরুষ আমাকে প্রিয় মনে করে। আমিও তাদেরকে প্রিয় মনে করি।

মোহাম্মদ ইবনে কায়স ইবনে মাখরামা রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি যায়দ ইবনে ছাবেতের কাছে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করল। যায়দ বললেন ঃ তুমি আবূ হুরায়রাকে ছাড়বে না। কেননা, আমি, আবূ হুরায়রা এবং তৃতীয় এক ব্যক্তি মসজিদে দোয়া করছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে এলেন। তৃতীয় ব্যক্তিটির দোয়ার সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) "আমীন" বলছিলেন। এরপর আবূ হুরায়রা এই দোয়া করলেন ঃ

اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِثْلُ مَاسَئَلَكَ صَاحِبَاىَ وَاَسْئَلُكَ عِلْمًا لَايَنْسٰى

অর্থাৎ, আমি তোমার কাছে তেমনি প্রার্থনা করি, যেমন আমার সঙ্গীদ্বয় করেছে। আমি এমন জ্ঞান চাই, যা বিস্মৃত হয় না। নবী করীম (সা) "আমীন" বললেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমিও আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন জ্ঞানের দোয়া করি, যা বিস্মৃত হয় না। তিনি বললেন ঃ এই দওসী তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

সায়েব (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

জাঈদ ইবনে আবদুর রহমান রেওয়ায়েত করেন, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রখর, চালাক এবং সুষম মেযাজের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি জানি যে, নবী করীম (সাঃ)-এর দোয়ার কারণেই আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার্যকর আছে।

আবদুর রহমান ইবনে আওফের জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েতে করেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বললেন بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।

অন্য এক রেওয়ায়েত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন ঃ

রসূলুল্লাহর (সাঃ) দোয়ার বরকতে আমি আশা করি যে, আমি কোন পাথর তুললে তার নীচ থেকেও স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য বের হবে।

ওরওয়া বারেকীর জন্য দোয়া

ওরওয়া বারেকী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তাঁর জন্যে ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের দোয়া করেন। তিনি মাটি ক্রয় করলেও তাতে মুনাফা হত।

তিনি আরও রেওয়ায়েত করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আমার জন্যে দোয়া করেন ঃ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ (আল্লাহ তোমার ব্যবসায়ে বরকত দিন।) এই দোয়ার পর আমি কেনাসার বাজারে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং ফিরে আসার আগে আগে আমার চল্লিশ হাজার দেরহাম মুনাফা হয়ে যেত।

আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া

আমর ইবনে হারীছ রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফরের কাছে চলে গেলেন। তিনি তখন কোন বস্তু বিক্রয় করছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِىْ تِجَارَتِهٖ হে আল্লাহ, তার ব্যবসায়ে বরকত দাও।

উম্মে সুলায়মের (রাঃ) গর্ভের জন্যে দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ তালহা (রাঃ)-এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে মারা গেল। তখন আবী তালহা গৃহে ছিলেন না। তার পত্নী কিছু প্রস্তুত করে গৃহের কোণে রেখে দিলেন। আবী তালহা গৃহে ফিরে পত্নীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছেলে কেমন? পত্নী বললেন ঃ আরামেই আছে। তিনি পত্নীর কথা সঠিক মনে করে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রত্যুষে উঠে গোসল করে যখন বাইরে যেতে লাগলেন, তখন পত্নী বললেন ঃ ছেলে মারা গেছে। আবী তালহা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ফজরের নামায পড়লেন এবং তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়কে আজ রাতে বরকত দিবেন। সুফিয়ান বলেন ঃ আমি তার নয়টি সন্তান দেখেছি, যাদের প্রত্যেকেই কোরআন পাঠ করেছে।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালহার ঔরসজাত উম্মে সুলায়েমের এক পুত্র মারা গেলে উম্মে সুলায়ম তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন।

আবূ তালহা গৃহে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছেলে কেমন? উম্মে সুলায়ম বললেন ঃ আরামে আছে। অতঃপর আবূ তালহা রাতের খানা খেলেন। উম্মে সুলায়ম স্বামীকে বললেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে কোন জিনিস ধার দেয়, এরপর তা ফিরিয়ে নেয়, তবে এই ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে তুমি দুঃখ করবে? আবূ তালহা বললেন ঃ না। উম্মে সুলায়ম বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে একটি পুত্র ধার দিয়েছিলেন। এখন তা ফিরিয়ে নিয়েছেন। ভোর বেলায় আবূ তালহা রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে গেলেন এবং উম্মে সুলায়মের উক্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়কে বরকত দিন।

উম্মে সুলায়ম বলেন ঃ এরপর আমার পুত্র আবদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করল। রাবীগণ বর্ণনা করেন, এই পুত্র অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ ছিল। তার সমবয়সীদের মধ্যে কেউ তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিল না। এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এই শিশুকে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি তার তালুতে খোরমা ঘষে দিলেন।

অতঃপর তার কপালে হাত রাখলেন এবং আবদুল্লাহ নাম রাখলেন। পবিত্র হাতের পরশে তার মুখমণ্ডল নূরোজ্জ্বল হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে হেশামের জন্যে দোয়া

বুখারী আবূ আকীল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ আকীলকে তাঁর দাদা খাদ্যশস্য কেনার জন্যে বাজারে নিয়ে যেতেন। সেখানে ইবনে যুবায়র ও ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে দেখা হলে তারা বলতেন ঃ আমাদেরকে তোমার অংশীদার করে নাও। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমার জন্যে বরকতের দোয়া করেছেন। আবদুল্লাহ তাদেরকে শরীক করে নিতেন এবং প্রায়ই তারা মুনাফায় আস্ত উট পেয়ে যেতেন।

হাকীম (রাঃ) ইবনে হেযামের জন্যে দোয়া

মদীনার জনৈক শায়খ রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরবানীর জন্তু ক্রয় করার জন্যে হাকীম (রাঃ) ইবনে হেযামকে একটি দীনার দিয়ে বাজারে প্রেরণ করলেন। তিনি একটি জন্তু ক্রয় করলেন, অতঃপর জন্তুটি দু'দীনার বিক্রয় করে দিলেন। এরপর একটি জন্তু ও একটি দীনার নিয়ে ফিরে এলেন। হুযূর (সাঃ) তাকে দোয়া দিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ হাকীম ইবনে হেযামকে কারবারে বরকত দিন।

ইবনে সা'দ হাকীম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি ব্যবসায়ে অত্যন্ত

ভাগ্যবান ছিলেন। তিনি যেকোন বস্তু বিক্রয় করেছেন, তাতে অবশ্যই মুনাফা হয়েছে।

কোরায়শের জন্যে দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরায়শের জন্যে এই দোয়া করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَذَقْتَ اَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالًا فَاَذِقْ اٰخِرَهَا نَوَالًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তুমি যেমন প্রথম কোরায়শকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছ, তেমনি শেষ কোরায়শকে নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাও।

অহংকার প্রসঙ্গে

ইবনে সাদ বলেন ঃ খালিদ ইবনে ওসায়দ ভীষণ অহংকারী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি মুসলমান হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দেখে বললেন ঃ হে আল্লাহ, তার অহংকার বৃদ্ধি কর। সেমতে আজ পর্যন্ত তার বংশধরের মধ্যে অহংকার বিদ্যমান আছে।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) সারগর্ভ দোয়াসমূহ

ইবনে ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ জনৈকা মহিলা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার স্বামীকে ঘৃণা কর? সে বলল ঃ হ্যাঁ। হুযূর (সাঃ) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের মাথা কাছাকাছি কর। অতঃপর তিনি স্ত্রীর কপালকে স্বামীর কপালের উপর রাখলেন এবং এই দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَهُمَا وَحَبِّبْ اَحَدَهُمَا اِلٰى صَاحِبِهٖ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি কর এবং একজনকে অপর জনের প্রিয় করে দাও।' এর কিছুদিন পর মহিলা হুযূর (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর পদচুম্বন করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এবং তোমার স্বামী এখন কেমন? মহিলা বলল ঃ খুব ভাল। জগতের কোন ধনসম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততি এখন আমার কাছে আমার স্বামী অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ اَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি আল্লাহর রসূল।

আবূ উমামা রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক যুদ্ধে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এসে বললাম ঃ আপনি আমার শাহাদতের দোয়া করুন। তিনি এই দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ হে আল্লাহ, তাদেরকে সালামত রাখ এবং গনীমত দান কর।

সেমতে আমরা জেহাদ করলাম এবং অক্ষত রইলাম। গনীমতও হস্তগত হল। এরপর অন্য এক জেহাদের সময় আমি তাঁর কাছে এসে জেহাদের দোয়া চাইলে তিনি উপরোক্ত দোয়া করলেন। এবারও আমরা সহীহ সালামতে জেহাদ করলাম এবং গনীমত পেলাম।

হযরত যায়দ ইবনে ছাবেত রেওয়ায়েত করেন ঃ একবার রসূলে করীম (সাঃ) ইয়ামনের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْبِهِمْ হে আল্লাহ, তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট কর। এরপর সিরিয়ার দিকে তাকিয়ে একই দোয়া করলেন এবং ইরাকের দিকে তাকিয়ে একই দোয়া করলেন।

সালামাহ ইবনে আকওয়া রেওয়ায়েত করেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) উপস্থিতিতে বাম হাতে আহার করছিল। তিনি বললেন ঃ ডান হাতে খাও। সে বলল ঃ আমার ডান হাত উঠে না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ উঠে। একমাত্র অহংকারই তার উঠার পথে অন্তরায়। রাবী বলেন ঃ এরপর ঐ ব্যক্তির ডান হাত কখনও মুখের দিকে যায়নি।

ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবিয়া আসলামীকে বাম হাতে খেতে দেখে বললেন ঃ একে গাররা নামক স্থানের রোগে ধরেছে। এরপর সাবিয়া যখন গাররা গেল, তখন প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জনৈক ইহুদী নিহত হলে তিনি এ ঘটনাকে আপন খেলাফতের জন্যে একটি গুরুতর কলংকজনক ঘটনা মনে করেন। তিনি অস্থির হয়ে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন ঃ মানুষকে হত্যা করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলীফা ও শাসনকর্তা করেননি। এই ইহুদীর হত্যা সম্পর্কে যে ব্যক্তি জানে, আমি তাকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করে বলছি, সে আমাকে বলুক। বকর ইবনে শাদ্দাখ খলীফার কাছে যেয়ে বললেন ঃ আমি এই ইহুদীকে হত্যা করেছি। খলীফা বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! তুমি এই ইহুদীকে হত্যার কথা স্বীকার করছ? তুমি আপন মুক্তির জন্যে কোন প্রমাণ

উপস্থিত কর। বকর বললেন ঃ প্রমাণ আছে এবং তা এই যে, অমুক ব্যক্তি জেহাদে চলে গেছে। সে তার পরিবার-পরিজনকে আমার দায়িত্বে সোপর্দ করে গেছে। আমি একবার তার গৃহে এসে এই ইহুদীকে সেখানে উপস্থিত পেলাম। সে এই কবিতা আবৃত্তি করছিল ঃ

واشعث غرة الاسلام حتى
خلوت بعرسه ليل التمام
ابيت على ترائبها واسى على قواء لاحبه الحزام
كان مجامع الربلات منها قيام ينهضن الى قيام

ইসলামের ধোকায় পতিত এলোকেশী ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে আমি সারারাত নির্জনবাস করেছি। আমি তার স্ত্রীর বক্ষের উপর রাত্রি অতিবাহিত করেছি। আর সে সর্বদা সফরে থাকা উষ্ট্রীর উপর শয়ন করেছে। এই রমণীর স্তনের আশে পাশে স্তরে স্তরে মাংস রয়েছে। সে খুব মোটা।

রাবী বলেন ঃ খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) বকরের বিবৃতি সত্য মনে করলেন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর দোয়ার কারণে খুনের বদলে খুন বাতিল করে দিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বললেন ঃ মোয়াবিয়াকে ডেকে আন। আমি বললাম ঃ সে আহার করছে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ডেকে আনতে বললেন; কিন্তু প্রত্যেক বারই জওয়াব এল, সে আহার করছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ لَا اَشْبَعَ اللّٰهُ بَطْنَهٗ আল্লাহ তার পেট না ভরুন। এই দোয়ার পর মোয়াবিয়ার পেট কখনও ভরেনি।

ওয়াহশী রেওয়ায়েত করেন, একবার মোয়াবিয়া রসূলুল্লাহর (সাঃ) পেছনে উটে সওয়ার ছিলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ মোয়াবিয়া, তোমার শরীরের কোন্ অংশটি আমার শরীরের সাথে মিলিত আছে? মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ আমার পেট। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِمْلَأْهُ عِلْمًا وَّحِلْمًا হে আল্লাহ, তার পেটকে জ্ঞান ও সহনশীলতায় পূর্ণ করে দাও।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মুক্ত ক্রীতদাস ফরুজ রেওয়ায়েত করেন ঃ হযরত

ওমর (রাঃ)-কে কেউ বলল, অমুক অমুক ব্যক্তি চড়াদামে শস্য বিক্রয় করার জন্যে গুদামজাত করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য গুদামজাত করবে, আল্লাহ তাকে কষ্ট কিংবা নিঃস্বতার রোগে আক্রান্ত করবেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোলাম বলল ঃ আমরা নিজ অর্থ দিয়ে খাদ্যশস্য ক্রয় করি এবং বিক্রয় করি। রাবী বলেন ঃ আমি কিছুদিন পরে এই গোলামকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত দেখেছি।

হযরত আনাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে চুল মাটি লেগে যাওয়া থেকে বাঁচাতে দেখে বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ قَبِّحْ شَعْرَهٗ হে আল্লাহ, তার চুলকে কুৎসিত করে দাও। হযরত আনাস বলেন ঃ এরপর লোকটির মাথার চুল পড়ে গেল।

আবদুল মালেক ইবনে হারূন রেওয়ায়েত করেন ঃ আবূ ছরওয়ান ছিল বনী আমরের উটের রাখাল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোরায়শদের ভয়ে গৃহ থেকে বের হয়ে পড়েন, তখন বনী আমরের উটের পালে এসে আশ্রয় নেন। আবূ ছরওয়ান তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি এক ব্যক্তি, তোমার উটগুলোর মধ্যে বিশ্রাম নিতে চাই। আবূ ছরওয়ান বলল ঃ আমি বুঝি। আপনি সেই ব্যক্তি, যে নবুওয়ত দাবী করেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হাঁ, তাই। রাখাল বলল ঃ তা হলে আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনার উপস্থিতির কারণে আমার উটগুলো অলক্ষুণে হয়ে যাবে। হুযূর (সাঃ) তাকে এই বলে বদ দোয়া দিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اَطِلْ شِقَاءَهٗ وَبَقَاءَهٗ হে আল্লাহ, তার হতভাগ্যতা ও বেঁচে থাকাকে সুদীর্ঘ কর। রাবী বলেন ঃ আবূ ছরওয়ানের বয়স অনেক বেশী হয়ে গিয়েছিল। সে অহরহ মৃত্যু কামনা করত। লোকেরা তাকে বলত ঃ তুমি তো ধ্বংস হয়ে গেছ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে বদ দোয়া দিয়েছেন। আবূ ছরওয়ান বলত ঃ না, তা নয়। ইসলামের বিজয়ের পর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। তিনি আমার জন্যে দোয়া করেছেন এবং মাগফেরাত কামনা করেছেন। কিন্তু প্রথম দোয়া প্রথমে কবুল হয়ে গেছে।

মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একটি উট ক্রয় করেছি। আপনি আমার জন্যে বরকতের দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ, তার জন্যে বরকত

দাও। কিছুদিন পরে উটটি মারা গেল। সে দ্বিতীয় একটি উট ক্রয় করে আবার বরকতের দোয়ার আবেদন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পূর্ববৎ দোয়া করলেন। কিছুদিন পরে এ উটও মারা গেল। লোকটি তৃতীয় একটি উট ক্রয় করে সেটি নিয়ে খেদমতে উপস্থিত হল। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ احْمِلْهُ عَلَيْهِ হে আল্লাহ, তুমি তাকে এই উটে সওয়ার কর।

সেমতে উটটি তার কাছে বিশ বছর রইল। বায়হাকী বলেন ঃ বাহ্যতঃ তৃতীয় বারের দোয়া কবুল হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম দুবারও কবুল হয়েছে; কিন্তু আখেরাতের ক্ষেত্রে কবুল হয়েছে।

আবূ উমামা রেওয়ায়েত করেন ঃ ছালাবা ইবনে হাতেব রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি দোয়া করুন, যাতে আমার ধনসম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি নসীব হয়। হুযূর, বললেন ঃ শুন, যে অল্প ধনসম্পদ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার শোকর করা হয়, তা সেই বেশী ধনসম্পদের তুলনায় উত্তম, যা পেয়ে আল্লাহর শোকর করা যায় না। কিন্তু ছালাবা এই উপদেশ না মেনে দোয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হে ছা'লাবা, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি কি আমার মত হতে চাও না? আমি চাইলে আমার রব এই পাহাড়গুলোকে আমার জন্যে স্বর্ণে পরিণত করে দেবেন এবং স্বর্ণের পাহাড় আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে। এরপরও ছালাবা অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দোয়া চাইতে লাগল এবং বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, যদি আল্লাহ আমাকে অর্থসম্পদ দেন, তবে প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করব। অগত্যা হুযূর (সাঃ) ছালাবার জন্যে দোয়া করলেন। সে ছাগল ক্রয় করল। তাতে বরকতের ফলস্বরূপ ভেড়ার অনুরূপ বংশবৃদ্ধি হল। অবশেষে তার ছাগলপালের জন্যে মদীনার চারণভূমি সংকীর্ণ হয়ে গেল। সে ছাগলপাল দূরে নিয়ে গেল। প্রথমে সে দিনে নামাযের জন্যে রসূলুল্লাহর (সাঃ) মসজিদে আসত—রাতে আসত না। এরপর তার ছাগলের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল এবং সে আরও দূরে চলে গেল। এ সময় ছা'লাবা কেবল জুমুআর নামাযের জন্যে মসজিদে আসতে লাগল। এরপর ছাগল আরও বেড়ে যাওয়ায় সে আরও দূরে চলে গেল এবং জুমুআয় আসাও বর্জন করল। জানাযার নামাযে যোগদান করাও ছেড়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মন্তব্য করলেন ঃ

ذبح ثعلبة بن حاطب

ছালাবা ইবনে হাতেব যবেহ হয়ে গেছে।

এরপর যাকাত আদায়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্যে প্রেরণ করলেন এবং উট ও ছাগলের বয়স, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি লিখে দিলেন। হুযূর (সাঃ) ব্যক্তিদ্বয়কে ছালাবা ইবনে হাতেবের কাছেও যেতে বললেন। তারা ছালাবা ইবনে হাতেবের কাছে পৌঁছে যাকাত দাবী করল। সে বলল ঃ আমাকে যাকাত সম্পর্কিত লিখিত বিবরণ দেখাও। ছা'লাবা গভীর মনোযোগ সহকারে বিবরণ পাঠ করে বলল ঃ এটা তো জিযিয়া বৈ নয়। তোমরা এখন চলে যাও এবং অন্য সবার কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করার পর আমার কাছে এসো। সেমতে তারা অন্যদের কাছ থেকে যাকাত উসুল করার পর পুনরায় ছালাবার কাছে এল। ছালাবা বলল ঃ আমার মনে হয় এটা জিযিয়া ছাড়া কিছু নয়। তোমরা চলে যাও। আমি এ সম্পর্কে আরও চিন্তাভাবনা করে নিই। তারা উভয়ে মদীনায় ফিরে এল। তাদেরকে আসতে দেখে তাদের বলার পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ذبح ثعلبة بن حاطب ছালাবা ইবনে হাতেব যবেহ হয়ে গেছে। এ সময় কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হল ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهِ الخ

এই আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে ছা'লাবা জানতে পারল। সে তার কাছে প্রাপ্য যাকাত নিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছে পৌঁছল। কিন্তু তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। ছালাবা কাঁদতে লাগল এবং আপন মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার এ কাজ তোমারই। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার কথা মেনে বেশী ধনসম্পদের জন্যে দোয়া করতে বলো না।

মোট কথা, হুযূর (সাঃ) ছালাবার যাকাত কবুল করলেন না। এরপর না খলীফা আবূ বকর (রাঃ) কবুল করলেন, না খলীফা ওমর (সাঃ)। অবশেষে ছালাবা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এখানে এক যুবকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। লোকেরা তাকে বলছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। কিন্তু সে কিছুতেই বলতে পারছে না। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে জীবনে কালেমা পাঠ করত না কি? উত্তর হল ঃ পাঠ করত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে মৃত্যুর সময় বাধা এল কোত্থেকে? অতঃপর তিনি যুবকের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে যুবক, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। সে বলল ঃ আমার ক্ষমতা নেই। আমি এ কালেমা

বলতে পারি না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কেন বলতে পার না? সে বলল ঃ আমি আমার মায়ের হক আদায় করিনি। তাই বলতে পারি না। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার মা জীবিত আছে কি? উত্তর হল, জি হাঁ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকজনকে বললেন ঃ তার মাকে নিয়ে এস। মা এলে পর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যদি তোমাকে বলা হয়, তুমি তোমার এই ছেলের জন্যে সুপারিশ না করলে আমরা তাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করব, তা হলে তুমি তার জন্যে সুপারিশ করবে না? মা বলল ঃ আমি সুপারিশ করব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আমাদের সামনে সাক্ষ্য দাও, তুমি তোমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছ। মা বলল ঃ আমি আমার পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। অতঃপর হুযূর (সাঃ) পুত্রকে বললেন ঃ এখন বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে অনায়াসে তা বলে ফেলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার বদৌলত তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।

যায়দ ইবনে ছাবেত (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীস বর্ণনাকারীদের জন্যে এই বলে দোয়া করেছেন ঃ

نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها

আল্লাহ সেই ব্যক্তির মুখমণ্ডল সতেজ ও সজীব রাখুন, যে আমার কথা শুনে, অতঃপর তা মনে রাখে, অতঃপর হুবহু অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। আলেমগণ বলেন, রসূলুল্লাহর (সাঃ) এই দোয়ার কারণেই হাদীসবিদগণের মুখমণ্ডলে সজীবতা ও হৃষ্টপুষ্টতা পরিলক্ষিত হয়।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) যার জন্যেই দোয়া করেছেন, তাঁর সেই দোয়া সেই ব্যক্তি পর্যন্তই সীমিত নয়; বরং তার অধস্তন বংশধর পর্যন্তও পৌঁছে।

সাহাবায়ে কেরামকে শিখানো দোয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন ঃ আমার পিতা আমার কাছে এসে বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাছ থেকে একটি দোয়া শুনেছি, যার প্রভাব এই যে, তোমার উপর পাহাড়সম ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তা শোধ করিয়ে দিবেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ

رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمُهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ
بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا مِنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ -

হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমার উপর অনেক ঋণ ছিল, যা আমি অপছন্দ করতাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমি এ দোয়ার উপকার পেলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার ঋণ শোধ করিয়ে দিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমার উপর আসমার কর্জ ছিল। তাকে দেখলেই আমার লজ্জা লাগত। তাই তার সাথে দেখা হলেই আমি উপরোক্ত দোয়া পাঠ করতাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে রিযিক দিলেন এবং তা উত্তরাধিকার স্বত্ব অথবা দান নয়। আমি আসমার প্রাপ্য শোধ করে দিলাম।

আবুল আলিয়া রেওয়ায়েত করেন, খালিদ ইবনে ওলীদ আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এক জ্বিন আমাকে হয়রানি করে। এর কোন প্রতিকার আছে কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ পাঠ কর–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ
مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا
يَعْرُجُ فِي السَّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقً
يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ -

খালিদ ইবনে ওলীদ বলেন ঃ আমি এই কালেমাগুলো পাঠ করলাম। আল্লাহ তা'আলা সেই জ্বিনকে প্রতিহত করলেন।

সোহায়ল ইবনে আবী সালেহ রেওয়ায়েত করেন, বনী আসলামের এক ব্যক্তিকে বিচ্ছু দংশন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে রাতে নিম্নোক্ত কালেমাগুলো পাঠ করলে তাকে বিচ্ছু দংশন করত না ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

রাবী বলেন ঃ আমার গৃহের এক মহিলাকে সাপে কাটলে সে এই কালেমাগুলো পাঠ করল। ফলে তার কোন বিপত্তি ঘটল না।

আবূ বকর ইবনে মোহাম্মদ রেওয়ায়েত করেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে সোহায়ল

(রাঃ)-কে হারীরাতুল আফায়ী নামক স্থানে সর্পে দংশন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে আম্মারা ইবনে হাযমের কাছে নিয়ে যাও, যাতে সে ঝেড়ে দেয়। লোকেরা বলল ঃ আবদুল্লাহ মারা যাবে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তাকে আম্মারার কাছে নিয়ে যাও। অতঃপর আম্মারার ঝাড়ার ফলে আবদুল্লাহ সুস্থ হয়ে গেল।

সোহায়ল ইবনে আবী খায়ছামা রেওয়ায়েত করেন ঃ আমাদের এক ব্যক্তিকে সাপে দংশন করলে আমর ইবনে হাযমকে ডাকা হল। সে অস্বীকার করল এবং নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে অনুমতি চাইল। তিনি বললেন ঃ তুমি কি বলে ঝাড়বে, তা আমাকে শুনাও। আমর শুনালে হুযূর (সাঃ) অনুমতি দিলেন।

আবদুর রহমান ইবনে ছাবেত রেওয়ায়েত করেন, খালিদ ইবনে ওলীদ অনিদ্রার অভিযোগ করল রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন কালেমা শিখাচ্ছি, যেগুলো পাঠ করলে তোমার নিদ্রা এসে যাবে। কালেমাগুলো এই ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا
اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ جَارِيْ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ
كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ وَاَنْ يَطْغٰى عَزَّ جَارُكَ
وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

আবান ইবনে আইয়াশ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কুখ্যাত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে কথা বললে হাজ্জাজ বলল ঃ যদি তুমি রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে উপস্থিত না হতে এবং তোমার সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন আমাকে না লিখতেন, তবে আমার মধ্যে ও তোমার মধ্যে অভাবনীয় আচরণ হয়ে যেত। হযরত আনাস (রাঃ) বললেন ঃ চুপ কর। যখন আমার নাকের ছিদ্র মোটা হয়ে গেল (আমার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে গেল), তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে কতকগুলো কালেমা শিখালেন, যার কারণে কোন প্রতাপশালী যালেমের ক্রোধ ও প্রাবল্য আমার কোন ক্ষতি করবে না এবং আমার প্রয়োজন অনায়াসে পূর্ণ হবে। মুমিনগণ গভীর ভালবাসা সহকারে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। হাজ্জাজ বলল ঃ তা হলে সেই কালেমাগুলো তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও না! হযরত আনাস (রাঃ) বললেন— না, তুমি এগুলোর যোগ্য নও।